আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৫০ || সোমবার || ভাদ্র ২৮ || ১৪২৯ || সফর ১৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 49 || 12 September || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

৯/১১'র স্মৃতি

সালাহউদ্দিন আহমেদ: ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর কাছে দিনটি ৯/১১ বলে পরিচিত। ৯/১১ বিশ্ববাসীর মতো আমার কাছেও এক ভয়াবহ স্মৃতি, ভয়ানক আর মর্মান্তিক ট্রাজেডী। দিনটি ছিলো শনিবার। মনোরম ভোরের আকাশ কেটে সূর্য্যের রোদ্রোজ্জল **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



রানির মৃত্যুতে শোকাহত বিশ্ব

ব্রিটেনের নতুন রাজা চার্লস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ ব্রিটেন। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় সিংহাসনে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ৯৬ বছর বয়সে মারা যান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। প্রায় ৭০ বছর পর ব্রিটেনের কোনো রাজা বা রানির মৃত্যুতে দেশটির রাজতন্ত্রে বড় পরিবর্তন দেখতে চলেছে বিশ্ব। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি যুগের অবসান হয়েছে। ১০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ব্রিটেন। ধারণা করা হচ্ছে, ১০ দিনের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ছিলেন 'বাবুর্চি', ছড়া লিখে পেলেন একুশে পদক

ঢাকা ডেস্ক: জীবনের বহু ঘাট ঘুরে ৭৮ বছর পর নিজের পিতৃভিটায় ফিরেছেন শিশুসাহিত্যিক সুকুমার বড়ুয়া। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

মন্তব্য প্রতিবেদন



নিউইয়র্কে সমকামীদের বন্ধু বিপা!

হাবিব রহমানঃ লেখার এই শিরোনামটি আমার নয়। ধার করা। 'নিউইয়র্কে সমকামীদের বন্ধু বিপা'-এই শিরোনামে চলতি সংখ্যা 'মুক্তচিন্তা' একটা কভার স্টোরি করেছে। লেখাটা আমার ভালো লেগেছে। শিরোনামটি আমার পছন্দও হয়েছে। পাশাপাশি আমাকে একটি লেখা তৈরির জন্য অনুপ্রাণীত ও করেছে। তাই সম্পাদকের অনুমতি নিয়েই **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

বিশিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া

শেখ হাসিনার ভারত সফরের ফল ইতিবাচক: বীণা সিক্রি



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বীণা সিক্রি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের ফলাফল ইতিবাচক। দুই দেশের শীর্ষ নেতার ঘন ঘন সফর বিনিময়ের ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

অবৈধ অভিবাসীর জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে জরুরি অবস্থা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে 'মানবিক সংকট' দেখা দেওয়ায় ৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সিটি মেয়র ম্যুরিয়েল বাউসার 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেছেন। বেআইনি পথে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এবং আরিজোনা স্টেটে ঢুকে পড়া হাজার হাজার অভিবাসীকে বাসযোগে ওয়াশিংটন ডিসিতে **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

আকবর আলি খানের মৃত্যু

একজন জনমুখী স্পষ্টবাদীর বিদায়



ঢাকা ডেস্ক: ড. আকবর আলি খান আর নেই। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। আকবর আলি খানের ভাই কবির উদ্দিন খান জানিয়েছেন, অসুস্থ **(বাকি অংশ ৪৪পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372



Looking to start a cannabis-related business in NYC?

The NYC Department of Small Business Services (SBS) is here to help:



ASSESS BUSINESS NEEDS



CONNECT TO NO-COST RESOURCES



EXPLAIN GOVERNMENT RULES



CONNECT YOU TO FUNDING

Visit

nyc.gov/cannabis

or 888-SBS-4NYC
(888-727-4692)

NYC Small Business Services | careers businesses neighborhoods

Get the facts on New York State's cannabis law and licenses at **cannabis.ny.gov.**

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 12 //

শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ না পেয়ে মমতার ক্ষোভ

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তার সাথে দেখা করতে পারেননি। গতকাল বৃহস্পতিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। মমতা বলেন, দেশের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলতে চাই না। হাসিনাজি ভারতে এসেছেন। আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভালো। ওদের সবার সাথে। আজকে নয়, চিরকাল। কিন্তু দেখা করতে দিলো না। পুজোর সময় আমি উনাকে চিঠি দিই। উনি আমাকে শাড়ি পাঠায়। আমিও ঈদের সময় পাঠাই। উনি আম পাঠায়, ইলিশ মাছ পাঠায়। আমরাও যতটা পারি করি। এই প্রথম দেখলাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন কিন্তু বাংলা বাদ। আমি কৃতজ্ঞ যে উনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।

ভয়াল দিন আসছে, মহাসংকটে উপমহাদেশের ২০০ কোটি মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছরের গ্রীষ্মে, পুরো পৃথিবী জুড়েই তান্ডবলীলা চালিয়েছে দাবদাহ। ফলে ইউরোপের আল্পস থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বতশ্রেণি-সবখানেই অতীতের সব নজির ছাড়ায় বরফের গলন। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বাইরে সবচেয়ে বেশি স্বাদু পানি জমা আছে হিমালয় পর্বতশ্রেণি ও এর শাখা পর্বতশ্রেণিতে। খবর জাপান স্ট্রেইট টাইমসের।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি তাদের ধারণার চেয়েও উদ্বেগজনক মাত্রায় গলিয়ে ফেলছে হিমালয়ের হিমবাহগুলিকে। অথচ পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থার সঙ্গে নাজুক ও পরস্পর-সম্পর্কিত রয়েছে এগুলোর। হিমবাহ গলায় জলবায়ু ব্যবস্থার ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে, হয়ে উঠছে আরও অস্থিতিশীল। ব্যাহত হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা জলচক্র।

পাকিস্তানের জীবনীশক্তি বলা যায় সিন্ধু নদীকে। ঐতিহ-াসিক সময় থেকেই সভ্যতা ও মানব বসতির পৃষ্ঠপোষক এই নদীর স্রোত ও তার বয়ে আনা উর্বর পলি। তাই সিন্ধু অববাহিকাতেই জনবসতি বেশি পাকিস্তানে।

গত দেড় দশক ধরে তারা পর্বতে তুষারের আচ্ছাদনের মাত্রা, মাটি ও বায়ুর তাপাঙ্ক, হিমবাহে বরফ সঞ্চয় বা বরফ গলে জলরাশির নিঃসরণ মেপে আসছেন। হিমবাহের এই জলধারাই প্রবাহিত হয় পর্বতের পাদদেশের উপত্যকা দিয়ে, ছোটখাট অজস্র স্রোতধারাগুলিই ধীরে ধীরে উপমহাদেশের এক একটি প্রধান নদীর জন্ম দিয়েছে। এই প্রভাব বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান পাকিস্তানে। সেখানে বন্যায় ডুবে গেছে লাখো একর কৃষিজমি আর জনপদ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩ কোটির বেশি মানুষ। গত জুনের পর থেকে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে।

এই অঞ্চলের প্রায় দুইশ কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই স্রোতধারার ওপর তথা হিমবাহের জল প্রবাহের ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু, পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে চলায় রেকর্ড হারে গলছে এসব হিমবাহ। সংকুচিত হচ্ছে তাদের ব্যাপ্তি। এতে একদিকে অকাল বন্যা, আরেকদিকে ভবিষ্যতে মিঠা পানির চরম সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে উপমহাদেশবাসী।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে আরও উষ্ণ হয়ে উঠেছে আরব সাগরের পানি। বাষ্পীভবন বেড়ে যাওয়ায় চলতি বছর বর্ষায় রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয় পাকিস্তানে। তার সঙ্গে ছিল-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক জলবায়ুতে দেখা দেওয়া 'লা নিনার প্রভাব।'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' হয়েছে হিমবাহের অতি-গলন।

সার্বিক পরিণতিকে, পাকিস্তানি কর্মকর্তারা 'জলবায়ু বিপর্যয়-এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এ বিপর্যয় কেবল শুরু হয়েছে মাত্র। সামনে আসছে আরও ভয়াল দশা। কারণ, সাধারণত রেকর্ড বন্যার পরই ধেয়ে আসে চরম খরা।

বিজ্ঞানী দলের সদস্য ও ইন্দোর-ভিত্তিক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির হিমবাহবিদ মো. ফারুক আজম সেই অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন এভাবেই, 'জুনে আমরা পরিমাপ কেন্দ্রটি স্থাপন করি, কিন্তু আগস্টে সেখানে ফিরে তার কোনো চিহ্নও খুঁজে পায়নি।'

তিনি বলেন, এ বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে গ্রীষ্মের শুরুতেই দেখা দেয় চরম তাপদাহ, যা ১০০ বছরের রেকর্ড ভাঙ্গে। তার ফলে বিপুল গতিতে গলেছে হিমবাহ। গত সপ্তাহে আমাদের বৈজ্ঞানিক দলটি আরেকটি হিমবাহে ছিল, সেখানে আমরা হিমালয়ে রেকর্ড মাত্রায় বরফের গলন লক্ষ করেছি।'

তিব্বত থেকে যাত্রা শুরু করে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করাচিতে এ নদী গিয়ে মিশেছে আরব সাগরে। নদী অববাহিকার দৈর্ঘ্য ফ্রান্সের দ্বিগুণ, পাকিস্তানের ৯০ শতাংশ খাদ্য এখানেই উৎপাদন হয়।

যখন এই অববাহিকায় বন্যা আসে, তখন মাটির জলশোষণ খুব একটা বাড়ে না। বেশিরভাগ পানিই সরাসরি গিয়ে পড়ে আরব সাগরে। তাতে করে পানি সংকট দেখা দেয় শুষ্ক মৌসুমে।



















আশা হোমকেয়ারের জ্যামাইকা শাখা উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

হলো আশা হোমকেয়ার এবং আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার। এ উপলক্ষ্যে শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান অতিথিসহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বাগত জানান। অতিথিগণ রং বে রং এর একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন।

জ্যামাইকার ৮৯-১৪ ১৬৮ স্ট্রীট ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত আশা হোমকেয়ার এবং আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারে সংশ্লিস্টদের সর্বোচ্চ সেবা দেয়া হবে বলে জানান ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বিশিষ্ট মর্গেজ লোন বিশেষজ্ঞ জান ফাহিম, জেবিবিএ'র (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিক জয় চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

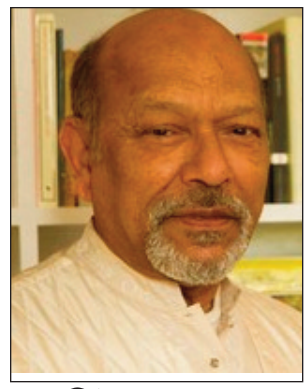
সম্পাদকীয়

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চার দিনের নয়াদিল্লি সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও একবার প্রতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের বাইরেও দিল্লিতে হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ এবং রাজস্থানের আজমির শরিফে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির মাজারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জিয়ারতের মধ্য দিয়েও দুই দেশের সাংস্কৃতিক নৈকট্য স্পষ্ট হয়। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী ভারতীয় সৈনিকদের উত্তর প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের 'মুজিব বৃত্তি' দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি বহুমাত্রিক করে তুলল বাংলাদেশ। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টানা তিন মেয়াদ এবং তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষ নরেন্দ্র মোদির টানা দুই মেয়াদে দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। বিশেষত গত বছর মার্চ মাসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফরে এক ডজনের বেশি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তির মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের 'ধ্রুপদি' দরজাগুলোর বাইরে নতুন নতুন জানালা খুলে গেছে।

এবারও আমরা দেখেছি- দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত আলোচনা ও আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে উভয় নেতাই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে একাত্তরের চেতনা ধরে রেখে একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেছেন, তা আমাদের অনুপ্রাণিত না করে পারে না। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য- বাংলাদেশ, ভারত এবং এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। উভয় প্রধানমন্ত্রীর এসব প্রত্যয়কে আমরা নিশ্চয় স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, দ্বিপক্ষীয় অমীমাংসিত ইস্যুগুলোর সুরাহা যথাসম্ভব দ্রুত না হলে ভবিষ্যৎমুখী পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন সহজ হবে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা না হলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস কাঙ্ক্ষিত মাত্রা পায় না। কারণ, কূটনীতির বাইরেও এগুলোর সঙ্গে জনমত ও গণআকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন জড়িত। দুই দেশের মধ্যে ঝুলে থাকা ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলতে হবে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির কথা। দুই শীর্ষ নেতার গত দুই বৈঠকে যদিও এ বিষয়ে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি মিলেছিল; এবার যেন তাও অনুপস্থিত। আমরা দেখেছি, নয়াদিল্লিতে মোদি সরকারের প্রথম মেয়াদে বহুল প্রতীক্ষিত স্থল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হলেও তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে জট আর খোলেনি। এটা ঠিক, গত দুই বৈঠকের প্রথমটিতে যেমন ফেনী নদীর পানি বণ্টন নিয়ে; তেমনই এবার কুশিয়ারার পানি বণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু তিস্তার ইস্যুটি মীমাংসা না হওয়ায় এ দুই নদীর পানি বণ্টনের তাৎপর্যও স্পষ্টত ম্লান হয়ে যায়। আমরা স্বীকার করি, বাংলাদেশ ও ভারত যেভাবে সমুদ্রসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি করেছে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তা বিরল। কিন্তু এটাও অস্বীকারের অবকাশ নেই- অভিন্ন নদী সংক্রান্ত ইস্যুগুলো মীমাংসার ক্ষেত্রে ভারতীয় পক্ষের সদিচ্ছা বারংবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। আমরা জানি, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদও ২০২৬ সালের মধ্যে নবায়ন করতে হবে। আরও ছয়টি নদীর প্রশ্ন আলোচনার টেবিলে রয়েছে কয়েক দশক থেকে। এখন, এক তিস্তাই যদি সুরাহা করতে না পারি, তাহলে বাকিগুলো কখন করব?

ভারতের নীতিনির্ধারকসহ নাগরিক সমাজ ও সংবাদমাধ্যম স্বীকার করে যে, সে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল যাতে স্থিতিশীল, নিরাপদ ও উন্নয়নমুখী হয়, সে জন্য শেখ হাসিনার টানা তিন মেয়াদের সরকার সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছে। গত দেড় দশকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু ঢাকা ও দিল্লির মধ্যকার বন্ধুত্বের বাতাবরণ বারবার সীমান্তের কাঁটাতারে গিয়ে যেভাবে রক্তাক্ত হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। এবারের বৈঠকেও হতাহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আমরা তার প্রতিপালন চাইব। আমরা নিশ্চয় চাই, বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব আরও সম্প্রসারিত হবে এবং নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্পষ্টই উদার ও আন্তরিক অবস্থান গ্রহণ করে এসেছে। ভারতের দিক থেকেও আমরা অভিন্ন অবস্থান দেখতে চাই। দুই দেশের বন্ধুত্ব এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে আন্তরিকতাও প্রত্যাশিত।



গাজীউল হাসান খান

বরিসের প্রস্থান ও মহাসংকটে লিজের শুরু

করোনা-পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন দীর্ঘ সংঘর্ষ এবং তার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মহামন্দার যে কালো ছায়া নেমে এসেছে তা মোকাবেলা করতে যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল দলনেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস কতটুকু উপযুক্ত সেটা নিয়ে এখন শুধু তাঁর নিজ দেশেই নয়, আলোচনা শুরু হয়েছে সবখানেই। তাঁর ভবিষ্যৎ শাসনকালে, তা যতই স্বল্পমেয়াদি হোক না কেন, বর্তমান যুক্তরাজ্য কতটুকু যুক্ত থাকবে সেটি নিয়েও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এখন নানা প্রশ্ন ব্যাপকতা লাভ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সীমান্তগত ও বাণিজ্যিক কঠোর বিধিমালার প্রশ্নে, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে ২০২৩-এ যে গণভোটের দাবিটি ঝুলে রয়েছে, সেগুলোর কতটুকু সুরাহা করতে পারবেন অপেক্ষাকৃতভাবে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিক লিজ ট্রাস? বিগত তিনটি রক্ষণশীল সরকারের অধীনে মন্ত্রিত্ব পেলেও তাঁর সে সুতীক্ষ্ণ মেধা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা কোথায়? এ ছাড়া আগের তুলনায় যুক্তরাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক ও জ্বালানি সংকট বেড়েছে বহুগুণ। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এগিয়ে যাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। ব্রিটেনের ১৫তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বড় দুঃসময়ে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন লিজ ট্রাস। এ সংকট দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে না পারলে ব্রিটিশ রাজনীতির গত ৬০ বছরের ইতিহাসে তিনিই হবেন সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী। সাবেক রক্ষণশীলদলীয় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ছিলেন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, যাঁর শাসনকাল হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেকটাই সফল। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় উপবিষ্ট হয়েছিলেন দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। তিনি অল্প সময়ে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অক্সফোর্ড শিক্ষিতা লিজ ট্রাস ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য না হলেও ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে। অন্যান্য দেশ, যেমন-বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০২৪ সালে বা কাছাকাছি সময়ে। ব্রিটেনব্যাপী এখন প্রশ্ন উঠেছে, তত দিন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যকে যুক্ত রেখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন কী তিনি। অনেকে বলেন, নেহাত ভাগ্যগুণে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন লিজ। সাবেক রক্ষণশীল অর্থমন্ত্রী ঋষি সোনাকের মতো বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা কর্মদক্ষতাও তাঁর নেই। এ মন্তব্য বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষ অনেকের।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটেনের জ্বালানি সংকট কোনোভাবেই কম নয়। ব্রিটেনে এখন মাথাপিছু জ্বালানি ব্যয় দাঁড়াবে বছরে তিন হাজার ৫০০ পাউন্ডের বেশি, যা সাধারণ মানুষের ধারণাতীত। এ ছাড়া রয়েছে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে (১০ শতাংশের বেশি) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রমেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাপনের মান নিচে নেমে যাচ্ছে। মানুষ দৃশ্যতই দরিদ্র হয়ে পড়ছে। খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার মানও উল্লিখিত কারণে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলে নেতৃত্বের পরিবর্তন কতটুকু সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে সে প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। কারণ রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নগতি এবং জাতীয় রাজস্ব আয়ে ভাটা পড়ছে লক্ষণীয়ভাবে। এ ছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলে অবকাঠামোগত বিনির্মাণ এবং অর্থনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচ করে গেছেন দলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তাতে রাজকোষে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যদিও নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস বলেছেন যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাঁর নতুন সরকার একটি জরুরি পরিকল্পনা ঘোষণা করবে এবং কর্মসূচি হাতে নেবে, তবু প্রয়োজনীয় তহবিল জোগান দেওয়ার বিষয়টি অনেকটা অদৃশ্যই থেকে যাচ্ছে।

জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ মানুষকে অর্থ সাহায্য দেওয়া কিংবা উচ্চমাত্রার জ্বালানি বিল পরিশোধের জন্য সাহায্য করার বিষয়টি খুব সহজ নয়। ব্রেক্সিটের মাধ্যমে ব্রিটেনের ইইউ থেকে বেরিয়ে আসা এবং করোনার কারণে রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহ করা এখন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ডলারের বিপরীতে পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের উল্লেখযোগ্য দরপতন হয়েছে বিগত দিনগুলোতে। সেসব দিক বিবেচনায় ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে ব্রিটেন, অতিদ্রুত। এ ক্ষেত্রে অন্যান্যের মতো ব্রিটেনও যে খুব শিগগির আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কিংবা বিভিন্ন অর্থ প্রদানকারী সংস্থার দ্বারস্থ হবে না, এমন নয়। সুতরাং সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়ে যাঁরা হৈচৈ করেছেন, তাঁদের এখন আর হয়তো বুঝতে বাকি নেই যে বিভিন্ন সরকার পরিস্থিতির কতটা শিকারে পরিণত হতে পারে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে।

> **প্রায় ৩০ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে এক বিশাল জয় নিয়ে ২০১৯ সালে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হয়েছিল ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার (ব্রেক্সিট) প্রশ্নে ২০১৬ সালে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন।**

প্রায় ৩০ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে এক বিশাল জয় নিয়ে ২০১৯ সালে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হয়েছিল ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার (ব্রেক্সিট) প্রশ্নে ২০১৬ সালে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন রক্ষণশীল আরেক নেত্রী, টেরেসা মে। কিন্তু ব্রেক্সিটসংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল প্রশ্নে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়েছে নিজ দলের অন্য তরুণ নেতা বরিস জনসন ও অন্যদের কঠিন চাপের মুখে। বরিস জনসন ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মের ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ত্যাগের বিভিন্ন শর্তকে কেন্দ্র করে বরিস পদত্যাগ করেন এবং রক্ষণশীল দলে নেতৃত্বের পরিবর্তন দাবি করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিস্ট বরিস এবং তাঁর অনুসারীরা ছিলেন কট্টর ব্রেক্সিটপন্থী। অন্যদিকে ডেভিড ক্যামেরন ও টেরেসা মে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ইচ্ছা বা মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ক্যামেরন ও মে পদত্যাগ করেন। দলীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তরুণ রাজনীতিক বরিস জনসন। তারই ধারাবাহিকতায় ব্রেক্সিট ইস্যুতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন বরিস। কিন্তু তিন বছরের শাসনের পর বিভিন্ন অনিয়ম, ক্ষমতায় থেকে আইন অমান্য করে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে 'নিশীথে মদের পার্টি' করা কিংবা মিথ্যাচারের দায়ে শেষ পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের চাপেই বরিসকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী, বাগ্মী ও জনপ্রিয় লেখক, কলামিস্ট বরিস জনসন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেষ পর্যন্ত সরে যেতে বাধ্য হলেও ব্রেক্সিট ও করোনা মোকাবেলার জন্য তিনি ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে অনেকে মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্র চীনের বাইরে বর্তমান সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতিতে বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বা ক্ষমতা তাঁর ছিল বলে অনেকে মনে করেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর পর তিনি হয়তো পার্লামেন্টের সদস্য পদ রেখে লিখে ও বক্তৃতা দিয়েই বেশির ভাগ সময় কাটাবেন বলে অনেকের ধারণা। তবে তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার দলীয় নেতৃত্বে ফিরে আসতে পারেন বলেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের বিশ্বাস। কারণ বরিস বসে বসে কাল কাটানোর মানুষ নন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি ব্রিটিশ ডেইলি টেলিগ্রাফে সাপ্তাহিক কলাম লিখে বছরে দুই লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড সম্মানী নিয়েছেন। এ ছাড়া 'শেকসপিয়ার : দ্য রিডল অব জিনিয়াস' গ্রন্থ লেখার জন্য পাঁচ লাখ পাউন্ড অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত বরিস সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। এখনো আবার তিনি আত্মজীবনী কিংবা স্মৃতিকথা লেখা শুরু করতে পারেন বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার জন্য। ক্ষমতায় তাঁর তিন বছরের অভিজ্ঞতার কথা লিখেও মিলিয়ন পাউন্ড উপার্জনের পথ খোলা রয়েছে তাঁর জন্য। ব্রিটিশ ও বিশ্বখ্যাত প্রকাশকরা এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। পাশাপাশি দলের নেতৃত্বের অভিভাবক হিসেবেও সংশ্লিষ্ট থাকার তাগিদ রয়েছে। বরিসই একমাত্র রক্ষণশীলদলীয় রাজনীতিক, যিনি লেবার অধ্যুষিত লন্ডন মহানগরীতে পর পর দুইবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সাফল্যজনকভাবে দায়িত্ব পালন করার গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এটন কলেজ ও অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করা বরিস ছাত্রজীবন থেকেই নেতৃত্বের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ে। বরিস জনসনের পূর্বপুরুষরা ছিলেন তুরস্কের অভিজাত মুসলিম পরিবারের সদস্য। তাঁর প্রপিতামহ আলী কামাল ছিলেন উসমানীয় সুলতানের একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাংবাদিক। বরিসের অন্য প্রপিতামহ ছিলেন উসমানীয় সালতানাতের একজন রাষ্ট্রদূত। আলী কামাল ১৯১৮ সালের পর উসমানীয় প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তিনি মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সে কারণে জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে হত্যা করে। তবে তার অনেক আগেই আলী কামাল ইংল্যান্ডে এক সভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে বিয়ে করেন। তিনি (মহিলা) ছিলেন ধর্মীয় দিক থেকে খ্রিস্টান। সেই শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মহিলা তাঁর সন্তানদের মুসলিম ও খ্রিস্টান ঐতিহ্য অনুসারে নাম রাখেন। বরিস জনসনের পিতামহের নাম ছিল উসমান কামাল উইলফ্রেড জনসন। পিতার হত্যাকাণ্ডের পর উসমান কামাল আর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ফিরে যাননি। কিন্তু এখনো সেখানে বরিস জনসনদের ভিটামাটি পড়ে রয়েছে। বরিসের কাছে ইস্তাম্বুল অত্যন্ত প্রিয় নগরী। তিনিও তাঁর প্রপিতামহ আলী কামালের মতো উসমানীয় সালতানাতের একজন অনুরক্ত ভক্ত। বরিস প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে গেলেও অনেকে তাঁর কাছে এখনো অসামান্য অনেক অবদান আশা করেন।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টম্বর	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ফজর	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২১	৫.২৩	৫.২৪
সূর্যোদয়	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৯
জোহর	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫১	১২.৫১	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০
আসর	৫.১৯	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৩	৫.১২	৫.১০
মাগরিব	৭.১০	৭.০৯	৭.০৭	৭.০৫	৭.০৪	৭.০২	৭.০০
এশা	৮.২৬	৮.২৪	৮.২২	৮.২০	৮.১৮	৮.১৭	৮.১৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

দল-মত নির্বিশেষে সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি



ড. মাহবুব উল্লাহ্

বরেণ্য শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ নোমানের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ৬ সেপ্টেম্বর। সাধারণত জননন্দিত ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে পত্র-পত্রিকায় গুণমুগ্ধরা একই দিবসে স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন। অধ্যাপক নোমানের সঙ্গে ছাত্র হিসাবে আমার যে সম্পর্ক ছিল তা ভুলে যাওয়ার মতো মামুলি কিছু নয়। আমি তাকে নিয়ে লিখছি তার ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে। সুনির্দিষ্ট দিনে লেখার বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে আমার লেখাটি যুগান্তরের পাতায় স্থান পাবে ৮ সেপ্টেম্বর। আমি আশা করব লেখাটি ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত না হওয়ার বিষয়টি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ নোমানের সঙ্গে আমার দেখা মেলে যখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। ঢাকা কলেজে আমার ছাত্রত্ব ছিল ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে। ওই সময় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ছিল না, তবে সেশনজটের লক্ষণ দেখা দেয়। ১৯৬২'র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজগুলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। পাঠদান সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় শঙ্কা সৃষ্টি হয় নির্দিষ্ট সেশনের পাঠদান সময়মতো সম্ভব হবে কিনা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তরিকতার ফলে সেই সময় সেশনজট সাময়িকভাবে পরিহার করা সম্ভব হয়।

অধ্যাপক নোমান আমাদের ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন, বিশেষ করে শেকসপিয়রের সনেট ও গদ্যাংশ। মূল পাঠে যাওয়ার আগে অধ্যাপক নোমান শেকসপিয়ারের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বেশকটি লেকচার দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এত বছর পর অধ্যাপক নোমানের সব কথা মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু মনে আছে শেকসপিয়রকে বলা হতো ঝবিবঃ ঝধিহ ড়ভ আড়হ. তাকে তুলনা করা হতো সুকণ্ঠি হংসের সঙ্গে। প্রফেসর নোমানের কাছ থেকে আমরা আরও জেনেছিলাম, শেকসপিয়রের নাটকগুলোতে সামন্ত জগতের উপরতলার দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজ ও প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে অন্তরভেদী প্রজ্ঞা না থাকলে কোনো লেখকের পক্ষে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আজকাল এ ধরনের সাহিত্যচর্চা সাধারণত হয় না। সমাজ বাস্তবতাকে সরাসরি তুলে ধরা না হলেও এ যুগের লেখকরা ৭টি মহাদেশে ছড়িয়ে থেকে যা কিছু লেখেন, তা ব্যক্তিবিশেষের অজান্তে সমাজসমীক্ষাই হয়ে দাঁড়ায়। একজন কবি বা ঔপন্যাসিক সারাজীবনে যা কিছু লেখেন, সাহিত্য সমালোচনায় তা হয়ে ওঠে শত-সহস্রগুণ বিশাল।

অধ্যাপক নোমান ঢাকা কলেজে পাঠদান করতে গিয়ে সাহিত্যে শেক্সপিয়রের কালজয়ী অবদান সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন, তা আমার মতো অন্য অনেক ছাত্রের কাছে বহুমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হবে। তার ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই উচ্চতর পর্যায়ে সাহিত্যের ছাত্র ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক নোমান যে মণিমুক্তা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন তা অনেক অসাহিত্যিক ছাত্রের কাছে সম্পদে পরিণত হয়েছে।

আমাদের এ দেশে অনেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন অথবা আছেন। এদের ক'জন প্রফেসর নোমানের মতো প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক হতে পেরেছেন? না, সংখ্যাটি খুবই ক্ষুদ্র, উল্লেখ করার মতো নয়। বাংলাদেশের সুধীসমাজ আজ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, অধ্যাপক নোমানকে কেন্দ্র করে তেমন বিভাজন একেবারেই দেখা যায় না। অধ্যাপক নোমানের জীবন আবর্তিত হয়েছে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদানে, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়নে এবং আমাদের মতো দেশে বিদেশি ভাষা শেখার গুরুত্ব তুলে ধরা ইত্যাদি ছিল তার অনন্য অবদান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্স করার পর বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাননি। তা সত্ত্বেও বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তুলনায় প্রফেসর নোমানের শ্রেষ্ঠত্ব কোনো অংশে কম ছিল না। সাহিত্যের মতো বিষয়ে এটা সম্ভব। যদি কেউ নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বশেষ চিন্তাভাবনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির অবদান বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর নয়।



অধ্যাপক নোমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি বিভাগে প্রথম শ্রেণি পাওয়া বরাবরই কঠিন ছিল। অধ্যাপক নোমানসহ কেউ কেউ সেই সময় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অধ্যাপক নোমান প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেননি।

শুনেছি সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় কলেজ শিক্ষকরা বেশি বেতন পেতেন। তখন টাকার মূল্য অনেক বেশি ছিল। আমার মনে আছে, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬ টাকায় ১ মন চাল পাওয়া যেত। তদসত্ত্বেও ১৯৫৬-৫৭ সালে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। এই সংকট মোকাবিলার জন্য সরকার লঙ্গরখানা খুলতে বাধ্য হয়েছিল। এরকম অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ৫০ টাকার বেশি বেতন পাওয়া খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এজন্যই অনেক সুনামধারী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন। এ কারণে কলেজগুলোর শিক্ষার মান অনেক উর্ধ্বে ছিল।

অধ্যাপক নোমান তার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় ক্লাসরুম শিক্ষক হিসাবে কাটিয়েছেন। তিনি কলেজ অধ্যক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হিসাবে জীবনের কিছু সময় কাটিয়েছেন। এজন্য তার কর্মের ঝুলি পরিপূর্ণ ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা কাজী জাফর আহমদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন। একজন তরুণ ও সংগ্রামী ব্যক্তি শিক্ষার দায়িত্ব পাওয়ায় আমরা অনেকেই আশাবাদী হয়েছিলাম। যদিও আমরা জানতাম যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। কাজী জাফর আহমদের দায়িত্বগ্রহণের পরপর আমি ও ড. ইউনূস কাজী জাফর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সচিবালয়ে যাই।

আমরা ভেবেছিলাম তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শিক্ষা সংস্কারের একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। আমাদের সঙ্গে কাজী জাফর আহমদের সাক্ষাৎ হলো শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষে। সেখানে গিয়ে আমাদের ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা হলো। দেখলাম অধ্যাপক নোমান শিক্ষা উপদেষ্টার পাশের রুমেই বসে আছেন। তিনি তখন উপদেষ্টার স্বাক্ষরের জন্য ফাইলপত্র গোছাচ্ছিলেন।

প্রফেসর নোমান ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টার একান্ত সচিব। তাকে কোন মর্যাদায় এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তা আজ বলতে পারছি না। সরকারি কলেজে একজন পূর্ণ অধ্যাপক মন্ত্রীর/ উপদেষ্টার একান্ত সচিব হিসাবে কাজ করতে দেখে আমরাও বিস্মিত হলাম। যা হোক, অধ্যাপক নোমানের সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো। তিনি জানালেন, কাজী জাফর আহমদ তার ছাত্র।

আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম ছাত্রের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন কতটুকু স্বস্তিকর। তিনি জানালেন, ব্যক্তিগতভাবে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এভাবে দায়িত্ব পালন অনির্দিষ্টকালের জন্য হলেও তার তরফ থেকে সামান্যতম আপত্তি নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজী জাফর আহমদ তার অফিস কক্ষে পৌঁছালেন। আমাদের দেখে তিনি দৃশ্যত আনন্দিত হয়েছেন, তা বোঝা গেল। তিনি জানতে চাইলেন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এমন কী কাজ করা যায় যার ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আসবে-পরিবর্তনের সঙ্গে উন্নতিও। আলাপের ফাঁকে কাজী জাফর আহমদ বললেন, নোমান স্যারের মতো এমন একজন শিক্ষক শিক্ষা উপদেষ্টা/মন্ত্রীর একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন, তা তার জন্য ছাত্র হিসাবে অস্বস্তিকর। একইসঙ্গে তিনি বললেন, স্যারকে ভিন্ন একটি মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়ে যেতে হবে।

কাজী জাফর আহমদের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষার জন্য কী করা যায় এমন প্রশ্নের জবাবে আমরা বললাম, এমন একটি শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করা হোক, যার কাজ হবে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শিক্ষার সংস্কার করা এবং সংস্কার কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তার জন্য পরামর্শ। কাজী জাফর আহমদের উদ্যোগে শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠিত হলো।

এই কমিটি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশালসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করে এবং সুপারিশ হিসাবে চিহ্নিত করে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের অনেক অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য হয় 'অমিশন'। ইংরেজি অমিশন শব্দের অর্থ হলো বাদ দেওয়া অথবা বাদ রাখা। আমরা জানি, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের কমিশন ও তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।

অনেক সময় এসব কমিশন অথবা কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যায় না। রিপোর্ট পাওয়া গেলেও তার সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় না। সরকারের জন্য কমিশন বা কমিটি ঢাল হিসাবে কাজ করে। সরকার যদি বিশেষ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তখন তার জন্য কমিশন বা কমিটি গঠন হয়ে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট সমস্যার ব্যাপারে সরকারের দায় এড়ানোর কৌশল। কাজী জাফর আহমদের উদ্যোগে শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিশন বেশ কিছু সুপারিশ করেছিল। বেশিরভাগ সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তবে নোটবুক বে-আইনি ঘোষণার সুপারিশটি কার্যকর করা হয়েছিল।

অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, নোটবুক ছাত্র ও শিক্ষকের সৃজনশীলতাকে আড়ষ্ট করে দেয়। আড়ষ্টতা থেকে মুক্তির উপায় হলো ছাত্র ও শিক্ষক মিলিতভাবে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর নিজ বুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সমাধান খুঁজে বের করা। নোটবুক মাঝখানে বেশ ক'বছর নিষিদ্ধ ছিল। এখন আবার মহা আড়ম্বরে নোটবুকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। নোটবুক বের করার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক।

তবে গ্রহণযোগ্য মানের নোটবুক প্রকাশ করা হলে পিছিয়ে থাকা শিক্ষকদের জন্য তা সহায়ক হতে পারে। যা হোক, এই বিতর্ক অনেক দূর যাবে। শিক্ষার গুণগত মান টানা কয়েক বছর ধরে উন্নত হতে থাকলে দুই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এর একটি হলো, নোটবুক অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া এবং অন্যটি হলো উন্নতমানের নোটবুকের প্রকাশ।

অধ্যাপক নোমান দল-মত নির্বিশেষে সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তার ছাত্ররা তাকে শুধু শ্রদ্ধা করত না, তাকে ভালোওবাসতো। অধ্যাপক নোমান তার কর্মজীবনের শেষের দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দেশের পুরোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করেন, তারা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিয়োগ পান। পরিস্থিতি এতই প্রকট হয় যে, আলোচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কাউকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে একাধিক দল থাকে। এরা নিরন্তর একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

এমনই এক পরিবেশে অধ্যাপক নোমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে বরিত হন। তার সেই নিয়োগের উপর্যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বিরোধিতা করেননি। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন অধ্যাপক নোমানের প্রত্যক্ষ ছাত্র। অন্যরা অধ্যাপক নোমানের সুপ্রীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তার যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

আমি যখন ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষণায় জড়িত ছিলাম, তখন কোনো এক সময়ে দিল্লিতে আসেন তিনি। তার সঙ্গে দিল্লিতে আমার দেখা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক এবং আইএলওর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ড. রিজওয়ানুল ইসলামের বাসায়।

ড. রিজওয়ানের বাসাটি ছিল জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই কাছে বসন্ত বিহারে। বহুদিন পর আমার দেখা পেয়ে অধ্যাপক নোমান আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিতদের বলছিলেন, আমি তারই একজন কৃতী ছাত্র। ঢাকা কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে আমি বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। অধ্যাপক নোমান বললেন, ও যদি সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত না হতো, তাহলে সে অনেক আগেই পিএইচডি করতে পারত। অধ্যাপক নোমান তীব্রভাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন। তাকে দিনে অন্তত দুবার ইন-সুলিন নিতে হতো। ডায়াবেটিসের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তার চেয়েও আরও বড় অবদান রাখা সম্ভব হয়নি। আজ অধ্যাপক নোমানের ২৬তম মৃত্যু দিবসে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তার জন্য রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতবাসী করুন, এই প্রার্থনাই করছি।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ



ঢাকা শহর নারীর জন্য কতটা নিরাপদ

সোহরাব হাসান

ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) বরাত দিয়ে প্রথম আলোর কলকাতা সংবাদদাতা শুভজিৎ বাগচী লিখেছেন, ভারতের বড় শহরগুলোর মধ্যে কলকাতা নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। আর অনিরাপদ হলো দিল্লি। ২০২১ সালে সেখান কলকাতার চেয়ে ১১১ গুণ বেশি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮ ও ২০২০ সালেও কলকাতার অবস্থান অভিন্ন ছিল। কলকাতায় অন্যান্য আমলযোগ্য অপরাধের হারও কমেছে। কলকাতার পর ভারতের নিরাপদ শহর ভাবা হয় পুনেকে। শুভজিৎ বাগচীর প্রতিবেদনটি পড়ে একটি প্রশ্নই মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, ঢাকা শহর নারীর জন্য কতটা নিরাপদ? প্রায় প্রতিদিন নারীরা এখানে ঘরে-বাইরে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। কোথাও তাঁরা নিরাপদ নন।

গত ৩১ আগস্ট সমকাল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বাসে কল্যাণপুরে নেমে রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। পথে পুলিশের স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেল আরোহী এক দুর্বৃত্ত তাঁর রিকশা থামিয়ে বলে, 'আপনার ব্যাগে অবৈধ জিনিসপত্র আছে, আপনাকে থানায় যেতে হবে।' এ নিয়ে মোটরসাইকেল আরোহীর সঙ্গে ওই ছাত্রীর সাত মিনিট তর্ক হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও কেউ তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসেননি। বরং রিকশাচালক 'আপা পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করবেন না' বলে সতর্ক করে দেন এবং রিকশা ছেড়ে দিতে বলেন।

এরপর ওই ছাত্রী পুলিশের স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেলে উঠলে আরোহী তাঁকে থানার কথা বলে দিয়াবাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে ছুরির ভয় দেখিয়ে তাঁর ব্যাগে থাকা শাড়ি ও কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। এরপর মোটরসাইকেল আরোহী তরুণীকে হেনস্তা করতে থাকলে তিনি 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার করেন এবং স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধার করেন। এই সুযোগে মোটরসাইকেল আরোহী পালিয়ে যায়।

যে শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যাধুনিক মেট্রোপলিটন পুলিশ আছে, মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের পাহারা আছে, সেই শহরে ব্যস্ত সড়কে পুলিশের স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেলে এক দুর্বৃত্ত কোমরে পিস্তল রেখে কীভাবে দিনে-দুপুরে এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায়?

গণপরিবহনেও কি নারী নিরাপদ? গত জুন মাসে আঁচল ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা যায়, রাজধানীতে গণ-পরিবহনে গত ৬ মাসে ৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশকে যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। আজিমপুর, মিরপুর, গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারাসহ বিভিন্ন এলাকার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং কর্মজীবী নারী ও কিছুসংখ্যক গৃহবধূর ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে ১৩ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৮০৫ নারী অংশ নেন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। জরিপ শুরুর সময়ের ৬ মাস আগপর্যন্ত হয়রানির মুখোমুখি হয়েছেন—এমন নারীদের তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। সরাসরি ও অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলা হয়। জরিপটি হয় এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত।

যৌন নিপীড়নের শিকার নারীদের ৭৫ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁদের অন্য যাত্রীদের মাধ্যমে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। ২০ দশমিক ৪ শতাংশ জানিয়েছেন, বাসচালকের সহকারীদের হাতে নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। জরিপে আরও জানা যায়, নিগ্রহের কারণে ২১ দশমিক ২ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী পরবর্তী সময়ে ট্রমাটাইজড হন। ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ হীনম্মন্যতায় এবং ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ বিষণ্নতায় ভুগেছেন।

গণপরিবহনে হয়রানি প্রতিরোধে ১০ দফা প্রস্তাব করেছে সংগঠনটি। এর মধ্যে রয়েছে—পরিবহনে আসনের বেশি যাত্রী না তোলা, গণপরিবহনের ভেতর ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা স্থাপন, গণপরিবহনের সংখ্যা বাড়ানো, নারীদের জন্য আলাদা পরিবহনের ব্যবস্থা করা, বাসের চালক, তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারীর পরিচয় উল্লেখ করে নেমপ্লেট লাগানো বাধ্যতামূলক করা, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নেওয়া ইত্যাদি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে লালবাগ এলাকা থেকে সংঘবদ্ধ একটি অপরাধী চক্র এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে চার দিন আটকে রাখে ও ধর্ষণ করে। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। সেখান থেকে এক নারী মেয়েটিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ১২ ফেব্রুয়ারী বাসা থেকে পড়তে যাওয়ার সময় ৩ তরুণ তাঁকে তুলে নিয়ে যায়।

গত জানুয়ারীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এক যুবক ওই তরুণীকে মোহাম্মদপুর এলাকার এক বাসায় নিয়ে যায় ও ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে একটি বেসরকারি হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে ৬ জানুয়ারি ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয় ইংরেজিমাধ্যমের এক স্কুলছাত্রী।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সাধারণ নিবন্ধন খাতায় রাজধানীর ৫০টি থানায় হওয়া মামলার মূল বিবরণ থাকে। প্রথম আলোর প্রতিবেদক গত ২৬ মার্চ থেকে ৩ জুনের হিসাব খতিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের অন্তত ১৯৭টি মামলার হদিস পেয়েছেন। ধর্ষণের মামলা ৫৬টি এবং গণধর্ষণের ৮টি। ধর্ষণচেষ্টার মামলা আছে ১৪টি।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) জরিপের বরাত দিয়ে গত ২৪ মে প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকায় নারী গৃহকর্মীদের ৩০ ভাগ যৌন নিপীড়নের শিকার। তাঁরা হলেন সমাজের সবচেয়ে নিগৃহীত মানুষ। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের কারণে নিরুপায় হয়ে মা-বাবা মেয়েদের ঢাকায় পাঠান গৃহকর্মীর কাজ করতে। ভাবেন, অন্তত মেয়েটি না খেয়ে মরবে না। কিন্তু এই গৃহকর্মীদের একটা বড় অংশ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতনে অনেক মারা যায়। কিন্তু বিচার হয় না। অর্থ ও প্রভাবপ্রতিপত্তির দাপটে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আর সন্তানহারা মা-বাবা সন্তান হারানোর হাহাকার নিয়ে গ্রামে ফিরে যান।

২০১৫ সালের মে মাসে রাজধানীর কুড়িল এলাকায় ধর্ষণের শিকার হন এক গারো মেয়ে। তিনি যমুনা ফিউচার পার্কের একটি পোশাকের দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। বড় বোনের সঙ্গে উত্তরায় থাকতেন খালার বাসায়। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়ায়। খবর শুনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তৎকালীন মেয়র আনি-সুল হক থানায় গিয়ে প্রতিকার চেয়েছিলেন। সরকারের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি দ্রুত বিচারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু গত ছয় বছরেও পুলিশ সেই মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করেনি। আসামিরা কয়েক বছর হাজত খেটে জামিনে বেরিয়ে এসেছে।

ওই গারো মেয়ের মতো আরও অনেক ভুক্তভোগী বিচার পাননি। বিচারহীনতার কারণেই একের পর এক নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছিল, ধর্ষণসহ যত নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে, তার মাত্র ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে আসামি শাস্তি পায়। বাকি ৯৭ শতাংশ থেকে যায় শাস্তির বাইরে। এই যদি হয় চিত্র, তাহলে কীভাবে বলা যায়, ঢাকা শহর নারীর জন্য নিরাপদ।

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে তারা আমাদের উস্কানি দিতে চায়, যাতে আমরাও সামরিক দিক থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। বাংলাদেশ যদি মিয়ানমারের সঙ্গে সামরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাতে মিয়ানমারেরই লাভ। তারা এ ইস্যুটি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথ আটকে দিতে চায়। সে জন্য মিয়ানমারের সব আচরণে বাংলাদেশ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে আসছে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

শিখনক্ষেত্র পরিবর্তনে বাংলাদেশের বাস্তবতা

শফিকুল ইসলাম

সাড়ে পাঁচ দশক ধরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ইউনেস্কোর এ বছরের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য- 'ট্রান্সফর্মিং লিটারেসি লার্নিং স্পেসেস : এক্সপ্লোরিং অপরচুনিটিজ অ্যান্ড পসিবিলিটিজ', যা বাংলায় দাঁড়ায়- 'সাক্ষরতা শিখনক্ষেত্রের রূপান্তর : সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুসন্ধান'। সংস্থাটির ধারণাপত্রে শিখনক্ষেত্র সৃষ্টিতে সহায়ক কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে, যা সংঘটিত হতে পারে ঘরবাড়ি, কমিউনিটি, কর্মস্থল ও দূরশিখনের মাধ্যমে। দূরশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন সুযোগ তৈরির পাশাপাশি বৈষম্য বৃদ্ধির ঝুঁকিও আছে। তাই সুশাসনের নীতিমালা ও কৌশল প্রয়োজন। এসব কর্মকাণ্ড টেকসই করার ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও অংশীদারিত্ব দরকার।

প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা ২০১৯ ও ২০২০ সালে ছিল যথাক্রমে ৭৪ দশমিক ৬৮ ও ৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এ অবনতির জন্য করোনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। একাধিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, করোনাকালীন প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া প্রায় এক কোটি ৯০ লাখ শিশুর জন্য পরিচালিত দূরশিক্ষণ কার্যক্রম 'ঘরে বসে শিখি' থেকে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ শিশু উপকৃত হয়নি। কারণ তাদের অনেকের পরিবারে টেলিভিশন ছিল না। আর যাদের টেলিভিশন ছিল, তাদের হয়তো ডিশ সংযোগ ছিল না। কারণ ডিশ সংযোগ ছাড়া 'সংসদ টিভি' দেখা সম্ভব নয়। যারা ওই দূরশিক্ষণে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিল, তাদের সবাই সমভাবে উপকৃত হয়েছে- এমনটিও নয়। যেসব পরিবারে পড়াশোনাবান্ধব পরিবেশ অথবা প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে শিশুরা একভাবে শিখেছে। যেখানে দুটোর কোনোটাই ছিল না, সেখানে শিশুরা শিখেছে যৎসামান্য।

এ ছাড়া করোনাকালীন অনেক গরিব পরিবারে উপার্জনের সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে তাদের শিশুরাও রুজি-রোজগারে ব্যস্ত হয়ে যায়। তাই গত বছরের শেষদিকে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন করে খুলে দেওয়া হয়, তখন অনেক শিশুই শ্রেণিকক্ষে ফেরত যায়নি। পত্রিকার খবর অনুযায়ী কভিডের কারণে কেবল বেসরকারি খাতে ১৪ সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়, যেখানে ১৪ লক্ষাধিক শিশু পড়াশোনা করত। চাকরি হারিয়েছেন ৪৩ সহস্রাধিক শিক্ষক (সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার, ৫ এপ্রিল, ২০২২)।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতের অভিজ্ঞতাও আনন্দের নয়। এখানে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের 'প্রাথমিক শিক্ষা' এবং সাক্ষরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত 'বয়স্ক শিক্ষা' কার্যক্রমের সিংহভাগই বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সার্বিক নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। সাধারণত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এসব উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে 'বেসরকারি সংগঠন'। করোনাকালীন এসব প্রকল্পে কম করে হলেও ২৭ থেকে ২৮ লাখ প্রান্তজন সম্পৃক্ত ছিল। এটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল বা আছে অর্ধশতাধিক বেসরকারি সংগঠন। এই জনগোষ্ঠীর জন্য দূরশিক্ষণ আয়োজনের কথা তেমন শোনা বা জানা যায়নি। ব্যতিক্রম অত্যন্ত কদাচিৎ অথবা ক্ষণস্থায়ী। তার মধ্যে ব্র্যাক আন্তর্জাতিক দাতাদের সরাসরি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করোনাকালীন দূরশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছিল।



এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম স্কুলবহির্ভূত শিশুদের জন্য প্রকল্পসহ প্রাথমিক স্তরে সব শিশুর জন্যই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, সংসদ টিভিতে প্রচারিত পাঠ তাদেরকে বিবেচনায় নিয়ে তৈরি হয়নি। এগুলো তৈরি করা হয়েছে মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য। শহরের বস্তির কিছু পরিবার বাদ দিলে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য প্রকল্পের পরিবারে ডিশ সংযোগসহ টিভি প্রায় বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। অনেক বস্তির পরিবার করোনাকালে গ্রামসহ নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যারা শহরের বস্তিতে ছিল, তাদের শিশুরা আয়-রোজগারের কাজে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাই তাদের পক্ষে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল না অথবা তা অতি নগণ্য।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা প্রান্তিক জনপদের এবং অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সন্তান। তাদের মধ্যে একসময় কেউ কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল, তবে সময়ের ব্যবধানে ঝরে পড়েছে। কেউবা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগই পায়নি। এসব প্রকল্পের শিশুরা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের যুবারা বিদ্যালয়/কেন্দ্র পুনরায় খোলার সময় অনেকেই হয়তো ফেরত আসেনি। যারা ফেরত এসেছে, তাদের চোখেমুখে ছিল দুশ্চিন্তার ছাপ। কারণ অটো প্রমোশনের কারণে তেমন কোনো পড়াশোনা না করেই তারা ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থী হয়ে গেছে। এটি তাদের জন্য আশীর্বাদ না অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত মত, এদের শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আপাতত তিন থেকে চার বছরের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা; যা পরবর্তী সময়ে অভিজ্ঞতার নিরিখে সংশোধন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে যেসব সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে, তার যথাযথ ব্যবহার করা। যেমন দূরশিখনের পাঠ্যক্রম। তবে তা অভিজ্ঞতার নিরিখে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। একইভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব ভৌত স্থাপনা রয়েছে (হোক তা শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যালয়, পাঠাগার ইত্যাদি), তা শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ভৌত স্থাপনার এমন বহুমাত্রিক ব্যবহারের কথা কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনেও উল্লেখ ছিল।

এমন একটি পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিতে পারে। জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে যদিও অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে, তবে এখানে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সুযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা এই মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। তাই ঘাটতি যেখানে বেশি, তা অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা; একই সঙ্গে যেখানে সক্ষমতা বাড়ানোর সামান্যতম সুযোগ রয়েছে, সেখানেও দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

এ জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অংশীদারিত্বমূলক মানসিকতা জরুরি। মনে রাখা দরকার, সময়, সুযোগ ও সম্পদের সদ্ব্যবহারে অবহেলার পরিণাম হতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত। আর তা শুধু প্রান্তিক জনপদের গরিব পরিবারের শিশু ও নিরক্ষর যুবাদের মৌলিক শিক্ষা ও আর্থসামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির নতুন মাত্রা তৈরিকে উস্কে দেওয়ার জন্যই নয়, বরং এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেরও অন্তরায়। উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদে জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাও বটে।

লেখক: সাবেক পরিচালক, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কের ছয় প্রেক্ষিত

ড. আহসান এইচ মনসুর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন ভারত সফরে। প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের আলোচনার জন্য সময়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, যখনই বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়, তখনই বাণিজ্যিক বৈষম্য কিংবা ঘাটতির বিষয়টি সামনে আসে। যদিও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগের কোনো বিষয় আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো- আমরা প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করি। সেখান থেকেই প্রধানত আমাদের রপ্তানি আয় হয়। আবার আমদানি বেশি করি চীন ও ভারত থেকে। কাজেই এ দুই দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ঘাটতি থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়টি হলো, ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। আমাদের প্রয়োজনেই অনেক পণ্য ভারত থেকে আমদানি করি। সেখান থেকে আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে অতি প্রয়োজনীয় উৎপাদনমুখী কাঁচামাল ও দ্রব্যাদি। যেমন- সুতা, কাপড়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও কয়লা, যানবাহন, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, পাথর, চুনাপাথর ইত্যাদি। আমরা আমদানি করি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যপণ্য। যেমন- চাল, গম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য। এই আমদানি যদি ভারতের বদলে চীন থেকে করা হয়, তাতে খরচ যেমন বাড়বে, তেমনি সময়ও বেশি লাগবে। ভারত থেকে যে পণ্য তিন দিনে চলে আসতে পারে, সেটা চীন থেকে আসতে তিন মাসও লেগে যেতে পারে। সেদিক থেকে ভারত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জন্য সুবিধাজনক।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য ঘাটতি থাকুক; একই সঙ্গে ভারতের বাজারেও আমাদের পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, সেখানকার বিশাল বাজার ধরতে পারলে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। বিশেষ করে ভারতের তৈরি পোশাকের বাজার আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরই মধ্যে আমাদের রপ্তানি অবশ্য বেড়েছে। প্রাণ-আরএফএল কোম্পানি, ওয়ালটনের বাজার সেখানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, সাবান, গার্মেন্টস সামগ্রী, ব্যাটারি, মাছ, কেমিক্যাল, এসি ও ফ্রিজ ভারতে রপ্তানি হচ্ছে। এসব পণ্য রপ্তানি আরও অনেক বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

তৃতীয়ত, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। তখন বিশ্ববাজারের অনেক সুবিধা আর থাকবে না। সে বিষয়টি সামনে রেখে এখনই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তির দিকে নজর দিতে হবে। তারই আলোকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সেপ্টা নামে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। আমরা দেখেছি, এ ব্যাপারে যৌথ সমীক্ষাও হয়েছে। সেপা চুক্তির মধ্যে পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব ও ই-কমার্সের মতো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকছে। এ চুক্তি হলে উভয় দেশের বাণিজ্য আরও বাড়বে এবং বিনিয়োগের নতুন দরজা উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতারও বিষয় রয়েছে। এ চুক্তির কারণে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তার চেয়েও বড় বিষয়, এ চুক্তির আওতায় আমদানি শুল্কের প্রতিবন্ধকতা কমাতে হবে, যাতে বাংলাদেশ যথাযথভাবে এর সুফল পেতে পারে। আরেকটি বিষয় বলা দরকার। এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আসিয়ান কিংবা চীনের সঙ্গেও হতে পারে।



চতুর্থত, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে রেল ও নৌপথে যোগাযোগ আরও সহজ ও সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরে সাতটি সমঝোতার মধ্যে দুটি রেল সংক্রান্ত। একটির আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মীরা ভারতীয় রেলওয়ের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নেবে। আরেকটি হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের রেলওয়ের মধ্যে আইটিবিষয়ক সহযোগিতা। এগুলো ঠিক আছে। তবে আমি বলছি মালপত্র আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে রেল যোগাযোগ বাড়ানোর কথা। ট্রাকে পণ্য আনা-নেওয়ার খরচ অনেক বেশি; ঝামেলাও কম নয়। সেদিক থেকে ট্রেন ভালো বিকল্প নিঃসন্দেহে। সে লক্ষ্যে রেলওয়ের অবকাঠামো ও অন্যান্য সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সে ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রাইভেট সেক্টরকে কাজে লাগানোর কথা ভাবতে হবে। এখন পদ্মা সেতু নির্মিত হয়ে গেছে এবং সেখানে রেলওয়ে সংযোজনের কাজও হচ্ছে। ফলে ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও সহজ হবে।

রেলওয়ের পাশাপাশি নদীপথে যোগাযোগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। নদীপথে জাহাজে চাল, গম সহজেই আসতে পারে। ভারতীয় পাথর বা ভারী নির্মাণসামগ্রী আনা-নেওয়ার জন্য নদীপথ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কলকাতা নদীবন্দরের সঙ্গে সরাসরি এবং ব্যাপক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

পঞ্চমত, ভারতীয় বিনিয়োগ আমাদের দেশে কীভাবে বাড়ানো যায়, সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে চলমান লাইন অব ক্রেডিটগুলোর (এলওসি) আওতাধীন প্রকল্পগুলোর গতিশীলতা বাড়াতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনও গঠন করা যেতে পারে। এলওসির বাইরেও ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়াতে সে দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও আমাদের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসতে পারেন। ভারতের টাটা, বিড়লা, রিলায়েন্স বা আদানির মতো বড় বড় কোম্পানির বিনিয়োগের প্রসার বাংলাদেশে ঘটলে অর্থনৈতিক দিক থেকে উভয় দেশ লাভবান হবে।

ষষ্ঠত এবং গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেটি হলো রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আমরা দেখেছি, ভারত মাঝেমধ্যেই রপ্তানি পণ্যে বিধিনিষেধ জারি করে। যেমন- পেঁয়াজ, চাল ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় পণ্য। বস্তুত ভারত যখনই পেঁয়াজ বা চাল রপ্তানি করবে না বলে, তখনই আমাদের এখানে পেঁয়াজ বা চালের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে যায়। এভাবে যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা ভারতের ওপর নির্ভরশীল, সেসব পণ্যে ভারত যেন হঠাৎ বিধিনিষেধ না দেয়, সে জন্য তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। যেহেতু আমরা ভারতের ওপর নির্ভরশীল এবং আস্থাবান বাণিজ্যিক অংশীদার, সেহেতু ভারত অন্যদের সঙ্গে যে আচরণ করে, সেটা আমাদের সঙ্গে করা উচিত হবে না। রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দিক থেকে অন্যান্য বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- তিস্তা চুক্তিসহ অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রেও দ্রুত সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। এবার প্রধানমন্ত্রীর সফরে যেমন রহিমপুর খাল দিয়ে কুশিয়ারা নদী থেকে ১৫৩ কিউসেক পানি বণ্টনে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য নদীর ব্যাপারেও আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রতিবেশী হিসেবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উভয়েরই যেন 'উইন উইন' পরিস্থিতি হয়, সে জন্যই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্ক ঠিক থাকলে চিকিৎসা, শিক্ষাসহ অন্যান্য খাতেও বিনিয়োগ বাড়ানো যেতে পারে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশই উপকৃত হবে। দুই দেশের মধ্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা এবং পরস্পরের সহযোগী হিসেবে ও সমতার ভিত্তিতে এ সম্পর্ক আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই উভয় দেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্ট

(১২ পাতার পর)

দান-খয়রাত তো আছেই, প্রায় প্রতিবছর সপরিবারে হজ-ওমরাহ পালন করেন জৌলুসের সঙ্গে। এরা উভয়েই এখন প্রবীণ, তারপরও বুক চিতিয়ে অর্থ আয়ের অলিগলি, চোরাপথে হাঁটছেন। হয়তো অর্থলিপ্সার সমাপ্তি একদিন মৃত্যুতেই হবে। কেবল কবরের মাটিই হয়তো এদের উদর পূরণ করতে সক্ষম হবে, অন্য কিছু নয়।

মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যানদের ভূমিকা এ মুহূর্তে চরম হতাশাজনক। ব্যবসায়ীদের কারসাজির বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং মূল্যবৃদ্ধির পেছনে করোনা ও বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি জনগণকে না বুঝিয়ে এই 'মাননীয়গণ' রাজধানীতে বিলাসী রাজনীতি-ব্যবসা নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত। আমরা যারা সরাসরি রাজনীতি করি না কিন্তু কিছুটা চালচিত্র বুঝি, মানুষের পালস জানি-বলতে পারি, ওইসব 'নব্য জমিদার' ভোটের খেলায় কিন্তু পেনাল্টি নয়, মিডফিল্ড থেকে সরাসরি গোল খাবেন। তখন কারচুপির ভুয়া অভিযোগেও কাজ হবে না।

মানুষকে ঠকিয়ে, কষ্ট দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি করা এবং সম্পদের পাহাড় গড়ার শেষ পরিণতির ওপর যদি প্রত্যেক মসজিদে ইমাম সাহেবরা নিয়মিত অন্তত দশ মিনিট বয়ান করতেন, তা খুবই কল্যাণকর হতো। মসজিদে আগত মুসল্লি, যাদের একটি অংশ ব্যবসায়ী, তাদের ওপর এই ধর্মীয় নেতাদের বয়ান যদি প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে হয়তো সীমিত আয়ের গরিব মানুষদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হবে।

এই কঠিন সময়ে স্থানীয় রাজনীতিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা, এলাকার মুরব্বি, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের ধর্মীয় গুরুরা উপস্থিত হয়ে বিশ্ববাজারের অবস্থা এবং আমাদের অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নিয়ে যদি বক্তব্য রাখেন, তাতে মানুষের হতাশা কিছুটা হলেও দূর হবে। ব্যবসায়ীদের বোঝাতে হবে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে অর্জিত অতিরিক্ত লাভের অর্থ মৃত্যুর পর কোনো কাজে আসবে না। ইসলামে বিশ্বাসী হলে এ হারাম অর্জনের জন্য কবরে যেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, শেষ বিচারের দিনেও নবি করিমের (সা.) সুপারিশ পাওয়া যাবে না। সেই কঠিন দিনে উত্তরাধিকারীরা, যারা ওই অবৈধ সম্পদ ভোগ করেছিল, এর দায়ভার গ্রহণ করবে না। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান।

লেখক: প্রাবন্ধিক

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে এম, আই চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমার স্ত্রী এবং ১৮ বয়সের সন্তানের জন্য আবেদন করেছিলাম, আমার আবেদনে তারা এদেশে এসেছে। আমার এখন জানার বিষয় হচ্ছে তারাতো সবাই এখন গ্রিনকার্ডধারী। কিন্তু কখন তারা তাদের সিটিজেনশীপ লাভ করার জন্যে আবেদন করতে পারবে?

আমার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন এই বিভাগে পড়েছিলাম কিন্তু আমার প্রয়োজনে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। আশা করছি আমার প্রশ্নের জবাব এবং এ বিষয়ে পরামর্শ পাব।

এম আই চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একন ইউএস সিটিজেন। আপনার করা আবেদনে আপনার স্ত্রী ১৮ নিম্ন বয়সের সনবত্ন এদেশের এসেছে গিন্রকার্ডধারী হিসেবে। এখন আপনার জানার বিষয় হচ্ছে তারা কখন তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে? আর হ্যা আপনি ঠিকই লিখেছেন প্রায়ই এই একই ধরনের আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। এ কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনাদের নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর জেনে নিন।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন আর আপনার সন্তান ১৮ নিম্ন বয়সের হলে তাদের আর ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। তারা এখনই সিটিজেনশীপের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে। এই আবেদনের জন্যে ফর্ম পূরণ করতে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র সযৌগ করে দিতে হবেঃ

গ্রিনকার্ডের কপি, ২) পাসপোর্টের কপি, ৩) সন্তানদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৪) মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৫ মা-বাবার ম্যারেজ সার্টিফিকেটটের কপি, ৬) ২ কপি ছবি।

ইউএস সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানদের তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পর যে কোন সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারে।

আপনার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছেন। একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি নিয়ম হচ্ছে বিয়ের ২ বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারী তাদের গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

আপনার স্ত্রী সন্তানেরা যেহেতু এই নিয়মে পড়েন না তাই তারা এখনই তাদের সিটিজেনমীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে বিশেষ পরামর্শের জন্যে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে আনোয়ারা খানমের প্রশ্নঃ



আমার ছেলে ইউএস সিটিজেন। আমার ছেলের করা আবেদনে আমরা স্বামী-স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। আমাদের অন্যান্য সন্তানেরা বাংলাদেশে থাকে। তাদের দেকতে আমরা স্বামী-স্ত্রী অল্পদিনের জন্যে বাংলাদেশে বেড়াতে যাই।

আমার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী সন্তানদের জন্যে আবেদন করেছেন। আমার স্বামী কিছুদিন আগে াতর মা-বাবাকে দেখার জন্যে বাংলাদেশে গিয়েছি কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর একপর্যায়ে তাকে আর বাচানো যায় নাই। এমন দুঃখজনক ঘটনার পর আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনা পরামর্শের জন্যে আজ লিখছি।

আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্বামী বাংরাদেশে বসবাসকারী আমাদের সন্তানদের জন্যে আবেদন কেরছিলেন/ কিন্তু তিনিতো আর জীবিত নেই। তার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের কেসের অবস্থার কি হবে?

তাদের করা আবেদন বলবৎ থাকবে কিনা? আর াতদের জন্যে করণীয় কী?

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আনোয়ার খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাদের ইউএস সিটিজেন সন্তানের করা আবেদনে আপনার এদেশে এসেছেন। এখানে আমার পরে আপনার স্বামী বাংরাদেশে বসবাসকারী অন্য অন্যান্য সন্তানেরা জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আপনার স্বামী আর বেঁচে নেই। তিনি আপনার সন্তানদের আবেদনকারী এ ব্যাপারে নির্মম সত্য হচ্ছে আবেদনকারীর মৃত্যু হলে আবেদনরও ইতি হয়েছে যায়। তবে আমার কাত হচ্ছে আপনি মা হিসেবে আবার তাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে আপনার করা আবেদনে আপনার স্বামীর করা াাবেদনের প্রায়োরিটি তারিখ পাওয়া যাবে না।

আপনার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আপনাদের ব্যাপারো আরো কিচু তথ্য জানা দরকার। এ ব্যাপারে একজন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে এনাম হকে প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী এদেশে আসার পরে আামি তার ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বরের জন্যে আবেদন করেছিলাম। তারপর সে ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য আমার আগেই সিটিজেনশীপ পাবার কথা ছিলোআমার স্ত্রীর ওযার্ক পারমিটের মেয়াদ শেখ হয়ে যাবে। আমার স্ত্রী কাল কাজ করেনা। তার ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়াতে হবে কিনা?

এনাম হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

ওয়ার্ক অথরাইজেন কার্ড বৈধ বা অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করেনা। সে কারণে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবর অথব অবৈধ হয়ে যাওয়অ নয়। কেস যদি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে তবে তিনি বৈধ বলে বিবেচিত হবেন- তার ওয়ার্ক পারমিট থাকুক বা না থাকুক। আর কেস যদি অস্বীকৃত হয়ে যায় তাহেল ওয়ার্ক পার-মিটও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ওয়ার্ক পারমিট রাখা ভালো কারণ এটা এক ধরনের আইডি।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

লিজ ট্রাস ইইউকে সামাল দেবেন কীভাবে

কাটিয়া এডলার

উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ব্রেক্সিট-পরবর্তী চুক্তি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সেখানেও লিজ ট্রাসের ভুল স্পষ্ট, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। বিষয়টি জটিল কিন্তু তার প্রভাব মাত্র তিন শব্দে ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়াবে তা হলো, বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা। এখন থেকে ১০ দিনের মধ্যে আমরা হয়তো দেখব ইউকের ওপর ইইউ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে।

প্রতিবেশী এবং বন্ধুপ্রতিম দেশের নতুন নেতাকে অভিনন্দন জানানো নিশ্চয় শোভনীয়। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নেতারা লিজ ট্রাসকে যে বার্তা পাঠিয়েছেন, সেটি ওপরে 'ওয়েল ডান' হলেও ভেতরের ভাষা ভিন্ন। বিশেষ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদরদপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে তাঁকে ব্রেক্সিট বিষয়ে কট্টরপন্থি এবং রাশিয়ার ব্যাপারে আগ্রাসী হিসেবে দেখা হয়। ইউরোপীয় কমিশন-প্রধান টুইটে বলেছেন, বর্তমান সমস্যাগুলো মোকাবিলায় ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরস্পর অংশীদার ছিল। প্রত্যাশা থাকবে, আমাদের আগের চুক্তি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লিজ ট্রাস গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন। ফ্রান্সের সাবেক ইউরোপবিষয়ক মন্ত্রী আরও সরাসরি বলেছেন,ও ইইউ এবং ব্রিটেনের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হয় এমন কাজ থেকে ট্রাস বিরত থাকবেন বলে প্রত্যাশা করি।' অর্থাৎ ইইউ নেতারা তাঁর ব্যাপারে কী ভাবছেন, তা নিয়ে লিজ ট্রাসের উদ্বেগের কারণ রয়েছে। ইইউর সঙ্গে সম্পর্ক ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, ইইউর সঙ্গে রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটলেও অন্যদিকের প্রভাব রয়ে গেছে। জার্মানির মতো বড় অর্থনীতির দেশ এখন রাশিয়ার বিকল্প জ্বালানি খোঁজ করছে এবং তারা নরওয়ের গ্যাস পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ ব্রিটেন জ্বালানির জন্য আগে থেকেই নরওয়ের ওপর নির্ভরশীল। জার্মানিও যদি নরওয়ে থেকে জ্বালানি নেয়, তার প্রভাব যেমন এর দামের ওপর পড়বে, তেমনি ব্রিটেনের সরবরাহেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমনিতেই ইইউ চেষ্টা করছে পুরো অঞ্চলে জ্বালানির দাম যাতে স্থিতিশীল থাকে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এর প্রভাব জ্বালানি বাজারের ওপর পড়বে।

এবার অভিবাসন বিষয়ে আসা যাক। লিজ ট্রাস পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় শরণার্থী ও অভিবাসীর ঢল থামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, মাখোঁ ব্রিটেনের বন্ধু, না শত্রু- তখন তিনি বলেছিলেন, সেটা স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি ফ্রান্সের ইউরোপবিষয়ক মন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীকে মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর দাপ্তরিক কাজ দিয়ে; ক্যাম্পেইনে তিনি কী বলছেন তা দিয়ে নয়। অনেকেই বলেছেন, লিজ ট্রাসের ওই মন্তব্য ছিল রাজনৈতিক ভুল।

উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ব্রেক্সিট-পরবর্তী চুক্তি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সেখানেও লিজ ট্রাসের ভুল স্পষ্ট, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। বিষয়টি জটিল কিন্তু তার প্রভাব মাত্র তিন শব্দে ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়াবে তা হলো, বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা। এখন থেকে ১০ দিনের মধ্যে আমরা হয়তো দেখব ইউকের ওপর ইইউ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। লিজ ট্রাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি সুনাক বলেছেন, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ইতোমধ্যে চাপে রয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর সবার দৃষ্টি থাকবে ব্রাসেলসে। ওই দিন উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রটোকল নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সিদ্ধান্ত জানাবে। এটা স্পষ্ট, বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পথে এগোচ্ছে ব্রিটেন। লিজ ট্রাস যদি সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাজ্যের ওপর পরিকল্পিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হবে? ব্রেক্সিট চুক্তি অনুযায়ী উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ব্রিটেনের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে শুল্কসীমা কার্যকর রয়েছে। অন্যদিকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ইইউ সদস্য আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সীমান্ত উন্মুক্ত রয়েছে। ব্রিটেন থেকে উত্তর আয়ারল্যান্ডে পণ্য চলাচল সহজ করার ক্ষেত্রে কর সংক্রান্ত নিয়মে পরিবর্তন করতে চায় যুক্তরাজ্য। লিজ ট্রাস এবং জনসন সরকার বলেছে, আয়ারল্যান্ড প্রটোকল নিয়ে তাদের মৌলিক সমস্যা রয়েছে, যার বিরূপ প্রভাব উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনীতি ও সমাজের ওপর পড়ছে। উত্তর আয়ারল্যান্ড প্রটোকলের অংশবিশেষ পরিবর্তন করতে ব্রাসেলসের ওপর চাপে কাজ না হওয়ায় ব্রিটেন একতরফাভাবে কিছু নিয়ম পরিবর্তন করতে সংসদের নিম্নকক্ষে আইনি খসড়া পেশ করেছে। সেই বিল এখন হাউস অব লর্ডসে। ইউক্রেন সংকটের ব্যাপারেও লিজ ট্রাসের অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জার্মানি। এখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়ার ওপর পরিকল্পিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র পাঠাতে একত্রে কাজ করছে। কিন্তু তাদের কতটা সামরিক সাহায্য করা উচিত, তা নিয়ে ইইউর মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। লিজ ট্রাস এ ব্যাপারে ইউক্রেনীয়দের চেয়েও আগ্রাসী ভাষায় বলেছেন, রাশিয়াকে তার ২০১৪ সালের সীমান্তে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। ইইউর সদস্য পোল্যান্ড এবং বাল্টিক দেশগুলো ভৌগোলিক দিক থেকে রাশিয়ার এতটা কাছে যে তারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিনকে হুমকি হিসেবে দেখে। তারা নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে লিজ ট্রাসের মত সমর্থন করবে। কিন্তু ইউরোপীয় বড় শক্তি ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালির মত হলো, ভদ্মাদিমির পুতিন তাতে পাল্টা আঘাত করতে পারেন কিংবা পারমাণবিক বা বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের ব্যবহার করতে পারেন। সে জন্য লিজ ট্রাসকে আরও সংযত হতে হবে, তাঁর কারণে যেন ইউরোপীয় বন্ধুরা সংকটে না পড়ে।

কাটিয়া এডলার: বিবিসির ইউরোপ বিষয়ক সম্পাদক।

বিবিসি থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক





বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন
দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্ট বাড়াচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা

লে. কর্নেল এটিএম মহিউদ্দিন সেরনিয়াবাত (অব.)

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যবসাকে একটি উত্তম পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম পেশা হিসাবে গৃহীত হবে, যতক্ষণ তা হালাল থাকবে। নবি করিমের (সা.) নির্দেশ-'ব্যবসায় অর্জিত অর্থ হালাল হিসাবে গণ্য হবে, যদি পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সন্তুষ্টি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।'

মহানবির (সা.) বাণী কি আমরা অনুসরণ করছি? বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশ, যেখানে ব্যবসায়ীদের শতকরা অন্তত ৮০ জনই মুসলমান। পৃথিবীর অমুসলিম প্রধান দেশে ক্রিসমাস বা পূজা পার্বণের সময় স্বর্ণ-হীরা-রৌপ্য ছাড়া সব পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, যেন সাধারণ মানুষ ক্রয় ও আনন্দ-উৎসব উপভোগ করতে পারেন।

আর আমাদের দেশে রোজার মাস শুরু হওয়ার আগে থেকেই একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্য গোপনে গুদামজাতের মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। মূল্য বাড়িয়ে গরিব রোজাদারদের অভুক্ত রেখে ধনী থেকে আরও ধনী হওয়ার পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়। এ প্রসঙ্গে একটি পুরোনো গল্প প্রচলিত আছে।

এক ব্যবসায়ী হজ শেষে ফিরে এলে লোকজন তার দোকান থেকে আরও বেশি বেশি ক্রয় করতে থাকে। ক্রয় বেড়ে যাওয়ার সুযোগে ব্যবসায়ী পণ্যের দামও বাড়িয়ে দেয়। ফলে ফুলেফেঁপে ওঠে তার ব্যবসা। এমন অবস্থা দেখে তার পুত্রধন আক্ষেপ করে বাবাকে বলে, 'আব্বা, তুমি কেন আর দুবছর আগে হজটা করলে না!' ধিক এই ব্যবসায়ীর প্রতি। জানি না মহানবির উম্মত হওয়ার যোগ্যতা এমন ব্যক্তির আছে কিনা।

আমাদের ছোটবেলায় 'সিন্ডিকেট' নামক শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। নিশ্চয়ই এটি ইংরেজি অভিধানে ছিল, কিন্তু পত্রপত্রিকা কিংবা পাঠ্যবইয়ে সিন্ডিকেটের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। বছর বিশ/পঁচিশ আগে হঠাৎ শুনতে পেলাম, চালের দাম আকস্মিক বৃদ্ধির পেছনে সিন্ডিকেটের কারসাজি রয়েছে। তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি এ সিন্ডিকেটরা কীভাবে বাজারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

এটি বোঝার জন্য বইপত্র ঘেঁটে যেটুকু বুঝতে পারলাম তা হলো-যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসায়িক লেনদেন ও নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার্থে একতাবদ্ধ হয়ে একই নীতি অনুসরণ ও বাজার কব্জা করে, ওই গোষ্ঠীকেই সিন্ডিকেট বলা হয়। এখানে মহানবি হজরত মুহাম্মদের (সা.) আদর্শ বাণী উপেক্ষিত। এখানে ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা অস্বীকার করা হয়। দেশে বর্তমানে এ সিন্ডিকেট গোষ্ঠী মূর্তিমান এক আতঙ্ক, এক ধরনের রক্তচোষা অদৃশ্য সরীসৃপের মতো।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লে প্রায় প্রতিটি দেশ নিজ নিজ ভূখণ্ডে লক-ডাউন ঘোষণা করে। এর ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানেও পণ্য পরিবহণ বন্ধ থাকে। দেশের অর্থনীতির প্রবাহ স্থবির হয়ে যায়।

সরকারি নির্দেশে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে তাদের গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এতে সবচেয়ে ভোগান্তি হয় দৈনিক খেটে খাওয়া মানুষের। একদিকে পণ্য সংকট, অপরদিকে আয় বন্ধ। এমন কঠিন অবস্থায়ও দেশে এ সিন্ডিকেট কব্জা করে রেখেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। সরকার, দুই-একটি এনজিও এবং সমাজের বেশকিছু মানুষ, বিশেষত যুবসমাজ মানবিক হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ওইসব অভুক্ত মানুষের দিকে। সরকার দ্রুত পোশাক কারখানা ও অন্যান্য শিল্প-কারখানা খুলে দেওয়ায় মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় বাংলাদেশ।

> **আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যবসাকে একটি উত্তম পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম পেশা হিসাবে গৃহীত হবে, যতক্ষণ তা হালাল থাকবে। নবি করিমের (সা.) নির্দেশ-'ব্যবসায় অর্জিত অর্থ হালাল হিসাবে গণ্য হবে, যদি পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সন্তুষ্টি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।'**

অথচ ওই কঠিন সময়েও সিন্ডিকেট নামক পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলো পণ্যগুলোর কৃত্রিম সংকট, বিশেষত চাল, ডাল, তেল, চিনির কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। শুধু যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের বেলায় এমনটি ঘটেছে তা নয়, জীবন বাঁচানোর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়েও তারা ব্যবসা করেছে।

হাসপাতালের বারান্দায় অনেক মানুষ অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে। অপরদিকে এ সময়ে বেশকিছু তরুণ-যুবক চাঁদা তুলে অথবা নিজ পকেটের পয়সায় রাস্তায়, অলিগলিতে অনাহারি মানুষকে খাইয়েছে, মোটরসাইকেল চালিয়ে পিঠে অক্সিজেনের সিলিন্ডার বহন করে করোনা আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। স্যালুট তাদের। তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত উত্তরাধিকার। তাদের জন্য গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়। শত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ষড়যন্ত্রের মাঝেও তারা মেরুদন্ড উঁচু করে রক্ষা করবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

২০২২ সালের শুরুতে করোনা যখন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত, তখন দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। রপ্তানি ও বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স বাড়তে থাকলেও সত্যিকার অর্থে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ওই সিন্ডিকেট, মজুতদার, মিল মালিকদের কাছেই জিম্মি হয়ে থাকে। নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় ওই গোষ্ঠীর কালো হাত যেন আরও কঠিন হয়ে যায়। এ মানুষরূপী দানবদের কারণে অসহায় মানুষের রোজগার ও খাদ্যের পরিমাণ দিন দিন কমতে থাকে। তখন থেকে সীমিত আয়ের মানুষের খাদ্য তালিকা ছোট হয়ে আসছে। মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে মারাত্মকভাবে।

এ মূল্যবৃদ্ধির পেছনে শুধু যে সিন্ডিকেট দায়ী তা নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশে এমন কোনো পেশার মানুষ নেই, যারা রাজনীতির দলাদলিতে আক্রান্ত নয়। যারা দ্রুত সরকারের পতন চান, তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এমন সুচতুরভাবে কাজ করেন, যা ক্রেতাদের মধ্যে অধিক হারে ক্রয়ের প্রবণতা, বিক্রেতাদের মজুত-পণ্য সংকট ও মূল্যবৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাচ্ছে। বিরোধী রাজনীতিকরা সভা-সমাবেশে চিৎকার করে বলতে থাকেন ডলারসহ পণ্য ঘাটতি, দ্রব্যমূল্যের চলমান উর্ধ্বগতির কথা। শ্রীলংকার মতো অবস্থা হবে বাংলাদেশের, এমন হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী করে উসকে দেন ওইসব সিন্ডিকেটদের।

আরও লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। এতে কিন্তু সরকার বা তাদের মন্ত্রী-এমপিরা মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হন না। তারা দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতেও দিব্যি ভালো আছেন। তাদের বাজার-খাদ্য তালিকা বিন্দুমাত্র কাটছাঁট হয় না। বরং কতিপয় মন্ত্রীর আহাম্মকি মন্তব্যে মনে হয় তারা অসহায় মানুষদের সঙ্গে তামাশা করছেন এবং কাটা ঘায়ে লবণ দিচ্ছেন।

বিশ্বাস করে যে, টানা দুবছরে করোনার তান্ডব এবং বর্তমানে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মতো ধনী দেশেও চলছে স্মরণকালের সবচেয়ে কঠিন মূল্যস্ফীতি। সেখানে বাংলাদেশকেও এর জের টানতেই হবে। রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কঠিন বিধিনিষেধ, তাতেই মূলত বাংলাদেশের গরিব মানুষের চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থা। তার ওপর ব্যবসায়ীদের অসাধুতা, অমানবিকতায় মানুষ খুব কষ্টে ও চরম হতাশায় আছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনে চলছে নীরব খাদ্যাভাব।

৩-৪ মাস আগে তেল ব্যবসায়ীরা কিইনা তেলেসমাতি দেখাল। প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করি-একজন মানুষের কত টাকা-পয়সা চাই? মানুষকে কষ্ট দিয়ে অসৎ পথে অর্জিত এ অর্থের সুবিধাভোগীদের উত্তরাধিকারীরা কি ওই সিন্ডিকেট, অসাধু ব্যবসায়ীদের মৃত্যুর পর পাপের দায়ভার গ্রহণ করবে? আমি দুজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীকে চিনি। এদের একজনের অতীত ছিল ঢাকার বস্তিতে। বাবার সঙ্গে সবজি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নিজ মেধা, শ্রম, সৎ-অসৎ চিন্তার সংমিশ্রণে তিনি বর্তমানে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। তেল-আটাসহ বেশ কিছু পণ্যের বাজার ও পরিবহণ ব্যবসার নিয়ন্ত্রক।

অপরজনের পূর্বপুরুষ ছোটখাটো আড়তদার ছিলেন। নিজে এখন যে শুধু তেলের বাজারকে প্রভাবিত করেন তা নয়, বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। উভয়ই কয়েকদিন পরপর মূল্যবৃদ্ধি করে বাজার অস্থির করে তোলেন। এরা এত অর্থবিত্তের মালিক যে নিজেরাও জানেন না প্রকৃতপক্ষে তাদের ব্যালেন্স সিটের অবস্থা কী। ব্যক্তিগত জীবনে এরা বেশ ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামাজ আদায় করেন। নিয়মিত (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

বিলকিস বানু মামলার আসামিদের খালাস

মাসুম মুরাদাবাদী

বিলকিস বানু মামলার আসামিদের খালাস দেশে এক নতুন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে। এ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু সেই মজলুম নারী, যাকে এ দেশে রাত-দিন পাশবিক ধর্ষণের শিকার বানানো হয়েছে। দেশে এক দিকে নারীর ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার পক্ষে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, আবার অপর দিকে সেই হিস্র নেকড়েদের দয়ার যোগ্যও ভাবা হচ্ছে, যারা কিনা এ ধরনের ঘৃণ্য অপকর্মের সাথে জড়িত। এ দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত গণধর্ষণের দু'টি মামলা এমন, যেগুলো তাদের হিংস্রতা ও পাশবিকতার কারণে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে প্রথম মামলাটি হচ্ছে গুজরাটের অধিবাসী বিলকিস বানুর। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দিল্লির নির্ভয়ার।

নির্ভয়ার খুনিদের ফাঁসিতে চড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিলকিস বানু বিশ বছর পরও ন্যায়বিচারের অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ২০০৮ সালে বিলকিসকে গণধর্ষণকারী ও গুজরাট গণহত্যার এ আসামিদের বেশ কষ্টের পর যাবজ্জীবন শাস্তি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি গুজরাট সরকার তাদের ক্ষমা করে দিয়েছে এবং সেই ১১ জন 'হিংস্র পশুকে' মুক্ত করে দেয়া হয়। এরা ২০০২ সালের গণহত্যার সময় বিলকিস বানু ও তার পরিবারকে হিংস্রতা ও বর্বরতার শিকারে পরিণত করে। যে সময় বিলকিস বানুর ওপর পাশবিকতা চালানো হয়, ওই সময় তিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। বিলকিসের ওপর হামলে পড়া নেকড়েরা তার পরিবারের আটজন ব্যক্তিসহ আরো ১৪ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই মানুষরূপী নেকড়েদের অপরাধ তার ধরন হিসেবে এতটাই মারাত্মক ছিল যে, তাদের কমপক্ষে মৃত্যুদন্ড দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সরকার কর্তৃপক্ষ ন্যায়বিচারের পথে এতটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে, এই আসামিদের যাবজ্জীবন শাস্তিও সেই সময় প্রদান করা হয়, যখন বিলকিস মামলার শুনানি গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে স্থানান্তর করা হয়।

মূলত বিলকিস বানু ধর্মীয় বিদ্বেষ, পাশবিকতা ও বর্বরতার এমন এক চলমান কাহিনী, যার কোনো নজির দেশে নেই। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময় বিলকিসের প্রতিবেশী-রাই তাকে গণধর্ষণ করেছিল। গুজরাট গণহত্যার এটা এমন এক কাহিনী ছিল, যার আর্তনাদ পুরো বিশ্বে শোনা গিয়েছিল। বিলকিস ও তার পরিবারের অপরাধ এটাই ছিল যে, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান।

এ মামলার ১৪ আসামির যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল। এর মধ্যে তিনজন মারা গেছে। বাকি ১১ জন কারাগারে বন্দী ছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'আজাদী কে অমৃত মহোৎসব' (স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব)কে উছিলা করে এদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হিংস্রদের মুক্তিতে বিলকিসের সব ক্ষত আবারো তাজা হয়ে গেছে এবং তিনি ২০ বছর আগের সেই সময়ে পৌঁছে গেছেন, যখন তার সাথে পাশবিকতা ও হিংস্রতার সব সীমা অতিক্রম করা হয়েছিল এবং তার চোখের সামনে তার তিন বছরের কন্যাকে আছাড় মেরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় একেবারে স্বাধীনতা দিবসে বিলকিস বানু যখন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তার মামলার সব আসামিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তখন তিনি নির্বাক হয়ে যান। কেননা তার মাথায় ৩ মার্চ, ২০০২ সালের সেই ঘটনাগুলো ফিল্মের মতো চলতে শুরু করে, যেগুলো আজো তার বেঁচে থাকাকে হারাম করে রেখেছে। তার মামলার আসামিদের মুক্তির পর তার চোখ দিয়ে অশ্রুসাগর বয়ে যায়। বাকহীনতা তাকে ঘিরে ধরে। অনেক কষ্টে দুই দিন পর তিনি কিছু বলার অবস্থায় ফিরে এলে তিনি তার উকিলের মাধ্যমে বলেন, 'আমি জানতে চাই, কোনো নারীর জন্য ন্যায়বিচার এভাবে কেমন করে শেষ হতে পারে? আদালতের ওপর আমার আস্থা ছিল। আমি ধীরে ধীরে আমার ক্ষতগুলো নিয়ে বাঁচতে শিখছিলাম। ওই আসামিদের মুক্তি আরো একবার আমার কাছ থেকে আমার শান্তি ছিনিয়ে নিলো। ন্যায়বিচারের ওপর আমার বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিলো।'

বিলকিস বানুর স্বামী ইয়াকুব রাসূলের বক্তব্য, 'আমরা বর্তমানে মারাত্মক বেদনাতুর অবস্থায় রয়েছি। আমাদের কাছে নিজেদের ব্যথা বর্ণনা করার জন্য শব্দ নেই। আসামিদের মুক্তি আমাদের ভেতর এক ভয়াবহ ভীতি সৃষ্টি করেছে।' বিলকিস বানু ও তার স্বামীর সবচেয়ে বেশি চিন্তা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তারা যে পঞ্চাশ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন, সেটিকে তারা সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংকে জমা রেখেছেন। বিলকিস বানুর সবার বড় কন্যার বয়স ২০ বছর। বিলকিস বানু তাকে উকিল বানাতে চান। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে বিলকিস বানুকে সরকারি চাকরি ও বাড়ি দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাদেশিক সরকার বিলকিস বানুকে একটি দফতরে চাপরাসির চাকরি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি সেটি ফিরিয়ে দিয়ে তার স্বামীকে চাকরি দিতে বলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

বিস্ময়কর কথা হচ্ছে, বিলকিস বানু গণধর্ষণের আসামিদের মুক্তি লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাষণের পরই কার্যকর করা হয়, যেখানে তিনি নারীর ইজ্জত-আব্রু ও সম্মান বজায় রাখার শপথ করেন। তিনি জনগণের কাছে আবেদন করেন, তারা যেন এমন কিছু না করার অঙ্গীকার করে, যার দ্বারা নারীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, আমাদের কর্মকাণ্ডে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা কখনো কখনো নারীদের সম্ভ্রমহানি করছি। আমরা কি আমাদের কর্মকাণ্ড ও ভাগ্যলিপিকে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে পারি?'

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের গুঞ্জরণ তখনো শেষ হয়নি, খোদ তারই রাজ্য গুজরাটে তারই দলের প্রশাসন এমন এক কাজ করে দেখাল, যা সারা দেশের নারীদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গুজরাট সরকারের এ পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ দেশে এখন দাগি আসামি, খুনি, ব্যভিচারী ও হিংস্র পশুদেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, প্রশাসনের যে প্যানেল এই হিংস্র পশুদের মুক্তির সুপারিশ করেছিল, সেখানে শুধু বিজেপিরই লোক যুক্ত ছিল। ওই প্যানেলে যুক্ত এক বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য হচ্ছে, এই লোকদের এ জন্য মুক্তি দেয়া হয়েছে যে, এরা উচ্চ জাতের মানুষ। আর উচ্চ জাতের মানুষ অনেক 'সভ্য' হয়।

সবাই জানেন, ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার যেসব হৃদয়বিদারক কাহিনী তার হিংস্রতা ও পাশবিকতার কারণে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও দৃশ্যমান ছিল বিলকিস বানু গণধর্ষণ ও হত্যা মামলা। এ জন্য বিলকিস বানু গুজরাট গণহত্যায় নির্যাতিতের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তৎকালীন গুজরাটের সরকার কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ যেহেতু হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজকারীদের সবচেয়ে বড় রক্ষক ছিল, তাই বিলকিস বানু মামলার প্রমাণ মুছে ফেলা থেকে নিয়ে আসামিদের বাঁচানো পর্যন্ত সেসব অবৈধ কর্মকান্ড করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে কোনো সভ্য সমাজকে হাজারবার লজ্জিত হওয়া উচিত। এ কারণেই এ মামলাকে মুম্বাই হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখান থেকে আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়। সেই হিংস্র নরপশুরা আজ মুক্ত হয়ে একে অপরকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে এবং তাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে।

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এক দিকে তো গুজরাট সরকার নিকৃষ্ট আসামিদের সাথে মহানুভতার আচরণ করছে, আবার অপর দিকে ওই ব্যক্তিদের ওপর বন্দিত্বের বাঁধন আরো শক্ত করা হচ্ছে, যাদের অক্লান্ত চেষ্টার কারণে গুজরাট গণহত্যার আসামিদের শাস্তি পর্যন্ত পৌঁছানো গেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন সাহসী সমাজকর্মী তিস্তা শীতলভাড়, যিনি বর্তমানে কারাগারে বন্দী। মরহুম এহসান জাফরির বিধবা স্ত্রী জাকিয়্যা জাফরির আপিল সুপ্রিম কোর্ট থেকে খারিজ হওয়ার পর গুজরাট সরকার তিস্তা ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা আর বি শ্রী কুমারকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধের মামলা দায়ের করে দেয়। জুলুমের বিরোধিতাকারী অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা সঞ্জিব ভাটও দীর্ঘ দিন ধরে কারাগারে রয়েছেন। তার অপরাধ হচ্ছে, তিনি ২০০২ সালের গণহত্যায় সরকার কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততার প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন।

গুজরাট সরকার বিলকিস বানু মামলার আসামিদের তার ক্ষমানীতির আওতায় মুক্ত করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে কয়েদিদের মুক্তি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছিল। তবে সেখানে ধর্ষণের আসামিদের মুক্ত করার কোনো সুযোগ ছিল না। তথাপি তাদের বড় অবদান রয়েছে বলে অভিহিত করে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ঘটনায় সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এরই ফলে ৬০০০-এরও বেশি মানবাধিকারের সদস্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে ওই আসামিদের শাস্তিতে প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তি প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন। এখন দেখার বিষয়, সুপ্রির কোর্ট এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ২১ আগস্ট, ২০২২ এর উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

লিজ ট্রাস জিতলেন বটে, কিন্তু সময় শেষ

পিপ্পা ক্রেরার

দীর্ঘদিনের রেওয়াজ অনুযায়ী ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সরকারি বাসভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণটি দিয়ে থাকেন। লিজ ট্রাস সেই রেওয়াজ ভেঙে ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে ভাষণ দিয়েছেন ডাউনিং স্ট্রিটের স্টেট রুম থেকে।

বিরূপ আবহাওয়ার কারণে তিনি হয়তো এটি করতে বাধ্য হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সেন্ট্রাল লন্ডনে বজ্রপাতের পূর্বাভাস এখন শুধু আবহাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, কারণ ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং চড়া বিদ্যুৎ বিল লাখ লাখ পরিবার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে যে যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তার কারণে নতুন প্রধানমন্ত্রী একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক ঝড়ের মুখোমুখি হচ্ছেন।

মাত্র এক মাস আগে লিজ ট্রাস ৬০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক চাপের মধ্য দিয়ে যাওয়া পরিবারগুলোকে সাহায্য করার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে 'থোক বরাদ্দ' দেওয়ার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর বদলে তিনি ট্যাক্স কমানো এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত তিনি সেই অভিমতের প্রতি অটল আছেন। কিন্তু অর্থনীতিতে তাঁর এই 'থ্যাচারাইট' (ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের নীতি অনুসরণ অর্থে) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় নতুন প্রধানমন্ত্রীকে দুটি বিকল্পের একটিকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। একটি হলো বিদ্যুৎ বিলে বিশাল অঙ্কের প্রাইসট্যাগ লাগাতে হবে, অন্যটি হলো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে গিয়ে জেরবার হওয়া পরিবারগুলোকে বড় অঙ্কের থোক অর্থসহায়তা দেওয়া।

যদি তিনি তা অর্জনে ব্যর্থ হন বা যদি জনসমর্থনে পিছিয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর ইতিমধ্যেই অস্থির হয়ে পড়া দলটি তাঁর বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। এতে তাঁর অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। ফলে ট্রাসের মাথার ওপরে জমতে থাকা রাজনৈতিক ঝড়ের মেঘ শিগগিরই সরার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বিরোধী লেবার পার্টি ইতিমধ্যেই ট্রাসকে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার, তাঁদের সুবিধাদির পরিসর কমানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মতো পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া নগদ সহায়তা সংকুচিত করার জন্য দায়ী করা শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই তারা লেবার পার্টির সমর্থক অধ্যুষিত শহরগুলোতে বিলবোর্ড টাঙিয়ে ট্রাসবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু করেছে। সেই বিলবোর্ডে লিজ ট্রাসের ছবি দিয়ে, সেখানে জনতার উদ্দেশে স্লোগান লিখে দিয়েছে, 'তিনি (ট্রাস) আপনার পাশে নেই'।

অবশ্য ট্রাসের মিত্ররা দাবি করছেন, ট্রাস বাস্তবতা বুঝে চলা যৌক্তিক মেজাজের রাজনীতিবিদ। তাঁর পূর্বসূরি বরিস জনসনের মতোই তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। তাঁরা বলছেন, ট্রাস প্রথম জীবনে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কট্টর সমর্থক ছিলেন এবং সেখান থেকে ডানপন্থী টোরিদের সংস্কৃতিযোদ্ধায় পরিণত হন।

কিন্তু দৃশ্যত সময় ট্রাসের পক্ষে নয়। জরিপে আগে থেকেই টোরিরা জনপ্রিয়তায় লেবারদের থেকে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল। ট্রাসের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘোষণার পর সেই পয়েন্ট আরও পড়ে গেছে।

তিনি প্রথমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থাৎ ব্রেক্সিটের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেই তিনিই পরে একজন আবেগপ্রবণ ব্রেক্সিট সমর্থকে নিজেকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ট্রাসের মিত্ররা মনে করছেন, গদিতে থাকাকালে তিনি এই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু দৃশ্যত সময় ট্রাসের পক্ষে নয়। জরিপে আগে থেকেই টোরিরা জনপ্রিয়তায় লেবারদের থেকে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল। ট্রাসের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘোষণার পর সেই পয়েন্ট আরও পড়ে গেছে।

গত সোমবার ইউগোভ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ১৯ শতাংশ লোক বলেছেন, তাঁরা ট্রাসের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের নীতিতে ভরসা রাখতে পারছেন। কিন্তু ৬৭ শতাংশ লোক বলেছেন, তাঁরা নতুন প্রধানমন্ত্রীর 'কস্ট অব লিভিং পলিসি'র ওপর একেবারেই ভরসা করতে পারছেন না।

টোরিদের অভ্যন্তরীণ লোকেরা বিশ্বাস করেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুধু জীবনযাত্রার ব্যয়সংক্রান্ত সংকটই নয়, অন্যান্য ঘরোয়া চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে দাঁড়াবে। নতুন নেতারা সাধারণত শুরুতে একটি ভালো জনসমর্থন পেয়ে থাকেন। যদি তিনি তা অর্জনে ব্যর্থ হন বা যদি জনসমর্থনে পিছিয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর ইতিমধ্যেই অস্থির হয়ে পড়া দলটি তাঁর বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। এতে তাঁর অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। ফলে ট্রাসের মাথার ওপরে জমতে থাকা রাজনৈতিক ঝড়ের মেঘ শিগগিরই সরার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত
পিপ্পা ক্রেরার দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার পলিটিক্যাল এডিটর

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

‘এইসব দিন-রাত্রি’

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

এক.
বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমি জানি, ছাত্রলীগ সম্পর্কে অনেক কথা লেখা হয়। এত বড় একটি সংগঠন আর আমরা ক্ষমতায় আছি বলে অনেকেই ভেতরে ঢুকে যায় এবং নিজেরাই গোলমাল করে, বদনামটা পড়ে ছাত্রলীগের ওপর।’ অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে সংগঠনের নেতৃত্বকে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেন, ‘ছাত্রলীগকে সংগঠন করার সময় গ্রুপ ভারী করতে আলতু-ফালতু লোক দলে ঢুকানো চলবে না। তাতে নিজেদের, দলের ও দেশের বদনাম হয়।’ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৩১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের দু’টি প্রকাশনা- মাতৃভূমি ও জয় বাংলার মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি।

দুই.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে গেস্টরুমে যেতে দেরি হওয়ায় ছয় ছাত্রকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে। তবে হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেনের দাবি- মারধর নয়, ওই ছাত্রদের বকাঝকা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি আবাসিক হলের মধ্যে ১৩টি ছাত্রদের জন্য। ছাত্রদের হলগুলো মূলত ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। হলের কোন কক্ষে কারা থাকবেন, তা ছাত্রলীগের নেতারাই ঠিক করবেন। আসন বরাদ্দে প্রশাসনের ভূমিকা সামান্যই। এসব কক্ষে থাকার জন্য ছাত্রলীগের নেতাদের প্রতি আনুগত্য ‘বাধ্যতামূলক’।

তিন.
ক. বিএনপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্থানে বাধা, হামলা ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন। বিএনপি বলছে, তিনি যুবদলের কর্মী। বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দলীয় মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন তিনি। আর পুলিশ বলছে, ‘নিহতের পরিবারের কেউ দাবি করেননি তিনি বিএনপির কর্মী।’ ৩১ জুলাই ভোলায় গুলিতে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা নিহতের এক মাস পর আবারো মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে শোভাযাত্রায় পুলিশের সাথে দলটির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় গোয়েন্দা পুলিশের পোশাক পরা এক সদস্যকে গুলি করতে দেখা যায়’। (প্রথম আলো, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২)।

খ. আওয়ামী লীগ নেতারা যেই শাওন হত্যার বিচার চাইলেন, সেই শাওনকেই দাফন করা হলো রাতের অন্ধকারে পুলিশের উপস্থিতিতে। রাত সোয়া ১টায় তার লাশ দাফন করা হয়। হস্তান্তরের পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে তড়িঘড়ি করে তার লাশ দাফন করা হলো। রাত সাড়ে ১২ টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা শাখা পুলিশের উপস্থিতিতে নিহত শাওনের বড় ভাই মিলন প্রধান ও মামা মোতাহার হোসেনের কাছে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ। পরে পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পাহারায় শাওনের লাশ বাড়িতে নেয়া হয়।

গ. নারায়ণগঞ্জে বিএনপি-পুলিশ সংঘর্ষের সময় শাওন প্রধান নিহতের ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, শাওনের বড় ভাই মিলন হোসেন বাদি হয়ে মামলা করেন। তবে মিলন দাবি করেন, তিনি কোনো মামলা করেননি। তিনি ভাইয়ের লাশ আনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শাওনের স্বজনদের অভিযোগ, লাশ আটকে রেখে থানায় তাদের কাছ থেকে কয়েকদফা সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, পুলিশ এ ঘটনায় কয়েক হাজার মানুষকে আসামি করে ‘গায়েবি’ মামলা করেছে।

ঘ. নারায়ণগঞ্জে পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষে গুলিতে নিহতের পর থেকে বিএনপির অনেক নেতার বাড়িতে যাচ্ছে পুলিশ। ফলে গ্রেফতার আতঙ্কে বাড়ি ছেড়েছেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা। এ দিকে নারায়ণগঞ্জে যুবদলের কর্মী শাওন প্রধানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক- এসআই মাহফুজুর রহমানকে দায়ী করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এই এসআইয়ের চায়নিজ রাইফেল রাখার কোনো এখতিয়ার ছিল না। তাহলে চায়নিজ রাইফেলটি এলো কোত্থেকে? কোন আদেশ বলে সে গুলি করে হত্যা করল আমার ভাইকে? শাওন প্রধানের নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর নয়াপল্টনের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

চার.
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপির কর্মসূচি যেখানে শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, সেখানে কেউ কিছু বলছে না। বিএনপির কথায় মনে হয়, তারা বোমা ছুড়বে, লাঠি মারবে, ঢিল ছুড়বে, গুলি করবে- তাদের কিছু বলা যাবে না। তিনি প্রশ্ন রাখেন, পুলিশ আক্রান্ত হলেও কি নিজেকে রক্ষা করার অধিকার থাকবে না? ১ সেপ্টেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার এক বক্তব্যের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু বিএনপি নেতাকর্মীরা মাঠে নেমেই আগে কোথায়, কাকে, কিভাবে আক্রমণ করবে, কিভাবে একটি ‘সিচুয়েশন’ তৈরি করবে, সে চেষ্টায় থাকে। এটি না করলে গণমাধ্যমে কাভারেজ পাবে না। মিডিয়াতে কাভারেজ পাওয়ার জন্য তারা এমন ঘটনা ঘটাবে’’।

পাঁচ.
সুগন্ধী ও কাপড় কাচার সাবান, গুঁড়ো সাবান, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু ও টিস্যুসহ নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্য অসম্ভব রকম বেড়েছে। দেশে সুপরিচিত একটি ব্র্যান্ডের সুগন্ধী সাবানের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ঠিক এক বছর আগে ছিল ৫৮ টাকা (১৫০ গ্রাম)। একই সাবানের এখনকার দর ৭৫ টাকা। এক বছরে সাবানটির দাম বেড়েছে ২৯ শতাংশ। শুধু সুগন্ধী সাবান নয়, দাম বেড়েছে কাপড় কাচার সাবান, গুঁড়া সাবান বা ডিটারজেন্ট, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, টিস্যুসহ নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্যের। মানুষকে বাজারে গিয়ে যেমন- চাল, ডাল, তেল, চিনি ও দুধ কিনতে ব্যাপক বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে তেমনি সাবান ও সমজাতীয় পণ্য কিনতে হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি দামে।

ছয়.
রাজধানীতে বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের তালিকা তৈরি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ-ডিএমপি। ঢাকার প্রতিটি থানা ও পাড়া-মহল্লাভিত্তিক নেতাকর্মীর নাম, ঠিকানা, বিভিন্ন কমিটিতে পদ-পদবি ও মুঠোফোন নম্বর সংগ্রহ করে তালিকা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে এই তালিকা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্র বলছে, সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে কেউ যাতে নাশকতা চালাতে না পারেন, আবার নাশকতা কোনো ঘটনা ঘটলে যাতে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে জন্যই এই তালিক তৈরি করা হচ্ছে।

সাত.
সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রচারে তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পর এবার মাঠে নামছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতর। তারা দেশের ৪৯২টি উপজেলায় একটি করে এলইডি ডিসপ্লে বসাতে চায়। এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরা হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩২ কোটি টাকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতর তাদের প্রকল্প প্রস্তাবটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি- একনেক এ উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে। একই বিষয়বস্তু, একই কৌশলে তিনটি মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদাভাবে এ ধরনের প্রচার কার্য পরিচালনা করছে।

আট.
টানা দুই সপ্তাহ চলা বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচিতে ৪ সেপ্টেম্বর বরগুনার পাথরঘাটা ও ফরিদপুরে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দুই স্থানে হামলায় কমপক্ষে ৭৩ জন আহত হয়েছেন। পাথরঘাটায় অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও কয়েকটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। নোয়াখালীতে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ১১ দিনের ব্যবধানে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ১৩টি মামলা হয়েছে। পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের করা এসব মামলায় গ্রেফতার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দলটির নেতাকর্মীরা। অনেকেই উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়েও এলাকায় ফিরতে পারছেন না। এক মামলায় জামিন পেলে আরেক মামলায় ধরা হচ্ছে। বরগুনার পাথরঘাটা ও ফরিদপুর শহরে বিএনপির কর্মসূচিতে হামলার ঘটনায় উল্টো বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। দুই স্থানে ৯৩০ জনকে আসামি করে দু’টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিরা অজ্ঞাত। এ নিয়ে বিগত ১৫ দিনে বিএনপির কর্মসূচি ঘিরে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় ১৮টি স্থানে মামলা হয়েছে। এসব মামলায় বিএনপির প্রায় ১৪ হাজার নেতাকর্মীকে জ্ঞাত-অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।

নয়.
ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন-ইভিএম কেনার জন্য নতুন একটি প্রকল্প নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। এইজন্য সংশ্লিষ্টদের প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই প্রকল্পে সাত-আট হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে বলে ইসি সূত্র জানিয়েছে। এর আগে বিগত নির্বাচন কমিশন তিন হাজার ৮২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ইভিএম কিনেছিল।

দশ.
ভারতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে দল থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তেই বাদ পড়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। দিল্লি কূটনৈতিক মহলে দুই-এক দিন ধরেই এ কে আব্দুল মোমেনকে ঘিরে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন- ‘আমি ভারতে গিয়ে বলেছি শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে’। এর আগে এই দুর্মূল্য ও দুঃসহ জ্বালানি সঙ্কটের মুখে বাংলাদেশের লোকেরা বেহেশতে বাস করছে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

গত এক সপ্তাহের ঘটনা প্রবাহের যৎসামান্যই তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনাই ‘সেলফ এক্সপ্লানেটরি’ বা স্বব্যাখ্যাত। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে গেস্টরুমে যেতে দেরি হওয়ায় ছয় ছাত্রকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে। তবে হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেনের দাবি- মারধর নয়, ওই ছাত্রদের বকাঝকা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি আবাসিক হলের মধ্যে ১৩টি ছাত্রদের জন্য। ছাত্রদের হলগুলো মূলত ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে।

এতটা কঠিন সময়ে বিএনপি কখনো পড়েনি

ড. মারুফ মল্লিক

বিলকিস বানু মামলার আসামিদের খালাস
মাসুম মুরাদাবাদী

বিলকিস বানু মামলার আসামিদের খালাস দেশে এক নতুন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে। এ বিতর্কের কেন্দুবিন্দু সেই মজলুম নারী, যাকে এ দেশে রাত-দিন পাশবিক ধর্ষণের শিকার বানানো হয়েছে। দেশে এক দিকে নারীর ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার পক্ষে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, আবার অপর দিকে সেই হিস্র নেকড়েদের দয়ার যোগ্যও ভাবা হচ্ছে, যারা কিনা এ ধরনের ঘৃণ্য অপকর্মের সাথে জড়িত। এ দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত গণধর্ষণের দু’টি মামলা এমন, যেগুলো তাদের হিংস্রতা ও পাশবিকতার কারণে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে প্রথম মামলাটি হচ্ছে গুজরাটের অধিবাসী বিলকিস বানুর। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দিল্লির নির্ভয়ার।

নির্ভয়ার খুনিদের ফাঁসিতে চড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিলকিস বানু বিশ বছর পরও ন্যায়বিচারের অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ২০০৮ সালে বিলকিসকে গণধর্ষণকারী ও গুজরাট গণহত্যার এ আসামিদের বেশ কষ্টের পর যাবজ্জীবন শাস্তি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি গুজরাট সরকার তাদের ক্ষমা করে দিয়েছে এবং সেই ১১ জন ‘হিংস্র পশুকে’ মুক্ত করে দেয়া হয়। এরা ২০০২ সালের গণহত্যার সময় বিলকিস বানু ও তার পরিবারকে হিংস্রতা ও বর্বরতার শিকারে পরিণত করে। যে সময় বিলকিস বানুর ওপর পাশবিকতা চালানো হয়, ওই সময় তিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। বিলকিসের ওপর হামলে পড়া নেকড়েরা তার পরিবারের আটজন ব্যক্তিসহ আরো ১৪ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই মানুষরূপী নেকড়েদের অপরাধ তার ধরন হিসেবে এতটাই মারাত্মক ছিল যে, তাদের কমপক্ষে মৃত্যুদন্ড দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সরকার কর্তৃপক্ষ ন্যায়বিচারের পথে এতটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে, এই আসামিদের যাবজ্জীবন শাস্তিও সেই সময় প্রদান করা হয়, যখন বিলকিস মামলার শুনানি গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে স্থানান্তর করা হয়।

মূলত বিলকিস বানু ধর্মীয় বিদ্বেষ, পাশবিকতা ও বর্বরতার এমন এক চলমান কাহিনী, যার কোনো নজির দেশে নেই। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময় বিলকিসের প্রতিবেশীরাই তাকে গণধর্ষণ করেছিল। গুজরাট গণহত্যার এটা এমন এক কাহিনী ছিল, যার আর্তনাদ পুরো বিশ্বে শোনা গিয়েছিল। বিলকিস ও তার পরিবারের অপরাধ এটাই ছিল যে, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এ মামলার ১৪ আসামির যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল। এর মধ্যে তিনজন মারা গেছে। বাকি ১১ জন কারাগারে বন্দী ছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘আজাদী কে অমৃত মহোৎসব’ (স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব)কে উছিলা করে এদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হিংস্রদের মুক্তিতে বিলকিসের সব ক্ষত আবারো তাজা হয়ে গেছে এবং তিনি ২০ বছর আগের সেই সময়ে পৌঁছে গেছেন, যখন তার সাথে পাশবিকতা ও হিংস্রতার সব সীমা অতিক্রম করা হয়েছিল এবং তার চোখের সামনে তার তিন বছরের কন্যাকে আছাড় মেরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় একেবারে স্বাধীনতা দিবসে বিলকিস বানু যখন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তার মামলার সব আসামিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তখন তিনি নির্বাক হয়ে যান। কেননা তার মাথায় ৩ মার্চ, ২০০২ সালের সেই ঘটনাগুলো ফিল্মের মতো চলতে শুরু করে, যেগুলো আজো তার বেঁচে থাকাকে হারাম করে রেখেছে। তার মামলার আসামিদের মুক্তির পর তার চোখ দিয়ে অশ্রুসাগর বয়ে যায়। বাকহীনতা তাকে ঘিরে ধরে। অনেক কষ্টে দুই দিন পর তিনি কিছু বলার অবস্থায় ফিরে এলে তিনি তার উকিলের মাধ্যমে বলেন, ‘আমি জানতে চাই, কোনো নারীর জন্য ন্যায়বিচার এভাবে কেমন করে শেষ হতে পারে? আদালতের ওপর আমার আস্থা ছিল। আমি ধীরে ধীরে আমার ক্ষতগুলো নিয়ে বাঁচতে শিখছিলাম। ওই আসামিদের মুক্তি আরো একবার আমার কাছ থেকে আমার শান্তি ছিনিয়ে নিলো। ন্যায়বিচারের ওপর আমার বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিলো।’

বিলকিস বানুর স্বামী ইয়াকুব রাসূলের বক্তব্য, ‘আমরা বর্তমানে মারাত্মক বেদনাতুর অবস্থায় রয়েছি। আমাদের কাছে নিজেদের ব্যথা বর্ণনা করার জন্য শব্দ নেই। আসামিদের মুক্তি আমাদের ভেতর এক ভয়াবহ ভীতি সৃষ্টি করেছে।’ বিলকিস বানু ও তার স্বামীর সবচেয়ে বেশি চিন্তা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তারা যে পঞ্চাশ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন, সেটিকে তারা সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংকে জমা রেখেছেন। বিলকিস বানুর সবার বড় কন্যার বয়স ২০ বছর। বিলকিস বানু তাকে উকিল বানাতে চান। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে বিলকিস বানুকে সরকারি চাকরি ও বাড়ি দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাদেশিক সরকার বিলকিস বানুকে একটি দফতরে চাপরাসির চাকরি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি সেটি ফিরিয়ে দিয়ে তার স্বামীকে চাকরি দিতে বলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

বিস্ময়কর কথা হচ্ছে, বিলকিস বানু গণধর্ষণের আসামিদের মুক্তি লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাষণের পরই কার্যকর করা হয়, যেখানে তিনি নারীর ইজ্জত-আব্রু ও সম্মান বজায় রাখার শপথ করেন। তিনি জনগণের কাছে আবেদন করেন, তারা যেন এমন কিছু না করার অঙ্গীকার করে, যার দ্বারা নারীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, আমাদের কর্মকাণ্ডে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা কখনো কখনো নারীদের সম্ভ্রমহানি করছি। আমরা কি আমাদের কর্মকাণ্ড ও ভাগ্যলিপিকে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে পারি?’

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের গুঞ্জরণ তখনো শেষ হয়নি, খোদ তারই রাজ্য গুজরাটে তারই দলের প্রশাসন এমন এক কাজ করে দেখাল, যা সারা দেশের নারীদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গুজরাট সরকারের এ পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ দেশে এখন দাগি আসামি, খুনি, ব্যভিচারী ও হিংস্র পশুদেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, প্রশাসনের যে প্যানেল এই হিংস্র পশুদের মুক্তির সুপারিশ করেছিল, সেখানে শুধু বিজেপিরই লোক যুক্ত ছিল। ওই প্যানেলে যুক্ত এক বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য হচ্ছে, এই লোকদের এ জন্য মুক্তি দেয়া হয়েছে যে, এরা উচ্চ জাতের মানুষ। আর উচ্চ জাতের মানুষ অনেক ‘সভ্য’ হয়।

সবাই জানেন, ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার যেসব হৃদয়বিদারক কাহিনী তার হিংস্রতা ও পাশবিকতার কারণে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও দৃশ্যমান ছিল বিলকিস বানু গণধর্ষণ ও হত্যা মামলা। এ জন্য বিলকিস বানু গুজরাট গণহত্যায় নির্যাতিতের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তৎকালীন গুজরাটের সরকার কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ যেহেতু হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজকারীদের সবচেয়ে বড় রক্ষক ছিল, তাই বিলকিস বানু মামলার প্রমাণ মুছে ফেলা থেকে নিয়ে আসামিদের বাঁচানো পর্যন্ত সেসব অবৈধ কর্মকান্ড করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে কোনো সভ্য সমাজকে হাজারবার লজ্জিত হওয়া উচিত। এ কারণেই এ মামলাকে মুম্বাই হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখান থেকে আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়। সেই হিংস্র নরপশুরা আজ মুক্ত হয়ে একে অপরকে মিষ্টি





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সাইফুর রহমানের চোখে প্রেসিডেন্ট জিয়া

‘হি ওয়াজ এ ম্যান অব ভিশন’

সৈয়দ আবদাল আহমদ

মৃত্যুর আগে প্রেসিডেন্ট জিয়া একদিন আমাকে বলেন, আমি তো অবসরে যাবো। অবসরে যাওয়ার পর আমি কিভাবে বেঁচে থাকবো, তার পরিকল্পনা করেছি। নোট লিখে রাখছি। আমি আমার আত্মজীবনী লিখবো। আমার মনে হয় লোকে আমার বই কিনবে। আর ‘স্বাধীনতাযুদ্ধ’ সম্পর্কেও আরেকটি বই লিখবো। এ ছাড়া আমার একটা সাইকেল আছে। সাভারে আমার সাড়ে সাত কাঠা জমি আছে। পেনশন থেকে যে টাকা পাবো, সেই টাকা দিয়ে একটা বাড়ি করবো। দেখেন কী ধরনের সৎচিন্তা। দেশের প্রেসিডেন্ট! একটা গাড়ি কেনার কথাও বলেননি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে এ কথাগুলো লিখে গেছেন তারই রাজনৈতিক সহকর্মী এম সাইফুর রহমান। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়া ও খালেদা জিয়া সরকারের অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। এ সময়ে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি সংসদে বারোবার বাজেট পেশ করার বিরল সম্মান লাভ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ২০০৯ সালে ‘কিছু কথা কিছু স্মৃতি’ নামে তার একটি বই প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে তিনি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে অজানা অনেক কথা লিখে গেছেন।

সাইফুর রহমান লিখেছেন, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমান দেশে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শিশু একাডেমি, মেয়েদের শিক্ষা, যুব মন্ত্রণালয়, কালচারাল ইনস্টিটিউট, মহিলা মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমি, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আরো অনেক কাজ জিয়া করেন। এসব ছিল তার ভিশনারি কতগুলো কর্মসূচি।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে সাইফুর রহমান লেখেন, সৈনিক জিয়ার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে। সম্ভবত মাসটি ছিল ফেব্রুয়ারী, এক ডিনার পার্টিতে। এ কে এম মুসার ধানমন্ডির বাড়িতে। স্বাভাবিকভাবে আমি তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য উৎসুক ছিলাম। কারণ তার কণ্ঠেই আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছিলাম চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিওস্টেশন থেকে। তিনি ছিলেন বেশ চুপচাপ; কথা বলছিলেন কম, শুনছিলেন বেশি। ওই সন্ধ্যায় তাঁর সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন ছিল এই লোকটির মধ্যে নেতৃত্বের গুণ আছে এবং তিনি জীবনে উপরে উঠবেন। তিনি ছিলেন স্থিরমস্তিষ্ক, অমায়িক, মৃদুভাষী। তার মধ্যে গর্ব বা ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে সদ্য ফিরে আসা বীরের মধ্যে তা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। যা হোক, আমাদের এ সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। অবস্থা এমন হলো যে, ওই ঘটনার এক মাস বা তার কিছুদিন পরে আমাকে জাতীয় পে-কমিশনের সদস্য করা হয়। ওই কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সচিব মরহুম এম এ রব। বৈঠকে দেখলাম আমার ডান পাশে বসে আছেন জিয়া। এটা আমার জন্য ছিল এক মধুর বিস্ময়। তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন প্রতিরক্ষা সার্ভিসের। তিনি ছিলেন কমিশনেরও একজন সদস্য।

এরপর একে অপরের বাসায় এবং অন্যান্য স্থানে আমরা অনেকবার মিশেছি। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ডিনার অথবা কোনো সভায়। আমার স্ত্রী ও জিয়ার স্ত্রী খালেদা জিয়ার মধ্যে যোগাযোগ হয় এবং তারা ভালো বন্ধু হিসেবে পরিচিত হন। তারা দু’জন একে অপরের সাথে ইচ্ছা হলে আমাদের ছাড়াই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন যখন-তখন। জিয়ার সঙ্গে আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয় বাংলাদেশের এই প্রথম পে-কমিশনের সদস্য হিসেবে। কমিশনটি গঠিত হয়েছিল স্বাধীনতার পর। ’৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর ৭ নভেম্বর ঘটে সিপাহি-জনতার বিপ্লব। সিপাহি-জনতা জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনে। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ই জেনারেল জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। তখন দেশে চলছিল এক অস্থির অবস্থা। চলছিল রাজনৈতিক শূন্যতা। এই অবস্থা থেকে দেশকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, সেসব বিষয়ে জেনারেল জিয়া চিন্তা করতে থাকেন।

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে সৃষ্ট অস্থিরতা নিরসন তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। দেশের ওই অনিশ্চিত ও সঙ্খাতময় পরিস্থিতিতে তিনি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতেন। কারণ সিপাহি-জনতার বিপ্লব কোনো সহজ বিষয় নয়। সিপাহিরা বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে ব্যারাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। জিয়াউর রহমানের জন্য এটা ছিল একটা ‘হারকিউলিয়ান টাস্ক’ এবং তিনি ওই কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি পরিস্থিতিকে শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। আলোচনা, অনুরোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের গুণাবলি দিয়ে ওই সঙ্কট উত্তরণে তিনি সমর্থ হন। এ সময় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ এস এম সায়েম ছিলেন প্রেসিডেন্ট। বেশ কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে আমিও ছিলাম। আর ছিলেন ড. এম এন হুদা, হাফিজ উদ্দিন, সৈয়দ আলী আহসান, ড. এম এ রশীদ, ড. ফসীহউদ্দিন মাহতাব, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং আরো কয়েকজন। এ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের লোকে বলতো A galaxy of talents.

জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা হিসেবে কেন এবং কিভাবে যোগ দিলেন, সেই স্মৃতি সম্পর্কে সাইফুর রহমান লেখেন, জিয়া প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম উপদেষ্টা করলেন আকবর কবীরকে। তাকে দেয়া হয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। জিয়া তার পুনর্গঠনপ্রক্রিয়ার সময় আমাকে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকতেন। কিছুদিন জিয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও ছিলেন। ফলে বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সাথে আলোচনা করতেন। কোন লোকদের দিয়ে কী ধরনের কাজ করানো যায়, সে পরামর্শও নিতেন। কারণ তিনি আমাকে পে-কমিশনের সদস্য হিসেবে জানতেন। আমার ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কেও তার জানা ছিল। আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকে সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম। একদিন তিনি বললেন, বাইরে থেকে এসব পরামর্শ দিয়ে কোনো লাভ হয় না, এতে সঠিকভাবে কাজ হয় না। আপনি উপদেষ্টা কাউন্সিলে যোগ দিন। একটা কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। সিভিলিয়ান লোকদের আমি বেশি চিনি না। আপনি আসলে আপনার মাধ্যমে বেসামরিক লোকদের সাথে আমার সম্পৃক্ততা বাড়াতে পারবো। জেনারেল জিয়া আমাকে এ প্রস্তাব দেন ১৯৭৬ সালের মার্চ-এপ্রিলের দিকে। আমি তাকে বলি যে, এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি নিজের পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তাছাড়া মিলিটারি প্রশাসন সম্পর্কে আমার গভীর অনীহা আছে। তিনি বলেন, এখন তো আর মিলিটারি ব্যবস্থা নয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনেক কিছুর উত্থান-পতন ঘটে গেছে। এখন অনেকটা শান্ত, পুনর্গঠনের কাজ চলছে। তা ছাড়া আমিও বিশ্বাস করি সামরিক শাসন বেশিদিন চলতে পারে না। এটা সমস্যার সমাধান নয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রে দ্রুত দেশকে নিয়ে যেতে হবে। আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা পেলে দেশের জন্য





কল্যাণ হবে। এর কয়েক দিন পর জেনারেল জিয়ার একান্ত সচিব (মিলিটারি) আমাকে টেলিফোন করেন। বলেন, জেনারেল জিয়ার সাথে চায়ের আমন্ত্রণ। ওই দিন তিনি আমাকে বলেন, আপনাকে অনেক দিন থেকে বলছি আপনি আসছেন না। আপনার আর দেরি করা ঠিক নয়। উপদেষ্টা পরিষদে অনেকেই আছেন। তারা কাজ করছেন। তাদের ধ্যান-ধারণা অনেকটা পুরনো। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নতুন ধ্যান-ধারণায়।

আমি তাকে জানাই যে, দেশের বাইরে লন্ডনে যাচ্ছি। ফিরে আসার পর আপনার সাথে যোগাযোগ করবো। লন্ডন থেকে ফিরে এলে তিনি আবার ফোন করেন। বললেন, আপনাকে আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে চাই। আমি বললাম আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি, তবে বেশি দিন এই দায়িত্ব পালন করতে পারবো না। জিয়া বললেন, বেশি দিন থাকতে হবে না। আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছি। খুব শিগগিরই নির্বাচন দেয়া হবে। তবে আমার স্ত্রী আমার সিদ্ধান্তে রাজি ছিলেন না। আমার শ্বশুর চট্টগ্রামে ছিলেন। তাকে ঢাকায় নিয়ে আসি। তার পরামর্শ চাই। তিনি বললেন, দেখ বাবা, রাজনীতি করতে আমি তোমাকে বলি না, দেশটা স্বাধীন হয়েছে, এই জন্য অনেক লোক কষ্ট করেছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়। এই অবস্থায় উপদেষ্টা পরিষদে যাওয়া বিবেচনার বিষয়। এর সাথে কিছুটা ঝুঁকি অবশ্যই আছে। তবে ঝুঁকি এড়িয়ে জীবনে বড় হওয়া যায় না। আর এ সময় জাতি নেতৃত্বহীনভাবে ভাসমান অবস্থায় আছে। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝে জাহাজের একজন নাবিক কতটুকুই-বা কাজ করতে পারেন। তোমাদের মতো কিছু লোক যদি তাকে সাহায্য করে, তাহলে দেশের উপকার হবে। জিয়াউর রহমানও বলতেন, আপনারা কাজ করছেন দেশের জন্য, আমার জন্য নয়। এ সময় আপনাদের দেশের জন্য কাজ করতে হবে। এটা শুধু আমার একার দায়িত্ব নয়, আপনাদেরও দায়িত্ব। ফলে ওই উপদেষ্টা পরিষদে আমি যোগদানের সিদ্ধান্ত নিই। প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটা বিষয় আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি সৎ মানুষকে গুরুত্ব দিতেন এবং উপদেষ্টা পরিষদেও সে ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটান। জিয়ার গণভোট সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে এম সাইফুর রহমান লেখেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া একদিন বললেন, উপদেষ্টা পরিষদ দিয়ে কতদিন দেশ চালানো যায়? রাজনৈতিক শূন্যতা দেশের জন্য ভালো নয়। তাছাড়া সেনাবাহিনীর চিফ ও প্রেসিডেন্ট এক ব্যক্তি, এ নিয়ে কথা উঠছিল। জিয়ার ক্ষমতায় থাকার জন্য জনগণের মত আছে কি না, তা যাচাই করা প্রয়োজন ছিল। তখন উপদেষ্টা পরিষদে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রেসিডেন্টের উচিত গণভোটে যাওয়া। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে তারা প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াকে চায় কি না। সে কারণে ‘হ্যাঁ না’ ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। জিয়া প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সামরিক আইন প্রশাসক ও বেসরকারি উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয় সাধন করা প্রেসিডেন্টের পক্ষে কিভাবে সম্ভব, তা নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হয়। যাই হোক, ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

এই রেফারেন্ডাম বা গণভোটের জন্য প্রচারকাজে বিভিন্ন এলাকায় জনসভা করার প্রয়োজন ছিল। ড. এম এন হুদা বললেন, তিনি যেতে পারবেন না। হাফিজ উদ্দিন এবং আরো কয়েকজন উপদেষ্টা বললেন, গণভোটের প্রচারাভিযান তারা করতে পারবেন না। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে গণভোটের ক্যাম্পেইন করার কাজ করতে বলেন। গণভোটের পক্ষে পাবলিসিটি, এটাই ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু। এর আগে আমি কখনো জনসভা বা পাবলিক মিটিংয়ে যাইনি। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক কাজে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের সময় কাজ করেছিলাম। তবে বাস্তবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ জিয়াউর রহমানের গণভোটের মাধ্যমে। আমি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাই। এরপর প্রেসিডেন্ট জিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন, দেশে দ্রুত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন। তিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করলেন। অরাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক লোকদেরও উপদেষ্টা করলেন, জাগদল গঠিত হলো। দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো। এরপর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করে সব দলের উপস্থিতিতে সংসদ নির্বাচন হলো। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করলেন জিয়া। প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিত্ব যোগ দিলেন। প্রতিটি প্রক্রিয়ার সাথেই ছিলাম আমি। জিয়াউর রহমান আমাকে বিশ্বাস করতেন এবং আমার প্রতি ছিল তার প্রচন্ড আস্থা। আমিও তাকে সবসময় সৎপরামর্শ দিয়েছি এবং সবধরনের সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি।

সাইফুর রহমান লেখেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটা গুণ ছিল, তিনি যদি কাউকে কোনো কাজে পাঠাতেন বা তার সফরসঙ্গী হিসেবে যারা যেতেন তারা যদি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন, তাহলে তিনি তার প্রশংসা করতেন। জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে এশিয়ার জন্য নির্ধারিত অস্থায়ী সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল নতুন দেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানো। সে সময় জাপান আমাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়। জাপানের মতো একটা শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো কি না, তা নিয়ে প্রথমেই আমাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। তা ছাড়া আমাদের বড় ডোনার কান্ট্রিও ছিল জাপান। উপদেষ্টা কাউন্সিলে এ নিয়ে আলোচনা হয়। প্রায় সবাই বললেন, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। একটিমাত্র অস্থায়ী সদস্যপদ। প্রতি দু’বছর পর পর জাপান প্রার্থী দেয়, এটা ফেয়ার নয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন, ভারত আমাদের সমর্থন করলে আমরা জয়ী হতে পারবো। তিনি বললেন ইন্ডিয়ার সাথে সাইফুর রহমানের সম্পর্ক ভালো। উনি ইন্ডিয়াকে বোঝাতে পারবেন। ফলে আমি প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হয়ে ভারতে গেলাম। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইর সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা হলো। তিনি তার পররাষ্ট্র সচিবের আপত্তি সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্তের কথা আমাকে জানান। একই সাথে আমাকে পাঠানো হলো শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে। তিনটি দেশ সফর করে তাদের সমর্থন আদায় করলাম। তারা আমাদের সমর্থন জানায় এবং বাংলাদেশ ওই সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়। এ জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া খুব খুশি হন। ওই সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মুহাম্মদ শামস উল হক। তিনি আমাকে একটা পত্র দেন। ওই পত্রে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, আপনার কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে জাপান সফরের এক স্মৃতির কথা উল্লেখ করে সাইফুর রহমান লেখেন, অধ্যাপক শামস উল হক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রকৃতপক্ষে আমিই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ করতাম। আমাকে বারবার ইন্ডিয়া যেতে হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আমাকে সিঙ্গাপুর নিয়ে গেছেন। ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিশনেও আমাকে যেতে হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ওহিরার মৃত্যুর পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমাকেই ফিউনারেলে পাঠানো হবে। এতে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগ দেবেন। আমরা প্রতিনিধিদলে ছিলাম তিনজন। আমি, পররাষ্ট্রসচিব এস এম এস এ কিবরিয়া ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি এম আর ওসমানী।

সময়টা ছিল ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে। তখন প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশের বাইরে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ সামনেই সাধারণ নির্বাচন ছিল। জাপান যাওয়ার একদিন আগে জিয়া আমাকে টেলিফোন করলেন রাত ৮টার দিকে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ও খুব কাছাকাছি ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া মনে করেছিলেন, নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য প্রেসিডেন্ট কার্টার আসতে পারবেন না। কিন্তু পরেই জানা গেল প্রেসিডেন্ট কার্টার একদিনের জন্য জাপান যাবেন এবং ফিউনারেলে যোগ দেবেন। বাংলাদেশের স্বার্থেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করা জরুরি। তাছাড়া এর আগে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাক্ষাৎ হয়নি। ফিউনারেলে যোগদানে এই সুযোগটি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধিদলের নাম আগেই চলে গেছে। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে টেলিফোন করে বলেন, ‘মিস্টার ফাইন্যান্স মিনিস্টার, উড ইউ টেক মি এজ ইউর কমপেনিয়ন ইন জাপান।’ উনি আরো বললেন, আপনারা ফাইন্যান্স মিনিস্টাররা অত্যন্ত লাকি। দু’দিন পর পর বিদেশ চলে যান। ওয়াশিংটন, জেনেভা, লন্ডন, টোকিও। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সুযোগ তো কম। কোনো প্রেসিডেন্ট দাওয়াত না করলে এবং প্রকৃত উপযোগী সফর না হলে তো যাওয়া যায় না। আমি তখন রসিকতা করে বলি, ফাইন্যান্স মিনিস্টার হওয়ার জন্য আপনি যুদ্ধ করেছেন? তাহলে প্রেসিডেন্সি চলবে কী করে? যা হোক, আপনি কি যেতে চান? উনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তো যেতে চাই।

প্রতিনিধিদলের নাম তো তাদের কাছে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আই উড লাইক টু মাইসেলফ এজ এ মেম্বার অব দ্য ডেলিগেশন। আমি বললাম, ডেলিগেশনে আপনার নাম শুধু যোগ হবে না, ইউ উইল বি লিডিং দ্য ডেলিগেশন। এভাবেই তিনি জাপান গেলেন। তিনি আমার সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। আমরা ওনার সঙ্গী হলাম। দেখেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া কত সুন্দরভাবে কথাগুলো বলেন। কারণ তিনি জানতেন দলের নাম আগেই জাপান পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া প্রটোকলের বিষয় ছিল। এসব কারণে তিনি ওইভাবে কথা বলেননি। যা হোক, আমরা জাপান গেলাম। প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাথে জিয়ার সাক্ষাৎ হলো। আমি জাপানের কাছ থেকে ৬৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণেরও ব্যবস্থা করলাম। আমার কথা শুনে প্রেসিডেন্ট জিয়া চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে ওআইসিতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করতেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ওআইসির মতো একটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা ভালো।

চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে সাইফুর রহমান লেখেন, ১৯৮১ সালের বাজেট প্রস্তুতির কাজ করছিলাম। ২৯ মে প্রেসিডেন্ট জিয়া ভোরবেলা আমাকে টেলিফোন করে বলেন, আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি। আপনার কাছে দুটো ফাইল যাচ্ছে। তাতে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে। ফাইল দুটো সই করে দেবেন। আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম, বাজেট পেশ করার মাত্র ৬ দিন বাকি। এ সময় তো আপনার আমার সাথে থাকার কথা। উনি বললেন আমি কালই চলে আসবো। এরপর আপনাকে সময় দেবো। তখন ব্যাংকে অরাজকতা চলছিল। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আপনি যদি চট্টগ্রামের জনসভায় একটা কঠোর সতর্কবাণী দেন তাহলে ভালো হবে। এতে তারা সংযত হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়া মন্তব্য করেন, আমাকেই সবকিছু করতে হবে কেন? তাহলে আপনারা আছেন কেন? কেন, সাত্তার সাহেব করতে পারেন না? উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট না? প্রেসিডেন্ট জিয়া একনাগাড়ে কথাগুলো বললেন। তিনি সাধারণত এভাবে বলেন না। এটাই ছিল তার সাথে আমার শেষ কথা।

৩০ মে ভোরবেলায় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। রাতেই প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয় আমি জানি না। আমি বাসায় ছিলাম। কারণ কথা ছিল প্রেসিডেন্ট ঢাকায় ফিরলে আমি বঙ্গভবনে যাবো এবং (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বিলকিস বানু মামলার আসামিদের খালাস

মাসুম মুরাদাবাদী

বিলকিস বানু মামলার আসামিদের খালাস দেশে এক নতুন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে। এ বিতর্কের কেন্দুবিন্দু সেই মজলুম নারী, যাকে এ দেশে রাত-দিন পাশবিক ধর্ষণের শিকার বানানো হয়েছে। দেশে এক দিকে নারীর ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার পক্ষে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, আবার অপর দিকে সেই হিস্র নেকড়েদের দয়ার যোগ্যও ভাবা হচ্ছে, যারা কিনা এ ধরনের ঘৃণ্য অপকর্মের সাথে জড়িত। এ দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত গণধর্ষণের দু'টি মামলা এমন, যেগুলো তাদের হিংস্রতা ও পাশবিকতার কারণে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে প্রথম মামলাটি হচ্ছে গুজরাটের অধিবাসী বিলকিস বানুর। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দিল্লির নির্ভয়ার।

নির্ভয়ার খুনিদের ফাঁসিতে চড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিলকিস বানু বিশ বছর পরও ন্যায়বিচারের অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ২০০৮ সালে বিলকিসকে গণধর্ষণকারী ও গুজরাট গণহত্যার এ আসামিদের বেশ কষ্টের পর যাবজ্জীবন শাস্তি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি গুজরাট সরকার তাদের ক্ষমা করে দিয়েছে এবং সেই ১১ জন 'হিংস্র পশুকে' মুক্ত করে দেয়া হয়। এরা ২০০২ সালের গণহত্যার সময় বিলকিস বানু ও তার পরিবারকে হিংস্রতা ও বর্বরতার শিকারে পরিণত করে। যে সময় বিলকিস বানুর ওপর পাশবিকতা চালানো হয়, ওই সময় তিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। বিলকিসের ওপর হামলে পড়া নেকড়েরা তার পরিবারের আটজন ব্যক্তিসহ আরো ১৪ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই মানুষরূপী নেকড়েদের অপরাধ তার ধরন হিসেবে এতটাই মারাত্মক ছিল যে, তাদের কমপক্ষে মৃত্যুদন্ড দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সরকার কর্তৃপক্ষ ন্যায়বিচারের পথে এতটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে, এই আসামিদের যাবজ্জীবন শাস্তিও সেই সময় প্রদান করা হয়, যখন বিলকিস মামলার শুনানি গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে স্থানান্তর করা হয়।

মূলত বিলকিস বানু ধর্মীয় বিদ্বেষ, পাশবিকতা ও বর্বরতার এমন এক চলমান কাহিনী, যার কোনো নজির দেশে নেই। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময় বিলকিসের প্রতিবেশীরাই তাকে গণধর্ষণ করেছিল। গুজরাট গণহত্যার এটা এমন এক কাহিনী ছিল, যার আর্তনাদ পুরো বিশ্বে শোনা গিয়েছিল। বিলকিস ও তার পরিবারের অপরাধ এটাই ছিল যে, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এ মামলার ১৪ আসামির যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল। এর মধ্যে তিনজন মারা গেছে। বাকি ১১ জন কারাগারে বন্দী ছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'আজাদী কে অমৃত মহোৎসব' (স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব)কে উছিলা করে এদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হিংস্রদের মুক্তিতে বিলকিসের সব ক্ষত আবারো তাজা হয়ে গেছে এবং তিনি ২০ বছর আগের সেই সময়ে পৌঁছে গেছেন, যখন তার সাথে পাশবিকতা ও হিংস্রতার সব সীমা অতিক্রম করা হয়েছিল এবং তার চোখের সামনে তার তিন বছরের কন্যাকে আছাড় মেরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় একেবারে স্বাধীনতা দিবসে বিলকিস বানু যখন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তার মামলার সব আসামিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তখন তিনি নির্বাক হয়ে যান। কেননা তার মাথায় ৩ মার্চ, ২০০২ সালের সেই ঘটনাগুলো ফিল্মের মতো চলতে শুরু করে, যেগুলো আজো তার বেঁচে থাকাকে হারাম করে রেখেছে। তার মামলার আসামিদের মুক্তির পর তার চোখ দিয়ে অশ্রুসাগর বয়ে যায়। বাকহীনতা তাকে ঘিরে ধরে। অনেক কষ্টে দুই দিন পর তিনি কিছু বলার অবস্থায় ফিরে এলে তিনি তার উকিলের মাধ্যমে বলেন, 'আমি জানতে চাই, কোনো নারীর জন্য ন্যায়বিচার এভাবে কেমন করে



শেষ হতে পারে? আদালতের ওপর আমার আস্থা ছিল। আমি ধীরে ধীরে আমার ক্ষতগুলো নিয়ে বাঁচতে শিখছিলাম। ওই আসামিদের মুক্তি আরো একবার আমার কাছ থেকে আমার শান্তি ছিনিয়ে নিলো। ন্যায়বিচারের ওপর আমার বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিলো।'

বিলকিস বানুর স্বামী ইয়াকুব রাসূলের বক্তব্য, 'আমরা বর্তমানে মারাত্মক বেদনাতুর অবস্থায় রয়েছি। আমাদের কাছে নিজেদের ব্যথা বর্ণনা করার জন্য শব্দ নেই। আসামিদের মুক্তি আমাদের ভেতর এক ভয়াবহ ভীতি সৃষ্টি করেছে।' বিলকিস বানু ও তার স্বামীর সবচেয়ে বেশি চিন্তা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তারা যে পঞ্চাশ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন, সেটিকে তারা সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংকে জমা রেখেছেন। বিলকিস বানুর সবার বড় কন্যার বয়স ২০ বছর। বিলকিস বানু তাকে উকিল বানাতে চান। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে বিলকিস বানুকে সরকারি চাকরি ও বাড়ি দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাদেশিক সরকার বিলকিস বানুকে একটি দফতরে চাপরাসির চাকরি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি সেটি ফিরিয়ে দিয়ে তার স্বামীকে চাকরি দিতে বলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

বিস্ময়কর কথা হচ্ছে, বিলকিস বানু গণধর্ষণের আসামিদের মুক্তি লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাষণের পরই কার্যকর করা হয়, যেখানে তিনি নারীর ইজ্জত-আব্রু ও সম্মান বজায় রাখার শপথ করেন। তিনি জনগণের কাছে আবেদন করেন, তারা যেন এমন কিছু না করার অঙ্গীকার করে, যার দ্বারা নারীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, আমাদের কর্মকাণ্ডে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা কখনো কখনো নারীদের সম্ভ্রমহানি করছি। আমরা কি আমাদের কর্মকাণ্ড ও ভাগ্যলিপিকে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে পারি?'

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের গুঞ্জরণ তখনো শেষ হয়নি, খোদ তারই রাজ্য গুজরাটে তারই দলের প্রশাসন এমন এক কাজ করে দেখাল, যা সারা দেশের নারীদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গুজরাট সরকারের এ পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ দেশে এখন দাগি আসামি, খুনি, ব্যভিচারী ও হিংস্র পশুদেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, প্রশাসনের যে প্যানেল এই হিংস্র পশুদের মুক্তির সুপারিশ করেছিল, সেখানে শুধু বিজেপিরই লোক যুক্ত ছিল। ওই প্যানেলে যুক্ত এক বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য হচ্ছে, এই লোকদের এ জন্য মুক্তি দেয়া হয়েছে যে, এরা উচ্চ জাতের মানুষ। আর উচ্চ জাতের মানুষ অনেক 'সভ্য' হয়।

সবাই জানেন, ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার যেসব হৃদয়বিদারক কাহিনী তার হিংস্রতা ও পাশবিকতার কারণে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও দৃশ্যমান ছিল বিলকিস বানু গণধর্ষণ ও হত্যা মামলা। এ জন্য বিলকিস বানু গুজরাট গণহত্যায় নির্যাতিতের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তৎকালীন গুজরাটের সরকার কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ যেহেতু হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজকারীদের সবচেয়ে বড় রক্ষক ছিল, তাই বিলকিস বানু মামলার প্রমাণ মুছে ফেলা থেকে নিয়ে আসামিদের বাঁচানো পর্যন্ত সেসব অবৈধ কর্মকান্ড করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে কোনো সভ্য সমাজকে হাজারবার লজ্জিত হওয়া উচিত। এ কারণেই এ মামলাকে মুম্বাই হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখান থেকে আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়। সেই হিংস্র নরপশুরা আজ মুক্ত হয়ে একে অপরকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে এবং তাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে।

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এক দিকে তো গুজরাট সরকার নিকৃষ্ট আসামিদের সাথে মহানুভতার আচরণ করছে, আবার অপর দিকে ওই ব্যক্তিদের ওপর বন্দিত্বের বাঁধন আরো শক্ত করা হচ্ছে, যাদের অক্লান্ত চেষ্টার কারণে গুজরাট গণহত্যার আসামিদের শাস্তি পর্যন্ত পৌঁছানো গেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন সাহসী সমাজকর্মী তিস্তা শীতলভাড়, যিনি বর্তমানে কারাগারে বন্দী। মরহুম এহসান জাফরির বিধবা স্ত্রী জাকিয়্যা জাফরির আপিল সুপ্রিম কোর্ট থেকে খারিজ হওয়ার পর গুজরাট সরকার তিস্তা ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা আর বি শ্রী কুমারকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধের মামলা দায়ের করে দেয়। জুলুমের বিরোধিতাকারী অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা সঞ্জিব ভাটও দীর্ঘ দিন ধরে কারাগারে রয়েছেন। তার অপরাধ হচ্ছে, তিনি ২০০২ সালের গণহত্যায় সরকার কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততার প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন।

গুজরাট সরকার বিলকিস বানু মামলার আসামিদের তার ক্ষমানীতির আওতায় মুক্ত করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে কয়েদিদের মুক্তি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছিল। তবে সেখানে ধর্ষণের আসামিদের মুক্ত করার কোনো সুযোগ ছিল না। তথাপি তাদের বড় অবদান রয়েছে বলে অভিহিত করে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ঘটনায় সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এরই ফলে ৬০০০-এরও বেশি মানবাধিকারের সদস্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে ওই আসামিদের শাস্তিতে প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তি প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন। এখন দেখার বিষয়, সুপ্রির কোর্ট এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ২১ আগস্ট,
২০২২ এর উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেনের অতি কথন, তোষামদ ও মিথ্যাচারে সরকার চরম অসস্তিতে

প্রদীপ মালাকার

বাংলাদেশের সরকারের বিদেশ মন্ত্রী এ. কে আবদুল মোমেনের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে সারা দেশে সমালোচনার জর বয়ে যাচ্ছে। তিনি চট্টগ্রামে প্রধান অতিথি হয়ে জন্মা অষ্টমীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। তিনি আরও বলেন, তিনি ভারতে গিয়ে ভারত সরকারকে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারকে রক্ষার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসেন। এর আগে গত জুলাই মাসে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ বেহেশতে আছেন' মন্তব্য করে সারা দেশে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেন। সারাদেশে তীব্র প্রতিবাদের মুখে তিনি সুর পালটিয়ে বলেন, আমিতো আর ১০টি দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভাল আছে অর্থাৎ বেহেশতে আছে এই কথা বলেছি। এই বৎসরের প্রথম দিকে তিনি ভারত সফরে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, তিনি বুদ্ধি নেওয়ার জন্য ভারত সফরে যাচ্ছেন। ঐ দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে পরামর্শ চাওয়া হবে।

প্রিয় পাঠক, সাবেক জোট সরকারের তথ্য মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার কথা মনে আছে সবার? তিনিও বিভিন্ন সময়ে বেফাঁস মন্তব্য, মিথ্যাচার ও অতি কথনের জন্য এক সময়ে জনগণের কাছে বেহুদা মন্ত্রীর তকমা পান। তিনি ঘন ঘন ভুল-বাল পাল্টে রং বদলাতেও কম যাননি। জোট সরকারের পুরো আমলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা তিনি কখনোও স্বীকার করেনি। তিনি কেন জোট সরকারের সকল মন্ত্রী, নেতা-নেত্রীই নির্যাতনের কথা স্বীকার করেনি। সরকার সবসময়ই নির্যাতনের ঘটনাগুলো আড়াল করেছেন। উল্টো তারা বিরোধী দল তথা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর দোষ চাপিয়াছেন। কিন্তু জনগণ এই তথ্যপ্রবাহর যুগে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার বৌদলতে কারা নির্যাতন করেছে সবই দেখেছে, জেনেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে আওয়ামী লীগ তো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সেকুলার ও গণতান্ত্রিক দল, তারা কেন জোট সরকারের নেতাকর্মীদের মত আচরণ করছে? তাহলে তাদের সাথে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের পার্থক্য থাকে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে. আবদুল মোমেন চট্টগ্রামে জন্মা অষ্টমীর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ ও এখানে কোন ধর্মীয় লেবাসে কারোর ওপর নির্যাতন হয় না, এই বক্তব্য দেওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন রাস্তায় নেমে ধিক্কার জানিয়ে কালো পতাকা মিছিল ও মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেন। মন্ত্রী সাহেব যখন বক্তব্য রাখছিলেন, ঠিক ঐ দিনই রাঙ্গুনিয়ার এক মন্দিরে হামলা হয় এবং মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করা হয়। পরের দিন মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ভাদিয়া খোলা গ্রামের সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের নব নির্মিত প্রতিমা ভাংচুরের মধ্য দিয়ে শারদীয় উৎসবের আনন্দের সুচনা করল জেহাদিরা।



গত ২২ আগস্ট নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল ইউনিয়নের ধলাদিয়া গ্রামের পঙ্কজ ধরের বাড়ির ৪টি ঘর ও দোকান রাতের অন্ধকারে দূর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। গ্রামটি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ হিন্দু অধ্যুষিত একটি গ্রাম। গ্রামের প্রতি প্রভাবশালীদের লোলুপ দৃষ্টি সবসময় ছিল। তাই চেনা ছকে আগুন লাগিয়ে আতংক সৃষ্টি করে হিন্দুদের দেশ ছাড়া করা। এর আগে ও একবার পলাশের সাবেক সংসদ সদস্য পোটন একই এলাকার ক্ষুদ্রাবন গ্রাম দখল করার জন্য পিলার পুতেছিল কিন্তু গ্রামবাসীর সম্মিলিত চাপে তা পারেনি। আওয়ামী লীগের গত তিন শাসনামলে ঘটে যাওয়া চট্টগ্রামের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, ভোলার বুরানুদ্দিন, রংপুরের পীরের পাড়ের ঠাকুর বাড়ি গ্রামে, পীরগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও সিলেটের শাল্লায় ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাতের মিথ্যা অজুহাত দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বড় বড় সাম্প্রদায়িক হামলা হয়। এ সকল হামলাগুলো কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন? গত বৎসরের অক্টোবরে কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির পাড়ে মৌলবাদী শক্তি পরিকল্পিতভাবে দুর্গা মন্দিরে হনুমানের কোলে পবিত্র কোরআন রেখে, তার দায় হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কয়েকদিন ব্যাপি সারা দেশে সহিংস তান্ডবের ঘটনাগুলো নির্যাতিতদের মনে এখনও ক্ষোভের আগুন জলজল করছে। এই তো মাসাধিক হলো নড়াইলের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ক্ষত এখনো শুকিয়ে যায়নি। আর এই নির্যাতিতদের অনুষ্ঠানে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কি বিচিত্র বাংলাদেশ! ভাগ্যিশ নির্যাতিতরা জুতা মিছিল না করে কালো পতাকা মিছিল করেছে এবং মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। অতীতের সকল সরকারের আমলে পুলিশ প্রহরা ব্যতীত শান্তিপূর্ণভাবে পুজা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। মন্ত্রী মহোদয় কি জবাব দেবেন আসছে শারদীয় দুর্গা উৎসবে গ্রামে বা শহরে প্রতিটি পূজা মন্ডপে পুলিশ প্রহরা ব্যতীত পূজা সম্পূর্ণ করতে? অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় পারবেন না। তা হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটা কোথায় রইল? এটা জাতির সাথে মশকরা ও নির্যাতিতদের সাথে উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়।

মন্ত্রী মহোদয়ের মিথ্যাচারের পরিধি আর দীর্ঘ। গত বৎসরের কুমিল্লার নানুয়ার দিঘির পাড়ে দুর্গা মন্দিরে কোরআন রাখাকে কেন্দ্র করে সহিংস তান্ডবে হাজীগঞ্জ, চৌমহনী, বেগমগঞ্জে মৌলবাদীদের আক্রমণে চারজন ও পুলিশের গুলিতে আরও চারজন নিহত হয়। সারা দেশব্যাপী সহিংস তান্ডবের ব্যাপকতা এতই ছিল যে জাতিসংঘ পর্যন্ত বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বিচলিত হয়ে কঠোর ভাষায় দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ঐ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল ভাব দেখিয়ে, সহিংস তান্ডবকে বলেন এরকম ছোট খাটো ঘটনা হয়েই থাকে। তিনি আরও বলেছিলেন, দুর্বৃত্তদের হামলায় যারা নিহত হয়েছেন, তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এবং পুকুরের পানিতে ডুবে মারা গেছেন।

অথচ মন্ত্রী মহোদয় বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন যে ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে দেশের মানুষ ও বিশ্ববাসী দেখেছে, ধর্মান্ধ দুর্বৃত্তরা মন্দিরের পুরোহিত সহ সেবকদের কুপিয়ে ও পিটিয়ে রক্তাক্ত করে হত্যা করে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী মহোদয়ের 'দেশের মানুষ বেহেশতে আছে কিংবা ভারত সরকারকে হাসিনা সরকারকে রক্ষার অনুরোধ' এ সকল বেফাঁস বক্তব্য সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সরকারের পিঠ বাঁচানোর জন্য সেতু মন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা পাল্টা বক্তব্য দিয়ে বলেন, এ. কে. আব্দুল মোমেন আওয়ামী লীগের কেউ নন। তার বক্তব্য সরকার বা আওয়ামী লীগের নয়, তার নিজের বক্তব্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এ. কে. আব্দুল মোমেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের এক নং সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- মন্ত্রীর এসব বক্তব্য তাঁর নিজের বা সরকারের জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনে জাতি তা দেখার অপেক্ষায় রইল।

নিউইয়র্ক।

বাংলাদেশী আবু তাহেরকে সম্মাননা দিলো এনওয়াই পিডি

(শেষের পাতার পর)



লিনস, মুসলিম অফিসার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, ডেপুটি ইন্সপেক্টর আদিল রানা, বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী, বাপা'র কমিউনিটি লিয়াজন মাহবুবুর জুয়েল সহ এনওয়াই পিডির আরো শতশত অফিসার। হাজির হন স্থানীয় এসেম্বলীওয়্যাম্যান কারিনা রয়েস। আকাশে উড়ছিলো পুলিশ এভিয়েশন ইউনিটের হেলিকপ্টার। আশে পাশের মানুষজন শংকিতমন নিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছিলো বড় কোন সন্ত্রাসী ঘটনার আশংকায়।





এক সময় আস্তে হাসপাতাল গেট থেকে বেরিয়ে আসলেন মাঝারি গড়নের এক লোক। তাঁকে সামনে নিয়ে সাথে সাথেই শুরু হলো এনওয়াইপিডির চৌকশ কর্মকর্তাদের গার্ড অব অনার প্রদান। আকাশ থেকে হেলিকপ্টারগুলো নীচুতে নেমে এসে তাকে অভিবাদন জানাতে থাকলো। সমবেত সশস্ত্র বাহিনী এবং বেসামরিক লোকদের মুহুর্মুহ করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো জ্যাকবি হাসপাতাল চত্বর। অবশেষে জানা গেলো যিনি এই অনুষ্ঠানের মধ্যমনি তিনি আর কেউ নন, বাংলাদেশী পুলিশ কর্মকর্তা আবু তাহের। যিনি গত ২৩ আগস্ট ব্রঙ্কসে তার বাসার কাছেই তিন দুস্কৃতিকারীর হামলার মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।

সিলেটের অধিবাসী এই বাংলাদেশী আমেরিকান গত ১৮ বছর ধরে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে কর্মরত আছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার তাকে স্বাগত জানাতে ছিলো পুলিশ বিভাগের এই ভালোবাসার আয়োজন। বাপার কমিউনিটি লিয়াজন মাহবুবুর জুয়েল এই প্রতিবেদককে জানান, আবু তাহেরের অবস্থা এখন অনেকটা ভালো। তবে তাকে আরো কিছুদিন রিহ্যাবে থাকতে হবে। তিনি তার সুস্থতার জন্য প্রবাসীদের দোয়া কামনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে শুধু আবু তাহেরের সহকর্মীরাই নন তাকে ভালোবাসার উষ্ম প্রকাশ জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিস্টজনরাও। এদের অন্যতম ছিলেন এডভোকেট এন মজুমদার, শেফ খলিলুর রহমান, ফটো সাংবাদিক মোতাসিম বিল্লাহ তুষার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট স্বপন তালুকদার, আব্দুল জে চৌধুরী, সামাদ নিয়া জাকের প্রমুখ।

খলিল বিরিয়ানীর কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান বলেন, আবু তাহের আমাদের প্রিয়জন। তিনি আমাদের নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সেবায় নিয়োজিত আছেন। তার উপর এই ন্যাক্কাকজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। তিনি আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন তাই তাকে সহমর্মিতা জানাতে আমরা কমিউনিটির লোকজনও এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা তার উপর হামলা কারীদের দৃস্টান্তমুলক শাস্তি দাবী করছি।







খলিলে 'হান্ডি বিরিয়ানী'

(শেষের পাতার পর)

শুক্র শনিবার ও রোববার পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত করেছেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, হান্ডি বিরিয়ানী তৈরিতে আপাতত চিকেন এবং মাটন ব্যবহার করা হবে। এক হাঁড়ি বিরিয়ানী চারজন সহজেই খেতে পারবেন। প্রতি হাঁড়ির মূল্য হবে মাটন ৮০ ডলার এবং চিকেন প্রতি হাঁড়ি ৬০ ডলার।

এক প্রশ্নের জবাবে খলিলুর রহমান বলেন, আগেকার দিনে মাটির হাঁড়ির চল ছিল সবচেয়ে বেশি। ধীরে ধীরে যুগের সঙ্গে রান্নার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। সঙ্গে মাটির হাঁড়ির ব্যবহারও বেশ কমে গিয়েছে। কিন্তু গবেষণা বলছে মাটির হাঁড়িতে রান্না করলে সে খাবারের স্বাদ যেমন আলাদা হয়, তেমনই তা স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী। আমাদের গ্রাহকদের স্বাহসম্মত এবং মজাদার খাবার উপহার দেয়ার লক্ষেই আমি এই হান্ডি বিরিয়ানী চালু করেছি। শেফ খলিল বলেন, আদি কালে মানুষ পাত্র বলতে মাটির পাত্রই চিনত। মাটির পাত্রছিলো পরিবেশবান্ধব ও মানবদেহের জন্য উপকারী। কিন্তু পওে একসময় মাটির পাত্রের স্থান দখল করে নেয় চীনা মাটি, কাসা পিতল, প্লাস্টিক এবং পরে ওয়াল চাইমকাগজের বাটি প্লেট ইত্যাদি। তিনি বলেন, রান্নার আধুনিক উপকরণগুলোর একটা বড় সমস্যা হলো এগুলো খাবারের ভেতরকার মাইক্রোনিউট্রেন্ট নষ্ট করে স্বাদ বদলে দেয়। মাটির হাঁড়িতে এ সমস্যা নেই। এ হাঁড়িতে ছোটখাটো পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয় না বলে স্বাদও থাকে অক্ষুণ্ন। অন্যদিকে মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হলে খাবারে কিছুটা বাড়তি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়াম যোগ হয়। এতেও খাবারের স্বাদ বাড়ে এবং স্বাস্থ্য উপাদান কমে না গিয়ে উল্টো বেড়ে যায়। মাটির হাঁড়ি প্রাকৃতিকভাবেই অ্যালকালাইন গোত্রের। এর অর্থ হল, যখন পাত্র গরম হয় তখন এটি নিজে থেকেই খাবারের অ্যাসিডের সঙ্গে মৃদু বিক্রিয়া ঘটায়। যার ফলেরান্না করা খাবারের পিএইচ লেভেল ঠিক থাকে ও তা সহজপাচ্য হয়।

মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হলে খাবারে কিছুটা বাড়তি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়াম যোগ হয়। মাটির বাসনখাবারের ভেতরকার মাইক্রোনিউট্রেন্ট নষ্ট করে স্বাদ বদলে দেয় না। এ প্রক্রিয়ায় খাবারের স্বাদ তো বাড়েই, সেইসঙ্গে খাবারটাস্বাস্থ্যকরও হয়।

শেফ খলিল বলেন, খাদ্যগুন বজায় রেখে, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাটির মাটির হাঁড়িতে রান্না করে খেলে ভাল থাকে শরীরও। তাই ধাতুরপাত্র এড়িয়ে অনেকেই হালে পরিবেশবান্ধব এই মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করা শুরু করেছেন।

শেফ খলিল আরো বলেন রেষ্টুরেন্টে গ্রাহকের আস্থা, নিজের অভিজ্ঞতা আর সেরা খাবারটি পরিবেশনের দৃঢ় মনোবল নিয়ে এই 'হান্ডিবিরিয়ানি চালু করতে যাচ্ছি। নিউইয়র্কের ভোজনরসিকদের সাড়া পাবো বলে আমি দৃঢ় ভাবে আশা করছি। তিনি প্রবাসীবাংলাদেশীদের এই হান্ডি বিরিয়ানীর স্বাদ নেতার জন্য আহবান জানান।

গ্রাহকদের জন্য হান্ডি বিরিয়ানী উদ্ধোধনের সময় বাফার প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান বাবু, সুন্দরবন গ্রোসারী এন্ড হালাল মিটের স্বত্বাধিকারী স্বপন তালুকদার, সাংবাদিক হাবিব রহমান সহকমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



শেখ হাসিনার ভারত সফরের ফল

(প্রথম পাতার পর)

অগ্রগতি হচ্ছে। তারা সম্পর্কের সব বিষয় পর্যালোচনা করেছেন। এখন নিয়মিত ফলোআপ প্রয়োজন। মোদি ও শেখ হাসিনা সম্পর্কের একটা ভিশন তৈরি করেছেন। এটা তারা করেছেন পরস্পরের স্বার্থে।

বীণা সিক্রি বৃহস্পতিবার টেলিফোনে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করেন। তিনি অবশ্য এ-ও বলেন যে, যদিও তিস্তা চুক্তি হয়নি; কিন্তু কুশিয়ারা চুক্তি হয়েছে। এতে করে একটা ফরম্যাট পাওয়া গেছে যা অপরাপর অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনে সহায়ক হবে। তিস্তা চুক্তি না হওয়ার কারণ সবার জানা। চুক্তির খসড়া প্রস্তুত আছে। চুক্তি না হলেও তিস্তায় পানির প্রবাহ কমেনি। বাংলাদেশের পানির প্রাপ্যতা যথেষ্ট আছে। পানি আটকে রাখা হচ্ছে না।

তিস্তা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র অমীমাংসিত ইস্যু হলো তিস্তা চুক্তি। সব বড় বড় অমীমাংসিত ইস্যুর নিষ্পত্তি হয়েছে। তিস্তা চুক্তি ভবিষ্যতে হবে। কারণ ভারত এই চুক্তি করতে চায়। এটা এখন ঝুলে আছে পশ্চিমবঙ্গের সম্মতির জন্য। গঙ্গা চুক্তির সময়ে জ্যোতিবসু সক্রিয় সহযোগিতা করায় চুক্তি সই করা সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সম্মতি পেলেই তিস্তা চুক্তি হবে।

সাবেক এই ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সৈন্যদের সন্তানদের শেখ হাসিনা যে বৃত্তি দিয়েছেন; দিল্লিতে তা খুবই প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে যৌথ বিবৃতিতে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন ইস্যুতে অগ্রগতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় মিডিয়ায় এই সফরের খুবই প্রশংসা করা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শক্তিশালী, ইতিবাচক এবং ধীরে ধীরে আরও জোরদার হচ্ছে। এই সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থ এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধিকে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। সেপা চুক্তি একটি লাভজনক চুক্তি। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলে সাফটার আওতায় বাংলাদেশ যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সেপা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ লাভবান হবে। তিনি বলেন, রূপসা সেতু বাংলাদেশের গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। মোংলা বন্দর কার্যকর হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়ে যাবে। রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বীণা সিক্রি বলেন, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ২০১৮ সালে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। ভারত রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফিরে যাওয়াকে সমর্থন করে।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব না করাই ভালো: তৌহিদ হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর সম্পর্কে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারত আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ। একবার ভারতের সরকারপ্রধান বাংলাদেশ সফর করেন। পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ওই দেশে যান। এরপর আবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসেন। এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গেলেন। এই সফর ওই সম্পর্কের ধারাবাহিকতার পরিচায়ক।

তৌহিদ হোসেন বলেন, ভারতে প্রধানমন্ত্রীর সফর থেকে সব সময় প্রাপ্তির কংক্রিট হিসাব করা যায় না। এ সফরের ক্ষেত্রেও প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব না করাই ভালো। তবে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে এ সফর নিঃসন্দেহে ভূমিকা রাখবে। তারপরও আমরা কী পেলাম-এ প্রশ্নে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব বলেন, কুশিয়ারা নদী থেকে পানি প্রত্যাহারসংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সই (এমওইউ) হয়েছে। এটি একটি ছোটখাটো প্রাপ্তি। সীমান্তে হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনা হবে এমন প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবে তা কতটুকু কার্যকর হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। এ ছাড়া যৌথ বিবৃতিতে বেশ কিছু ইন্ডিকেশনও উল্লেখ রয়েছে। আর অপ্রাপ্তির বিষয়ে আসলে তিস্তা চুক্তির বিষয়টি সামনে চলে আসে। তিস্তা চুক্তির খুব তাড়াতাড়ি অগ্রগতি হবে না তার দিকনির্দেশক রয়েছে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে গেছেন-রাজনৈতিক এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তৌফিক হোসেন বলেন, দুই দেশের সরকারপ্রধান যখন দ্বিপাক্ষিক খোলামেলা আলোচনা করেন তখন নির্বাচনি বিষয়গুলো সেখানে আসার সুযোগ নেই।

নির্বাচন ও রাজনৈতিক আলোচনাগুলো ওয়ান টু ওয়ান বৈঠকে উঠতে পারে। কিন্তু ওইসব বৈঠকের আলোচনা বাইরে আসে না। সুতরাং এ সফরে নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনা হয়েছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের কিছু প্রাপ্তি আছে: হুমায়ুন কবির

সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সফরে বাংলাদেশের কিছু প্রাপ্তি রয়েছে। এর মধ্যে কুশিয়ারা নদীর পানিবণ্টন এবং নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়ানো অন্যতম। তবে বাংলাদেশের বহুলপ্রত্যাশিত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তির বিষয়টি আরও গুরুত্ব হারিয়েছে। চুক্তি না হলেও এর আগে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেত। এবার কোনো প্রতিশ্রুতিও নেই। ফলে মনে হচ্ছে-এই ইস্যুটি গুরুত্ব হারিয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনো প্রাপ্তি নেই। যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির এসব কথা বলেন। তার মতে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু সেটি মানুষ অনুভব করে কি না, তা বিবেচনায় নিতে হবে।

হুমায়ুন কবির বলেন, কুশিয়ারা নদীর পানিচুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশকে ১ দশমিক ৭ কিউসেক পানি দেওয়ার কথা বলেছে। এটি আমাদের কাজে লাগবে। আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিবাচক হবে। দ্বিতীয়ত, নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে মোটামুটি রাজি হয়েছে ভারত। এটিও ইতিবাচক। এতে বাংলাদেশের জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হবে। এছাড়াও তৃতীয় কোনো দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের বন্দর বা স্থাপনা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে। এটিও বাংলাদেশের প্রাপ্তি। অন্যদিকে না পাওয়ার তালিকা অনেক বড়। তিস্তার পানি-নবণ্টন চুক্তির ব্যাপারে এর আগে প্রতিশ্রুতি থাকত। এবার সেই প্রতিশ্রুতিও নেই। ফলে ইস্যুটি গুরুত্ব হারাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সীমান্ত হত্যা বন্ধের ব্যাপারেও কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিতে দ্বিপাক্ষিক প্রতিশ্রুতি জরুরি ছিল।

তিনি বলেন, এখানে অপরাধ করে ভারত। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি গোলাগুলি করে বলে আমার জানা নেই। তারা দোষ খোঁজার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ কারণ না দেখে কার্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মনোভাব দেখাচ্ছে ভারত। কিন্তু ভারতীয়, কিংবা বাংলাদেশি হোক, যে লোকগুলো মারা যাচ্ছে, তারা মানুষ। ফলে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। কূটনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক ভাষা দিয়ে সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন কাজ না। এটি একেবারেই সংবেদনশীল কাজ হলো না। তিনি বলেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে, মানুষের জীবনের ক্ষতিকেও মানবিকভাবে দেখা হয় না। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক বলতে আমরা যা বোঝাতে চাই, সেখানে মানুষের মনোভাবের একটা বিষয় থাকে।

অর্থাৎ সম্পর্ককে মানুষ অনুভব করে কি না, সেটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেক্ষেত্রে ভারত আরও সংবেদনশীল হলে ভালো হতো। অন্যদিকে নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশ ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে কথা আসছে। তিন দেশ মিলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে ভারত সহযোগিতা করবে কি না, দেশটি এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। তারা বলেছে, এখানে ভারতের আইনকানুনের ব্যাপার রয়েছে। ফলে তারা আইনকানুন দেখে সিদ্ধান্ত নেবে।

নিউইয়র্কে সমকামীদের বন্ধু বিপা!

(প্রথম পাতার পর)

শিরোনামটি ধার নিয়েছি।

বিপা-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফরমিং আর্টস। প্রবাসে আমাদের এক গর্বিত সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম। প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে গত ২০ বছর ধরে কমিউনিটিতে তার উজ্জল অবস্থান ধরে রেখেছে।

একসময় বিপার ব্যয় নির্বাহ হতো শুভার্থীদের অনুদান, শিক্ষার্থী ফি এবং অন্যন্য খাত থেকে। সময়ের পরিক্রমায় বিপা'র বয়স হয়েছে। বিপা ম্যাচুরড হয়েছে। বিপা'র কাজের পরিধিরও ব্যপ্তি হয়েছে। পাশাপাশি বিপার আয়ের খাতও বেড়েছে। যতদূর জানি সিটি থেকে এখন আকর্ষনীয় আর্থিক সহযোগীতাও পায় বিপা। তাই তাদের কর্মক্ষেত্রের বৈচিত্রতাও বেড়েছে অনেক।

বিপাকে এখন অনেকের মন রক্ষা করে চলতে হয়। তাই কাজের বিষয়বস্তুতেও এসেছে পরিবর্তন। গত ৪ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় বিপা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেত্রী এ্যানি ফেরদৌস বলেন, বিপা বর্তমানে নাচ, গান, আবৃত্তি বা ছবি ছবি আঁকার কোর্স পরিচালনা করলেও এর পাশাপাশি আগামী অক্টোবর মাসের ২২তারিখ থেকে সমকামীদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে। তাঁর মতে নিজেদের পরিবার, পরিচিতজন এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেক সমকামী রয়েছেন। তারা একটু 'অন্য রকম'। তারা কেনো অন্য রকম সেটা জানার জন্য, বুঝার জন্য আগামী দুই বছর বিপা অনেক কর্মশালা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বলে জানান এ্যানি ফেরদৌস। তিনি আরো বলেন বিপার মধ্যে সমকামীদের জন্য একটা জায়গা তৈরির জন্য তারা কাজ করতে চান।

আগামী ২২ অক্টোবর জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং থিয়েটার হলে তারা প্রথম কর্মশালা করবেন। এই প্রকল্পের পরিচালক হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করবেন সংগীত শিক্ষক নাদিম আহমেদ। এরই মধ্যে এই প্রকল্পের জন্য অনুদান পেয়েছেন বলেও এ্যানি ফেরদৌস জানান।

এরই মধ্যে এ্যানি ফেরদৌসের ফেসবুক পেজে আপ কামিং ইভেন্ট হিসাবে একটি পোস্ট দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্যের জন্য এ্যানি ফেরদৌস, সেলিমা আশরাফ, নিলুফার জাহান এবং নাদিম আহমেদের নাম দেয়া হয়েছে।

আমাদের কমিউনিটির প্রগতিশীল অনেকে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এদের অন্যতম হলেন শিরিন বকুল, ক্লার্ক রোজারিও, মিনহাজ আহমেদ, মুনিরা মাহমুদ, গোপন সাহা, রোকেয়া আখতার প্রমুখ।

কার কোনটা ভালো লাগবে বা লাগবেনা এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। আর তাই স্বাভাবিক। এতে আমার কিছু বলার নেই। তবে এ প্রসঙ্গে আমারও কিছু ভালো লাগা বা মন্দ লাগা আছে। তাই কাউকে হার্ট করতে নয় এই নিবন্ধে স্বাধীনভাবে আমি আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

আমাকে যারা চেনেন তারা জানেন আমি একজন ইয়ার রাউন্ড পরিব্রাজক। শীত-গ্রীস্ম সারা বছর আমি পাঁচটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াই। সম্প্রতি আমি ইজরায়েল ভ্রমণ করে এসেছি। যে দেশে যাই সে দেশ সম্পর্কে আগে থেকেই হোম ওয়ার্ক করি। প্রায়োরিটি করে দর্শনীয় তালিকা করি। সেগুলো ঘুরে দেখতে চেষ্টা করি। ইজরায়েল ভ্রমণে আমার দর্শনীয় তালিকার অন্যতম ছিলো মৃত সাগর বা ডেড সী। যা আরবদের কাছে 'বাহরুল মায়্যিত' নামে পরিচিত। জর্দান নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হলেও এটি মূলত একটি হ্রদ। ডেড সি বা মৃত সাগরের দৈর্ঘ্য ৬৭ কিলোমিটার, প্রস্থ ১৮ কিলোমিটার আর গভীরতা ১.২৪০ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ সাগরের পশ্চিমে রয়েছে ইসরায়েল ও পূর্বে জর্দান। এখান থেকে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর দূরত্ব মাত্র ১৫ মাইল।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী সমকামিতার মতো জঘন্য পাপ ও অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে সডম ও গোমাররাহ নামের লোকালয় এই স্থানটি আল্লাহর হুকুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তৈরি হয় একটি হ্রদ। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগের। আল্লাহর নবী হজরত লুত (আ.)-এর বারবার সাবধান বাণী সত্ত্বেও সে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার অভ্যাস পরিত্যাগ করেনি। পৃথিবীর বুকে একমাত্র তারাই যৌন ক্ষুধা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বাদ দিয়ে পুরুষদের ওপর উপগত হতো।

আমি যখন ডেড সি ভ্রমণ করছিলাম প্যালেস্টাইনী গাইডের মুখে ঘটনার ইতিহাস শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন পবিত্র কোরআনে কিভাবে এ ঘটনার কথা বলা হয়েছে।

কোরআনুল কারিমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই ঘটনা বিধৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি লুতকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা এমন কুকর্ম করছ, যা তোমাদের আগে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন করো, তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৮০-৮১)। এ দেশের প্রক্ষাপটে সমকামিতা কোন দোষের নয়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বৃটেন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশীদের মধ্যে বিশেষ করে তরুণসমাজ সমকামীতার দিকে ঝুকছে। সে সব দেশ বা রাষ্ট্র মাথার উপর ছাতা হয়ে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু একদন মুসলমান হিসাবে আসুন দেখি সমকামীতা নিয়ে পবিত্র কোরআন কি বলছে।

সমকামিতা ইসলামে হারাম ও সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। এমনকি অবৈধ যৌনাচার, জেনা-ব্যভিচারের গোনাহসমূহের চেয়েও মারাত্মক ধ্বংসযোগ্য অপরাধ। homosexuality বা সমকামিতাকে ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। এবং স্বাভাবিক ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ। লুত (আ) এর কওমকে (Sodom Avi Gomorrah bMix) আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যেসব কারণে এর মধ্যে সমকামিতা ছিল একটি।' "এবং আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ? তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করছ। (আরাফ ৭:৮১-৮২) 'সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (সূরা শুয়ারা ২৬:১৬৫-১৬৬) 'স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (কুরআন ২৭:৫৪-৫৭) 'আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা লুতের জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা অপরাধী।' (২৯:৩১) যে সমকামিতার অপরাধে একটি জাতিকে ধ্বংসের ভয়াল পরিণতি বরণ করতে হয়েছে সেই ঘৃণ্য কাজটিকেই 'আধুনিকতা' এবং 'অধিকারের' কথা বলে আবার ছড়িয়ে দিতে কিছু মস্তিষ্কবিকৃত মানুষের চেষ্টা চলছে অব্যাহতভাবে। দৈহিকভাবে মানুষ রেখে চেতনায় পশু বানিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা।

অভিশপ্ত সম্প্রদায় 'কওমে লুত' ধ্বংস হয়েছিল সমকামের অপরাধে। হজরত লুত (আ.)'র জাতি ছিল সমকামী। হজরত লুত তাদেরকে এহেন কাজ থেকে বিরত থাকার এবং হালাল পন্থায় নারীদের সঙ্গে তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করার অনুরোধ করেছেন বারবার। কিন্তু কে শুনে লুতের কথা! হজরত লুত ব্যর্থ হলেন। এমতাবস্থায় তার ঘরে চারজন সুদর্শন যুবক মেহমান আসলো। মেহমানের আগমণের খবর পেয়ে সমকামে অভ্যস্ত লোকেরা মেহমানদের সঙ্গেই কুকর্ম করতে চাইল। হজরত লুত ভীত হলে যুবক চারজন তাঁকে বললেন, 'হে লুত, আমরা ফেরেশতা'। শুধু ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কুরআনই নয়, পবিত্র বাইবেলেও সমকামিতা একরকমের পাপ (আদি পুস্তক ১৯:১-১৩; লেবীয় ১৮:২২; রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিন্থীয় ৬:৯) রোমীয় ১:২৬-২৭ পদ ।

ডেড সীর তীরে দাঁড়িয়ে যখন গাইডের মুখে কথাগুলো শুনছিলাম তখন শরীর বারবার রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

যাগকে এসব কাহিনী বলে লেখার কলেবর দীর্ঘ করবো না। আমার কয়েকটি প্রশ্ন রেখেই লিখার ইতি টানবো।

প্রথম প্রশ্ন বিপার কাছেঃ

সমকামিতা নিয়ে আপনাদের এই যে কার্যক্রম সে সম্পর্কে আপনাদের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা কি অবগত? অনেক অভিভাবক আছেন যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং ধর্ম ভীরু। সমকামিতা ব্যাপারটি নিয়ে তারা তেমন বিশেষ কিছু জানেন না। এই সমকামিতা ইসলাম ধর্মে একটি অত্যন্ত সেনসেটিভ বিষয়। আপনাদের কর্ম পরিধিতে সমকামিতা বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে অনেকে হয়ত তা অবগত নন। অভিভাবকদের সাথে এ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে মত বিনিময় করুন। তারপরও উদারপনস্থী অভিভাবক যারা তাদের সন্তানদের এখানে শিক্ষা দিতে চান তাদের নিয়ে আপনাদের কার্যক্রম চালু রাখুন। তাতে তখন কারো আপত্তি থাকবেনা। যারা বিপার এই কার্যক্রমকে বাইরে থেকে সমর্থন দিচ্ছেন তাদের বলছি, আপনার পরিবার, আপনার সন্তান কি এই সমকামিতাকে সমর্থন করে? আপনার নিজের সন্তান যদি সমকামিতায় লিপ্ত হয় তাকে কি আপনি সমর্থন দিবেন বা উৎসাহিত করবেন?

এবার সমাজের কাছে আমার প্রশ্ন ঃ পুরুষ যদি পুরুষেই বা নারী যদি নারীতেই যৌন চাহিদা পুরণ করতে পারে তাহলে এই সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? পুরুষ যদি নারীর কাছে না যায় তাহলে মানুষের বংশবৃদ্ধির কী হবে? সমকামিতার ফলে যেমন এইডস মহামারি ছড়াবে তেমনি মানুষের স্বাভাবিক প্রজনন ব্যহত হবে নিশ্চিতভাবে। হুমকির মুখে পড়বে মানবসভ্যতা। কথাগুলো কি ভাবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আপনারা মনে করেন?

আমরা যারা মুসলমান তারা বিশ্বাস করি সমকামিতার অপরাধে একটি জাতিকে ধ্বংসের ভয়াল পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো। সেই ঘৃণ্য কাজটিকেই 'আধুনিকতা' এবং 'অধিকারের' কথা বলে কেউ আবার ছড়িয়ে দিতে চাইলেই কি আমরা তা গ্রহন করবো?আমরা অবনত মস্তকে তা মেনে নেবো?

এবার একটু আমার নিজের কথায় আসি। এটা তো বাক স্বাধীনতার দেশ। নিশ্চিতই আমার কথা বলার অধিকার রয়েছে। (তবে অবশ্যই তা হবে আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত।) এই অভিমতটা যদি একটু বড় গলায় চীৎকার করে বলি তাহলে কেমন হয়? বলেই ফেলা যাক তা হলে। তা হলো SHAME ON BIPA…..BIPA…..BIPA…..

নিউইয়র্ক, ০৯ সেপ্টেম্বর ।

ওয়াশিংটন ডিসিতে জরুরি অবস্থা

(প্রথম পাতার পর)

পাঠিয়ে দেওয়ায় এই সংকট ক্রমেই ঘনিভূত হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিতে। এমন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাইডেন প্রশাসনের কাছে গত জুলাইতে ন্যাশনাল গার্ড এবং অর্থ সহায়তা চেয়েছিলেন মেয়র বাউসার। ইতিবাচক সাড়া পাওয়া দূরের কথা হোয়াইট হাউজ এবং পেন্টাগণের পক্ষ থেকে গত সপ্তাহে সেই আবেদন নাকচ করা হয়েছে।

এক সংবাদ সম্মেলনে ৮ সেপ্টেম্বর সিটি মেয়র বাউসার বাইডেন প্রশাসনের এমন আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, টেক্সাস ও আরিজোনার রিপাবলিকান গভর্ণররা প্রতিদিন হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসীর চাপে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বাইডেন প্রশাসনের নমনীয়তার সুযোগে মিছিল করে লোকজন ঢুকছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ অবস্থায় ডেমোক্র্যাটদের শায়েস্তার অভিপ্রায়ে ডেমোক্র্যাট শাসিত ওয়াশিংটন ডিসি, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক সিটিতে বাস ভরে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়া বিদেশীদের পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের সিটি মেয়র এরিক এডামস এই পরিস্থিতি সামলাতে হোয়াইট হাউজের সহায়তা চেয়েছেন। এখন পর্যন্ত তা পাননি মেয়র এডামস। নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে সব অভিভবাসীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন এডামস। কিন্তু সাধ্যে আর কুলাচ্ছে না মেয়র বাউসার প্রশাসনের। সেজন্যে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'জরুরি অবস্থা' (পাবলিক ইমার্জেন্সী) জারি করলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে অবৈধ অভিবাসীদের জন্যে ফেডারেল সহায়তা (ফুড স্ট্যাম্প, চিকিৎসা-সেবা ইতাদি) স্থগিত করা হয়েছিল। ৮ সেপ্টেম্বর বাইডেন প্রশাসন সেই স্থগিতাদেশ উঠিয়ে নেওয়ার দিনই ডিসি মেয়র এই ঘোষণা দিলেন। বিপুলসংখ্যক অবৈধ অভিবাসীর জন্য খাদ্য এবং আবাসন ব্যবস্থা করা তার সিটির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মেয়র বলেন, কয়েক সপ্তাহে বাস ভরে ৯৪০০ বিদেশী এসেছেন ডিসিতে। তাৎক্ষণিকভাবে ১০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান চেয়েছিলেন মেয়র বাউসার। বাইডেন প্রশাসন নাকচ করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বাইডেনের আমলে প্রতিদিন গড়ে ৬ হাজারের অধিক এবং গত ৮ মাসে ২০ লক্ষাধিক মানুষ মেক্সিকো হয়ে বেআই-নিভাবে টেক্সাস ও আরিজোনায় ঢুকে পড়েছে। এদেরকে প্রতিহত করতে সীমাহীন নিরবতা অবলম্বন করছে হোয়াইট হাউজ-এমন অভিযোগ ঐ দুই স্টেট গভর্ণরের। তারা লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসীর চাপে হিমসিম খাচ্ছেন। এর জবাব দিতেই ডেমোক্র্যাট শাসিত সিটিতে বাস ভরে কিছু অবৈধ অভিবাসীকে পাঠানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, করোনা মহামারির কারণে ট্রাম্প প্রশাসন সীমান্ত সিল মেরে দিয়েছিল। গত এপ্রিলে বাইডেন প্রশাসন সে নির্দেশ উঠিয়ে নিয়েছে। ট্রাম্প আমলে আরেকটি বিধি জারি করা হয়েছিল যে, অবৈধ অভিবাসীরা ফেডারেল সহায়তা নিলে গ্রীণকার্ড পাবে না। সেই নির্দেশটিও প্রত্যাহার করা হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী আলেজান্দ্রো মেয়রকাস ৮ সেপ্টেম্বর এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অবৈধ অভিবাসীগণের সাথে মানবিক আচরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে ট্রাম্প আমলের অমানবিক পদক্ষেপকে রহিত করার বিকল্প ছিল না। বৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীগণের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থেও এই ব্যবস্থা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

‘হি ওয়াজ এ ম্যান অব ভিশন’

(১৬ পাতার পর)

বাজেট নিয়ে আলোচনা করবো। ভোরবেলা বঙ্গভবন থেকে একটা টেলিফোন পাই, আমাকে সেখানে জরুরিভাবে যেতে বলা হলো। ফোন করেছেন সামরিক সচিব। আমি ভেবেছি হয়তো প্রেসিডেন্ট এসে গেছেন, আমাকে ডেকেছেন। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হয়েছেন। বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের কামরায় ঢুকলাম। দেখলাম প্রেসিডেন্টের চেয়ারে জাস্টিস সাত্তার সাহেব বসে আছেন। এ অবস্থা দেখে আই গট এ শক। জামাল উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? জামাল উদ্দিন আমাকে বলেন, জানেন না? প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। আমি চমকে গেলাম। জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছেন বলে বঙ্গভবনে ধারণা পেলাম। জামালউদ্দিন বললো, এমনভাবে প্রেসিডেন্টের দিকে গুলি ছোড়া হয় যে, তার দেহের অনেক অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার লাশ চিহ্নিত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। মঞ্জুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি এরকম একটি কাজ করবেন বলে আমার মনে হয় না। বেঁচে থাকার সময় দেখেছি জিয়ার সামনেই মঞ্জুর উচ্চস্বরে কথা বলেছেন। তবু মঞ্জুর ছিলেন জিয়ার ভালো বন্ধু। জেনারেল মঞ্জুরের সাথে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। জিয়া সাহেবের পত্রের জবাব তিনি দিতেন উদ্ধতভাবে। আমরা এসব জানার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে বলি, আপনি চট্টগ্রামে যাবেন না। মঞ্জুর যদি কোনো অঘটন ঘটায়। উনি হাসতেন। বলতেন, মঞ্জুর বুদ্ধিমান। বোকার মতো সে চট্টগ্রাম থেকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে না।

বস্তুত মঞ্জুর ছিলেন জিয়ার ভালো বন্ধু। প্রেসিডেন্ট জিয়ারও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, মঞ্জুর তার কোনো ক্ষতি করবেন না। জিয়া নিহত হওয়ার পরদিন আমি খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে যাই। তখন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহবধূ। তিনি খুবই শোকাহত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল, একজন প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলা হলো, আর সবাই যে যার যার মতো সেখান থেকে পালিয়ে গেল, সৈন্যরাও কারো কোনো ক্ষতি করলো না, শুধু একজনকে পৃথকভাবে মারলো, এটা কী করে সম্ভব? উনি বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ডাক্তার সাহেব কোথায় (অর্থাৎ অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী)? তখন বি চৌধুরীও জিয়ার সাথে চট্টগ্রামে ছিলেন। আমি বললাম, ওনার সাথে আমার দেখা হয়নি। বেগম জিয়া তার মুখ থেকে হয়তো ওই সময়ের অবস্থা জানতে চাচ্ছিলেন। বেগম জিয়াও বিশ্বাস করতেন না যে, মঞ্জুর তার স্বামীকে হত্যা করেছে। কারণ জিয়া ও মঞ্জুর এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, জিয়ার কোনো ক্ষতি করবে মঞ্জুর বা মেরে ফেলবে। মঞ্জুর জিয়াকে মেরেছে, এ কথা এখনো বেগম জিয়া বিশ্বাস করেন বলে আমার মনে হয় না। এটা এখনো অমীমাংসিত রহস্য রয়ে গেছে যে, জিয়াকে কে বা কারা মেরেছে। জেনারেল এরশাদ তাড়াহুড়া করে তদন্ত শেষে কয়েকজন লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলো।

জিয়ার মৃত্যুর পর আমি সৌদি আরবে গিয়েছিলাম। বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আজিজ তখন ছিলেন ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান। তিনি আমাকে চিনতেন। সৌদি সরকারের সবাই প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সম্মান করতেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের লোকেরা কিভাবে জিয়াকে নিহত করতে পারলো? তিনি এমন একজন উদীয়মান তারকা যিনি মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন। আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না।

সাইফুর রহমানের আত্মজীবনী থেকে

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ছিলেন ‘বাবুর্চি’, ছড়া লিখে পেলেন একুশে পদক

(প্রথম পাতার পর)

সংগ্রামমুখর জীবনে একসময় ছিলেন মেসের বাবুর্চি। ফাঁকে ফাঁকে ছড়া লিখতেন। জীবনের প্রয়োজনে চট্টগ্রাম থেকে এলেন ঢাকায়। তারপর? নাটকের চেয়েও নাটকীয় এক জীবন। ‡ভতরের ঘর থেকে একটি চার চাকাওয়ালা ‘ওয়াকার’ ধরে আমাদের সামনে এলেন মানুষটি। সুকুমার বড়ুয়ার খোঁজে আমরা যখন গহিন গ্রামে তাঁর ডেরায় এলাম, দেখলাম, কথা বলতে গেলে এই শিশুসাহিত্যিকের গলা এখন জড়িয়ে যায়। দুমুঠো ভাতের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শিশুকালে যে ভিটাটি তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল, জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তিনি এখন ফিরেছেন সেই ভিটায়। ১৯৪৪ সালের কথা। সুকুমারের বয়স তখন মাত্র ছয়। সেই বয়সেই শিশু সুকুমারকে ছাড়তে হয়েছিল নিজের বাড়ি।

তারপর পেরিয়ে গেল ৭৮ বছর। এর মধ্যে পৃথিবীর রং কত পাল্টাল, কত বাঁকবদল এবং পটপরিবর্তন হলো ইতিহাসের। আর ছড়ার ছন্দের তালে তালে জীবনযুদ্ধ ও রাজধানীর কোলাহলময় জীবন শেষে এ বছর সুকুমার বড়ুয়াও ফিরে এলেন পিতৃপুরুষের ভিটায়, চট্টগ্রামের রাউজানের মধ্যম বিনাজুরিতে দুই শতাব্দীর পুরোনো মিলনারাম বৌদ্ধবিহারের কাছের বাড়িটিতে।

গত ৪ সেপ্টেম্বর রোববার চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে বিনাজুরির পিতৃপুরুষের ভিটায় পাওয়া গেল অন্য এক সুকুমার বড়ুয়াকে। রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামের পথেরহাট থেকে উত্তরে কোলাহলমুক্ত নোয়াপাড়া। রাউজান সদরের রাস্তা ধরে গাঢ় সবুজের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো পুরো এলাকা যেন নির্জনতার ভেতর ডুব দিয়েছে। খাগতিয়া, ডোমখালী, মগদাই খালের পাড়ে পাড়ে ইবিলপুরের বিস্তীর্ণ মাঠ, চারপাশের ঘন গাছপালার ছায়াঢাকা পথঘাট পেরিয়ে যে বাড়িতে ঢুকলাম, সেটির সামনে একটা উঠান। এক পাশে একটি ঘর। সেখানে লেখা আছে ‘সুকুমার শিশু পাঠাগার’। উঠানের পূব© প্রান্তে দোতলা একটি সাদা পাকা বাড়ি। সেই বাড়ির ভেতরে বসে আছেন ছড়ার সম্রাট। আলাপের পয়লাই জীবনের শুরুর দিনগুলোতে ফিরে গেলেন তিনি। ১৯৪৩ সালে। একদিকে তখন যুদ্ধের দামামা, অন্যদিকে মন্বন্তর। চারদিকে অভাব। সুকুমারের বয়স সে সময় ৫। বাবা সর্বানন্দ বড়ুয়া সরল মানুষ। অনটন এসে তাঁকে কাবু করে ফেলেছে। অবুঝ সুকুমারকে কী খেতে দেবেন? একদিন ঘরের একমাত্র বালতিটা বিক্রি করে কিছু খুদ আনলেন। সেদ্ধ খুদ খেয়ে পেট ভরল। এরপর কখনো ঢেঁকিশাক, কখনো-বা কলাগাছের থোড় আনা হলো। এমন করেই দিন কাটছিল। এর মধ্যে একদিন সর্বানন্দ হাতে দা নিয়ে বেরোলেন। শিশু সুকুমার ভাবছেন, আজ কী আনবে বাবা? অপেক্ষায় অপেক্ষায় দুপুরের রোদ ম্লান হলো। বিকেল গড়াল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর গেল। বাবা ফিরে এলেন না। সুকুমারের মা কিরণ বালা বলতেন, ‘দা হাতে লোকটা কোথায় চলে গেল?’

সেই কাহিনি বলতে গিয়ে সুকুমার বললেন, ‘এই ঘটনা ৮০ বছর আগের। এর মধ্যে জাতীয় জীবনে, আমার জীবনে অনেক কিছুই তো ঘটে গেল। উপমহাদেশে দুটি দেশের আবির্ভাব হলো ’৪৭ সালে। দুনিয়াকাঁপানো এক মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। আর আমার জীবনও তো থেমে থাকেনি।’

অভাবের তাড়নায়, দুমুঠো ভাতের আশায় ছুটতে ছুটতে সুকুমার বড়ুয়া পেয়ে গিয়েছিলেন ছন্দের এক আশ্চর্য জাদুর কাঠি। ছন্দের সেই জাদুর কাঠি দিয়েই তো একের পর এক লিখেছিলেন কালজয়ী সব চরণগুচ্ছ:

Ôঅসময়ে মেহমান
ঘরে ঢুকে বসে যান
‡বাঝালাম ঝামেলার
যতগুলো দিক আছে
তিনি হেসে বললেন
ঠিক আছে ঠিক আছে।’

তাঁর ছড়া ও ছন্দের ভেতর এত আলো, এত বিস্ময়, এত গল্প–এগুলোই হয়তো তাঁকে ছড়া সম্রাটে পরিণত করেছে। কিন্তু সম্রাটের ভাব তাঁর মধ্যে নেই। দেহভাষায় সহজ-সরল অভিব্যক্তি। আদতে এই কীর্তিমানের সঙ্গে কথা বলার সময় যেন একজন শিশুর সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা হয়। বাংলা একাডেমি, একুশে পদক, বাংলাদেশ শি‹ একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য সম্মাননা, আলাওল শিশু সাহিত্য পুরস্কারসহ অসংখ্য পদকের পালকে খচিত তাঁর মুকুট। অথচ আলাপসালাপে এসবের কিছুই বোঝার জো নেই। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, ‘এত দিন পর বাড়িতে ফিরে এলেন কেন?’

Ôসুযোগ থাকলে অনেক আগেই ফিরতাম।’ সুকুমার জবাব দিলেন, ‘বাড়ি তো আমার ছিল না। অভাব আগুনের মতো কেড়ে নিয়েছে সব। নতুন এ বাড়ি আমার ছেলে দুই বছর আগে তৈরি করেছে। আমার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করল ছেলে। এখানে শিশুদের জন্য একটি লাইব্রেরি করেছি। তারা পড়বে। একটা বই একটা শিশুর জীবন বদলে দিতে পারে, আমার যেমন দিয়েছে।’

আমাদের প্রশ্নে প্রশ্নে ততক্ষণে স্মৃতির ঝাঁপি না মেলে সুকুমার বড়ুয়ার আর উপায় কী। ছড়ার লেখা কীভাবে শুরু করলেন? বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর কীভাবে চলল জীবন?–প্রশ্ন আর প্রশ্ন। উত্তর দিতে দিতে সুকুমার বলে চললেন নিজের জীবনকাহিনি, যা আসলে নাটকের চেয়েও নাটকীয়।

বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মা কিরণ বালা তাঁকে নিয়ে উত্তর গুজরায় মামাবাড়িতে চলে যান। তাঁরাও খুব গরিব ছিলেন। মামা ছিলেন পুলিশের কনস্টেবল। তাঁর পাঠানো দেড় টাকায় চলত পুরো পরিবার। ওখানে থেকেই তিনি প্রথম শ্রেণি পেরোন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে সেখানে বেশি দিন থাকতে পারেননি। তাঁর মা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বৌদ্ধবিহারে। সেখানে পড়ালেখা, খাওয়াদাওয়া ও থাকার নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন থাকা হলো না। সেই স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হলেন সুকুমার, ‘বিহারের প্রধান বড় রাগী ছিলেন। কথায় কথায় পেটাতেন। একদিন সামান্য কথার ভুলে এমন মার দিলেন যে আমার মাথা ফেটে গেল।’ নিজের হাতটি মাথার ওপর তুলে দেখিয়ে বললেন, ‘এখনো সেই দাগ আছে।’ অধ্যক্ষের পিটুনি সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সুকুমার মায়ের কাছে ফিরে যান। মা তাঁকে শিখিয়ে দিলেন, ‘বিহার থেকে নিতে এলে তুই বলবি, উপবাসে মরে যাব, তবু যাব না।’

সুকুমার মায়ের শিখিয়ে দেওয়া কথায়ই বলেছিলেন।

এরপর ভাগ্য তাঁকে কত মানুষের ঘরে, কত ঘাটে যে নিয়ে গেছে, তার বর্ণনা বড় করুণ। গ্রাম থেকে শহরে এলেন। সুকুমারের পুঁজি সে সময় আড়াই ক্লাস–পড়তে পারেন, লিখতে পারেন। শুরু করলেন জীবনযুদ্ধ–কখনো গৃহকর্মী, কখনো-বা বাবুর্চি হিসেবে কাজ করলেন। সেই সব কাজের ফাঁকে পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতেন। ছোটদের পাতায় নিজের অজান্তেই ডুবে যেতেন। সুকুমার বললেন, ‘বিহার থেকে চলে আসার পর একটা বাড়িতে থেকেছিলাম। ওরা খুব ভালো ছিল। আমার বয়সী তাদের একটা ছেলে ছিল। ওদের বাড়িতে ছিল অনেক বই। আমি সেগুলো পড়তে শুরু করলাম। গ্রামে মনসার পুঁথিপাঠ হতো। সেগুলোর সুর আর ছন্দ খুব টানত। কিন্তু ওরা আমাকে তৃতীয় শ্রেণির পরীক্ষাটা দিতে দিল না।’

¯ুলে গিয়ে পড়া আর হলো না সুকুমার বড়ুয়ার। তবে বই পড়া থামল না। একদিন তাঁর হাতে এসে পড়ল সুনির্মল বসুর হুলুস্থুল নামের একটা বই। সেই বইয়ের ছন্দের আনন্দে, ভাষার সৌন্দর্যে তিনি এতই মগ্ন হয়ে গেলেন যে পুরো বই মুখস্থ করে ফেললেন। এরপর হাতে এল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুশি। সেটিও ঠোঁটস্থ হলো। ছড়ার ছন্দে রক্ত টগবগ করে উঠল তাঁর ভেতরে। একদিন হঠাৎই কথায় কথায় তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এল একটা নতুন ছড়া। এ ছড়া কোনো বইয়ে নেই। তখন থেকে হামেশাই মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে লাগলেন তিনি। তখন তিনি নিয়মিত পড়তেন দৈনিক আজাদ-এর ‘মুকুলের মাহফিল’, সংবাদ-এর ‘খেলাঘর’, কলকাতার সাহিত্য কুটিরের ‘শিশু সাহিত্য’। একদিন হঠাৎ ইত্তেফাক-এর ‘ক-চিকাঁচার আসর’ ও সংবাদ-এর ‘খেলাঘর’-এ লেখা পাঠালেন।

‡খলাঘরে একটি লেখা ছাপাও হয়ে গেল। ছড়ার নাম ‘বৃষ্টি নেমে আয়’। সেটা ১৯৬৮ সালের ৩ জুলাই। পরিচিত মানুষেরা জানল, বাসাবাড়ি বা মেসবাড়ির বাবুর্চি সুকুমারের লেখা পত্রিকায় ছাপা হয়। এ সময় কেউ কেউ তাঁকে বাবুর্চির কাজ ছেড়ে পড়ালেখা করতে বলল। কিন্তু খাওয়াদাওয়াসহ তখন তাঁর আয় মাসে ১৫-১৬ টাকা। এমন সুযোগ কে দেবে?

সুকুমার একদিন জমানা পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক মাহবুব উল আলমের কাছে গেলেন একটি দীর্ঘ ছড়া নিয়ে। তিনি সুকুমারকে বললেন, ‘যখন বাবুর্চির কাজ করবে, তখন ঠিকঠাকমতো করবে। আর যখন লিখতে বসবে, তখন তুমি পৃথিবীর আর সব বড় কবির মতোই।’ সে কথা মনে রেখেই বাবুর্চি হিসেবে রান্না আর ছড়াকার হিসেবে লেখালেখি চালাতে লাগলেন। একদিন শুনতে পেলেন, ঢাকায় নাকি বাবুর্চির কাজে বেতন বেশি। আবার পত্রিকায় লেখার সুযোগও বেশি। তাই ১৯৬০ সালের একদিন ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ছাড়লেন সুকুমার বড়ুয়া। সেই থেকে ২০২১ পর্যন্ত ঢাকাতেই থাকলেন।

এই ছড়াকারের ঢাকার জীবন অনেকের জানা। প্রথম দুই বছর বিভিন্ন মেসে বাবুর্চির কাজ করেছেন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে যোগ দেন। পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে যোগ দেন।

তাঁর লেখা ১৮টি বইয়ের মধ্যে প্রথম বই পাগলা ঘোড়া প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এ বই প্রকাশের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আমার কয়েকটি ছড়া পড়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি একটা চিঠি লিখে দিয়ে আমাকে বাংলা একাডেমির পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের কাছে পাঠালেন। তিনিই বাংলা একাডেমি থেকে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এ বইয়ের সম্মানী হিসেবে ৩৬০ টাকাটা পেয়েছি। অ-নে-ক টাকা। একসঙ্গে এত টাকা পেয়ে বউয়ের জন্য অলংকার কিনে ফেলেছিলাম।’

রাজধানীর কোলাহল, চাকরির ব্যস্ততা, লেখালেখির মগ্নতা–সব ছেড়ে শূন্য থেকে উঠে আসা পূর্ণ সুকুমার বড়ুয়ার এখন দিন কাটে বিনাজুরির শান্ত সবুজের ভেতরে। লিখছেন না কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘১০০ পৃষ্ঠা বই পড়লে এক পাতা লেখা যায়। পড়তে তো পারছি না। লিখব কী করে? শরীর তো আর সমর্থন করে না।’–এটুকু বলে বাইরের উঠানের দিকে উদাস চোখে তাকান।

তাঁর চোখ যেন বহু বছর আগে একটা লোকের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এলিজাবেথের চির বিদায়ে শোকে স্তব্ধ ব্রিটেন

(প্রথম পাতার পর)

নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার বাবা-মায়ের কবরের পাশে রানীকে সমাহিত করা হবে। তবে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে বাকিংহাম প্যালেস থেকে। খবর বিবিসি, রয়টার্স ও এএফপির।

এদিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পৃথক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী রানির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। শোক জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও। এছাড়া রানীর মৃত্যুতে বাংলাদেশে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বাকিংহাম প্যালেসের বাইরে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এর আগে প্যালেস থেকে যখন জানানো হয়, রানি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, তখনই তার স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এ কারণে মৃত্যুর খবর ঘোষণার আগেই সাধারণ মানুষ রানির সুস্থতা কামনায় বাকিংহাম প্যালেসের ফটকে ফুল দিতে আসেন।

রানির মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার পর প্যালেসের পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এ সময় প্যালেসের বাইরের চত্বরে শত শত মানুষকে ফুল দিয়ে শোক প্রকাশ করতে দেখা যায়। অনেকে সড়কে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাইতে থাকেন।

রানী এলিজাবেথকে উইন্ডসর ক্যাসেলের মাঠে সেন্ট জর্জ চ্যাপেলে ব্যক্তিগত সমাধিতে সমাহিত করা হবে। সেখানেই তার বাবা রাজা ষষ্ঠ জর্জ, মা এলিজাবেথ ও বোন প্রিন্সেস মার্গারেটকে সমাহিত করা হয়েছিল। একই দিন ব্রিটেনের রাজকীয় ভল্টে সংরক্ষিত রানির স্বামী প্রিন্স ফিলিপের কফিনও সেখানে নেওয়া হবে। তাকেও একই স্থানে সমাহিত করা হবে।

রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুক্রবার ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল ও উইন্ডসর ক্যাসেলে ঘণ্টা বাজানো হয়। রানি ৯৬ বছর বেঁচে ছিলেন। সে কারণে হাইড পার্ক ও অন্যান্য জায়গায় ৯৬ রাউন্ড গান স্যালুট দেওয়া হয়।

রানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন সকাল পর্যন্ত সরকারি ভবনগুলোয় যুক্তরাজ্যের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। তবে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছেলে চার্লসকে রাজা ঘোষণা উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা জাতীয় পতাকা পুরোপুরি উত্তোলিত থাকে। ২৪ ঘণ্টা পর তা আবার অর্ধনমিত করা হয়।

এছাড়া ১০ দিন ধরে রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নানা কর্মসূচি থাকবে। এ ব্যাপারে রাজপ্রাসাদ ও সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। তবে দেশটির কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম সম্ভাব্য কিছু কর্মসূচির তথ্য প্রকাশ করে। এগুলো হলো-

শনিবার রানির কফিন বালমোরাল থেকে সড়কপথে হলিরুড হাউজের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া। এডিনবার্গ, কার্ডিফ ও বেলফাস্টে স্বনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে মধ্যাহ্নে একযোগে নতুন রাজার নাম ঘোষণা করা। চতুর্থ দিন হলিরুড থেকে সেন্ট জাইলস ক্যাথেড্রাল পযন্ত রাজ-পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি আনুষ্ঠানিক শোকযাত্রা।

পঞ্চম দিন সন্ধ্যার পর রানির কফিন এডিনবার্গ ওয়েভারলি স্টেশনে স্থানান্তরিত হবে। সেখান থেকে রাতেই রাজকীয় ট্রেনে পরের দিন সকালে লন্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশনে পৌঁছানোর কথা। ষষ্ঠ দিন লন্ডনে আনুষ্ঠানিকতার কয়েক ঘণ্টা আগে কফিনটি বাকিংহ্যাম প্যালেসে পৌঁছাবে।

শবযাত্রার আগে প্রথম বড় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে রানির কফিন বাকিংহাম প্যালেস থেকে ওয়েস্টমিনস্টার হলে নেওয়া। সেখানে ৫ দিন রাখা হবে। সপ্তম দিন রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা জানানো হবে। অষ্টম দিন রাজা চার্লস কার্ডিফের লাল্যান্ডফ ক্যাথেড্রালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওয়েলসে যাবেন।

এরপর ওয়েলশ সেনেডে (পার্লামেন্ট) যাবেন এবং সদস্যদের সমবেদনা নেবেন। নবম দিন রাজা চার্লস বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাবেন। দশম দিন শবযাত্রার প্রাক্কালে চার্লস বিদেশি রাজপরিবারের সদস্যদের স্বাগত জানাবেন। ভিআইপি বিদেশি অতিথিরা রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

রানীর মৃত্যুতে বাংলাদেশে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক

ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে শুক্রবার থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এই ৩ দিন বাংলাদেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোয় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হলেন চার্লস

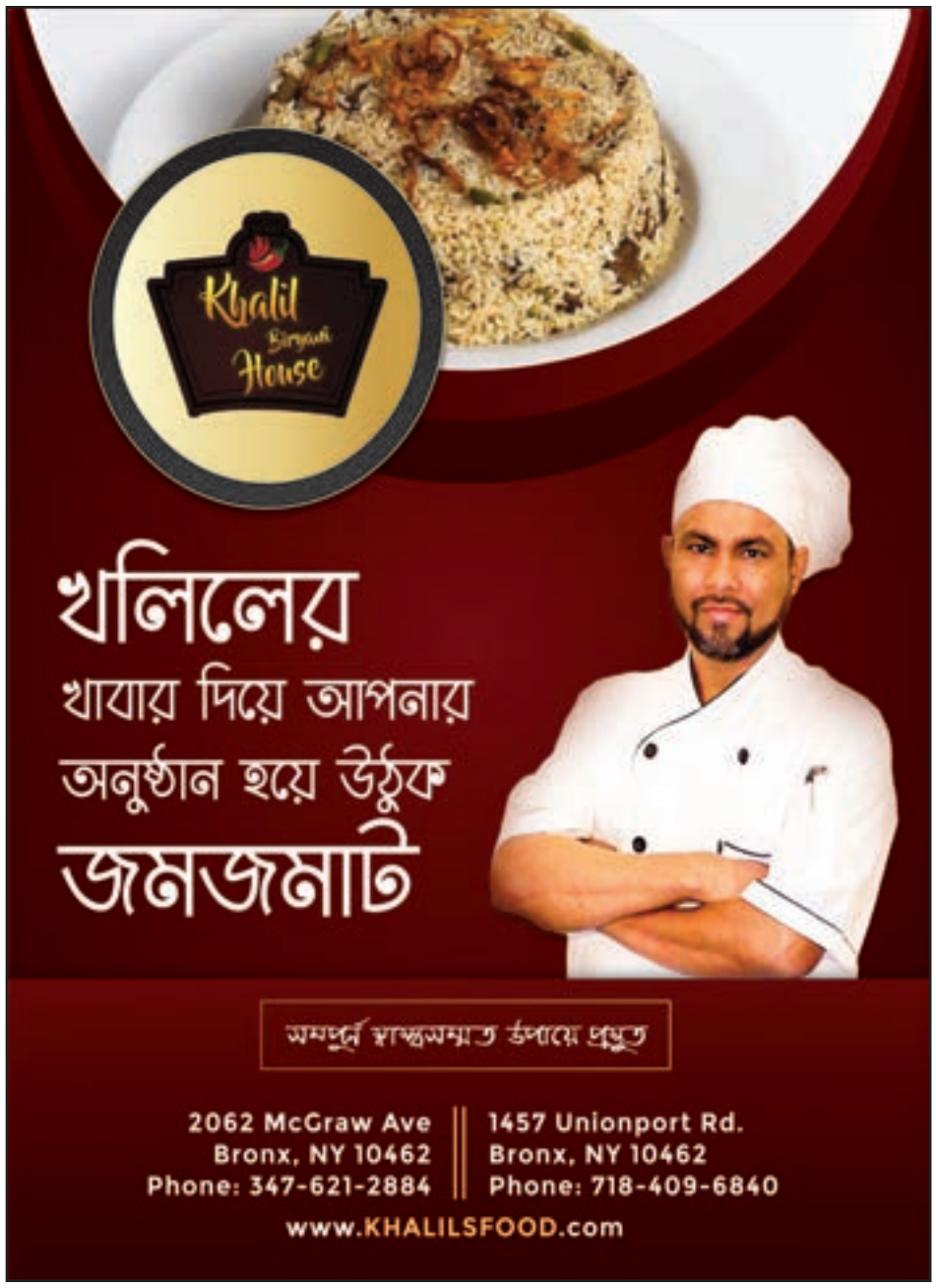
এদিকে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের নতুন রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হয় ‘রাজা তৃতীয় চার্লসের’ নাম। শুক্রবার বাকিংহ্যাম প্যালেস জানিয়েছে এ তথ্য। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা যাওয়ায় তার মৃত্যুর পর পরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রিটেনের রাজা হন প্রিন্স চার্লস। তবে রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম ঘোষণা করা হবে। সেন্ট জেমস প্যালেসে শনিবার ব্রিটেনের স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় এ ঘোষণা অনুষ্ঠান হয়।

এদিকে প্রিন্স চার্লস রাজা হওয়ার পর অনেকের মনেই আগ্রহ কাজ করছে কেমন হবে তার ক্ষমতা? বা ব্রিটেনের রাজার ক্ষমতা কতটুকু? কতটা ক্ষমতাবান তিনি? ব্রিটেনের রাজনৈতিকক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব থাকবে তার? তার মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যতটা ক্ষমতাবান ছিলেন ঠিক ততটাই ক্ষমতাবান/হবেন রাজা তৃতীয় চার্লস।

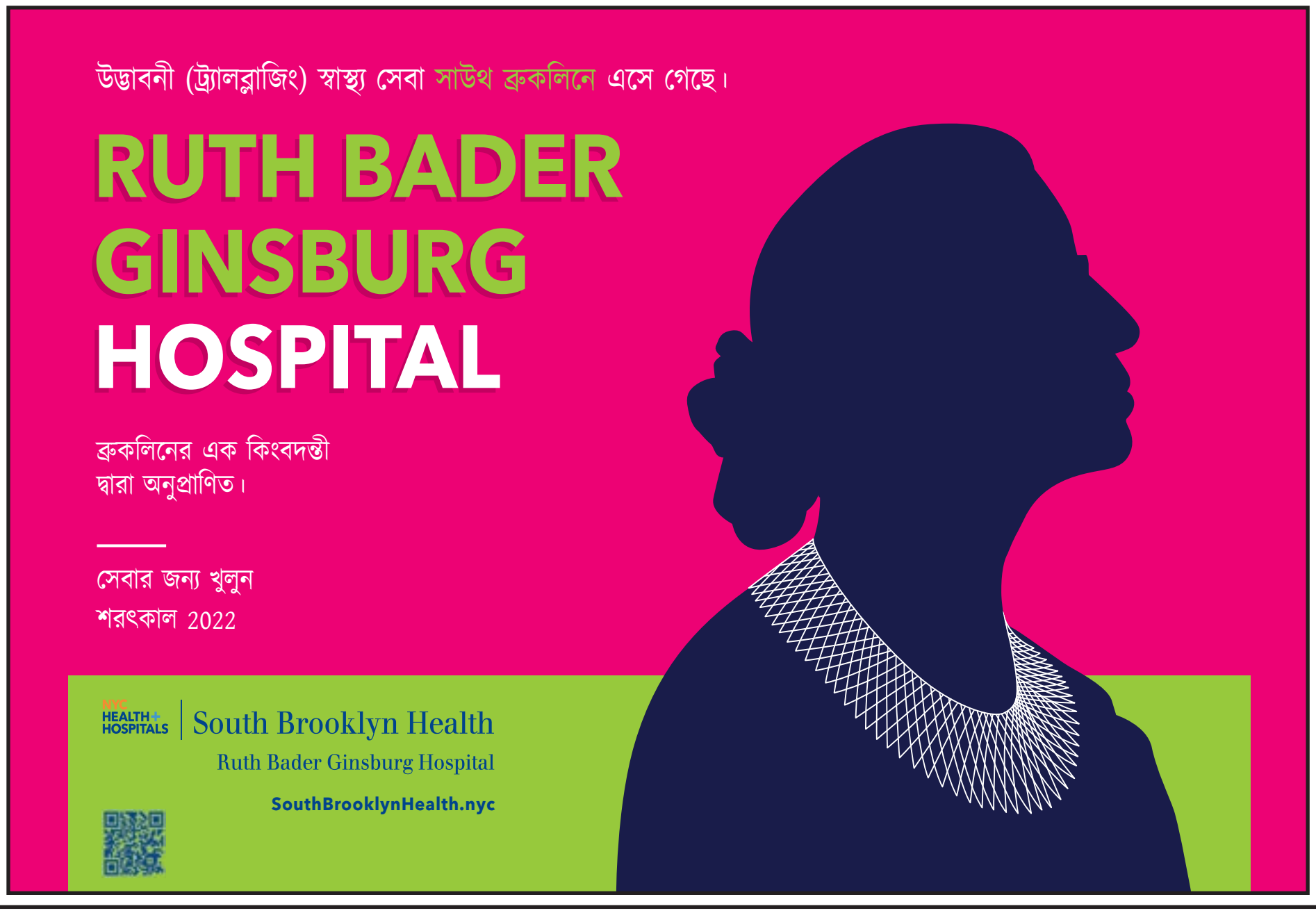
ব্রিটেনের নতুন রাজা- তৃতীয় চার্লস শুধুমাত্র ব্রিটেনেরই রাজা নন, তিনি বিশ্বের আরও ১৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। এই ১৪টি দেশের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডাও! হ্যাঁ এখনো বিশ্বের ১৪টি দেশ ব্রিটেনের রাজা-রানীকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়ে থাকে। তাছাড়া রাজা তৃতীয় চার্লস ৫৬ সদস্য দেশের সংগঠন কমনওয়েলথেরও প্রধান। অবশ্য এ পদটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি। ২০১৮ সালে কমনওয়েলথের বৈঠকে তাকে প্রধান করা হয়।

ব্রিটেনের রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা তৃতীয় চার্লস ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বময় ক্ষমতাবান, বিচার বিভাগের প্রধান এবং সিভিল সার্ভিসের প্রধান হলেন। তাছাড়া এখন নাইটহুড বা অন্যান্য যেসব উপাধি দেওয়া হবে সেগুলো দেওয়া হবে রাজা তৃতীয় চার্লসের নামে।

সূত্র: বিবিসি, সিএনএন


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


উদ্ভাবনী (ট্রান্সলজিং) স্বাস্থ্য সেবা সাউথ ব্রুকলিনে এসে গেছে।
RUTH BADER GINSBURG HOSPITAL
ব্রুকলিনের এক কিংবদন্তী
দ্বারা অনুপ্রাণিত।
সেবার জন্য খুলুন
শরৎকাল 2022
NYC HEALTH+ HOSPITALS
South Brooklyn Health
Ruth Bader Ginsburg Hospital
SouthBrooklynHealth.nyc

Expo Opening Ceremony
23Rd Sep, 2022
Time : 03:00 PM

U.S. BANGLADESH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

USBCCI BUSINESS EXPO 2022

USBCCI BUSINESS EXPO 2022

Venue
MARRIOTT

Date: 23, 24, & 25 September, 2022
New York LaGuardia Airport Marriott
102-05 Ditmars Blvd, Queens, NY 11369

scan to register



Inaugurated by :
Nurul Majid Mahmud Humayun MP
Honorable Minister, Ministry of Industries
Government of the People's Republic of Bangladesh



Jessica Ramos
Senator
The New York State Senate



John C. Liu
Senator
The New York State Senate



Robert F. Holden
Council Member
New York City Council



Assemblyman
Assembly Member
New York State



Jenifer Rajkumar
Assembly Member
New York State



Edward Mermelstein
Commissioner
NYC Mayor's Office
for International Affairs



Kevin D. Kim
Commissioner
NYC Department of
Small Business Services (SBS)



Randy Peers
President & CEO
Brooklyn Chamber
of Commerce



Thomas J. Grech
President & CEO
Queens Chamber
of Commerce



Peter Tierney
Director
U.S. Commercial Service
Harlem

Join Our Seminar
We welcome you all to the USBCCI BUSINESS EXPO Seminar 2022
September 24 ,25,2022
Time : 11:30 AM to 9:00 PM

FREE REGISTRATION USBCCIBUSINESSEXPO.COM FREE ENTRANCE

Organized by
U.S. BANGLADESH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Business. Trade. Collaboration

Co-Partners
Ministry of Industries
NYC Small Business Services
careers businesses neighborhoods

Strategic Partner
BBF

In collaboration with
U.S. Chamber of Commerce
BROOKLYN CHAMBER OF COMMERCE
Queens Chamber of Commerce

Venue
MARRIOTT

usbccibusinessexpo usbccibusinessexpo usbccibusinessexpo usbccibusinessexpo

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2022

প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট

"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"

১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনে

রব-রুহুল

পরিষদ



আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
ABDUR RAB MIA
PRESIDENT



রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
RUHUL AMIN SIDDIKI
GENERAL SECRETARY

PLEASE VOTE FOR RAB-RUHUL PANEL



মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ সভাপতি
MD. MOHIUDDIN DEWAN
SENIOR VICE PRESIDENT



ফারুক চৌধুরী
সহ সভাপতি
FARUK U. CHOUDHURY
VICE PRESIDENT



আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সাধারণ সম্পাদক
AMINUL CHOWDHURY
ASST. GENERAL SECRETARY



নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER



আবুল কালাম ভূঁইয়া
সাংগঠনিক সম্পাদক
ABUL KALAM BHUIYAN
ORGANIZING SECRETARY



ডা. শাহনাজ লিপি
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
DR. SHAHNAJ LIPI
CULTURAL SECRETARY



রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
REZU MOHAMMED
PUBLIC RELATION & PUBLICITY SECT.



মোঃ টিপু খান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
MD. TIPU KHAN
SOCIAL WELFARE SECRETARY



ফয়সাল আহমদ
সাহিত্য সম্পাদক
FOYSOL AHMED
LITERATY SECRETARY



মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
MAINUL UDDIN (MAHBUB)
SPORTS & ENT. SECRETARY



প্রদীপ ভট্টাচার্য
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
PRADIP BHATTACHARJYA
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY



মোঃ সাদী মিন্টু
কার্যকরী সদস্য
MOHAMMED SAADI MINTU
EXECUTIVE MEMBER



ফারহানা চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
FARHANA CHOWDHURY
EXECUTIVE MEMBER



শাহ মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
SHAH MIZANUR RAHMAN
EXECUTIVE MEMBER



সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার
কার্যকরী সদস্য
SIRAJDULLAH HAQUE BASHAR
EXECUTIVE MEMBER



মোঃ আখতার বাবুল
কার্যকরী সদস্য
MD. AKHTER BABUL
EXECUTIVE MEMBER

রব-রুহুল পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

PLEASE VOTE FOR
RAB-RUHUL PANEL



সুশান্ত দত্ত
কার্যকরী সদস্য
SUSHANTA DATTA
EXECUTIVE MEMBER

রব-রুহুল পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

প্রচারেঃ রব-রুহুল পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



‘সত্যিই, ভীষণ একা হয়ে গেলাম’

বিনোদন ডেস্ক: অল্প বয়সে শিশুশিল্পী হিসেবে সিনেমায় অভিষেক গুণী-নন্দিত নায়িকা সূচরিতার। যে তিনজন বরেণ্য চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বর হাত ধরে চলচ্চিত্রে সূচরিতা নিজেকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গেছেনে সেই তিনজন হলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার, দীলিপ বিশ্বাস ও আজিজুর রহমান।

সময়ের পরিক্রমায় এই তিনজনের কেউই আজ বেঁচে নেই। দীলিপ বিশ্বাস ও আজিজুর রহমান আগেই মারা গেছেন। আর গত ৪ সেপ্টেম্বর মারা যান গাজী মাজহ-ারুল আনোয়ার। তার মৃত্যুতে সূচরিতা সত্যিকার অর্থেই ভীষণ একা হয়ে গেছেন। রাজধানীর বারিধারার পার্ক রোডেই পাশাপাশি দু’জনের বসবাস। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুর খবর শুনে সূচরিতা ছুটে যান।

গাজী মাজহারুল আনোয়ারকে নিজের পিতার মতোই শ্রদ্ধা করতেন সূচরিতা। ছোটবেলা থেকেই মামা বলে ডাকতেন। গাজী মাজহারুল আনোয়ার সূচরিতাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। তাকে বড় মেয়ে বলেই গণ্য করতেন তিনি। তার চোখের সামনেই শিশুশিল্পী থেকে নায়িকা হন সূচরিতা। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের পরিচালনায় সূচরিতা নায়িকা হিসেবে ‘নান্টু ঘটক’, ‘সন্ধি’, ‘আর্তনাদ’ সিনেমাতে অভিনয় করেছেন।

সূচরিতা বলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে গাজী মামা, আজিজ মামা, দীলিপ কাকুর মতো গুণীজনের সাহচার্যে এসেছি সেই ছোট্টবেলাতেই। তারাই আমাকে মানুষের মতো মানুষ করেছেন। আজিজ মামা তো আমাকে ছোটবেলায় নিজের হাতে কাপড় পরিয়েছেন। তাদের চোখের সামনে আমি নায়িকা হয়েছি। আমি তাদের স্নেহধন্য ছিলাম। তাদের স্নেহ, ভালোবাসা ও দিকনির্দেশনায় নিজেকে নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এদেশের কোটি কোটি দর্শকের ভালোবাসায় নিজেকে সিক্ত করেছি। কিন্তু যাদের কারণে ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছি, সেই তারাই আজ আমাকে একা করে চলে গেলেন। শেষমেষ গাজী মামাও চলে গেলেন। সত্যিই, ভীষণ একা হয়ে গেলাম। এই একাকীত্ব আসলে বোঝানোর মতো নয়। শুধু দোয়া করি গাজী মামাকে আল্লাহ বেহেস্ত নসিব করুন।

সূচরিতা জানান, গাজী মাজহারুল আনোয়ারের বিয়ের সময় গায়ে হলুদে ভীষণ মজা করেছিলেন তিনি। সেসব স্মৃতি আজও চোখে উজ্জ্বল। মুস্তাফিজের ‘কুলি’ চলচ্চিত্রে শিশু চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন সূচরিতা। তখন তার নাম ছিল হেলেন। ‘কুলি’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পর তিনি শিশু চরিত্রে আরো অভিনয় করেন ‘নিমাই সন্ন্যাসী’,‘ অবাঞ্ছিত’, ‘রং বেরং’, ‘টাকা আনা পাই’, কতো যে মিনতি’, ‘রাজ মুকুট’,‘বাবলু’সহ আরও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে। নায়িকা হিসেবে আজিজুর রহমানের নির্দেশনায় ‘স্বীকৃতি’, দীলিপ বিশ্বাসের ‘সমাধি’ এবং অশোক ঘোষের ‘মাস্তান’ চলচ্চিত্রে পরপর অভিনয় করেন।



বিক্ষোভের মুখে মন্দির থেকে ফিরে এলেন রণবীর-আলিয়া

বিনোদন ডেস্ক: রণবীর ও আলিয়া অভিনীত ব্রহ্মাস্ত্র সিনেমা নিয়ে হইচই বি-টাউনে। এর মধ্যেই ঘটে গেল এক ‘অঘটন’। বলিউড সুপারস্টার রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। তাদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি উজ্জয়িনীর শিব মন্দিরে। গত ৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে রণবীর এবং আলিয়া ভাট অভিনীত নতুন ছবি ‘ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ১: শিবা’। তার আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার উজ্জয়িনীর শিব মন্দিরে আশির্বাদ নিতে গিয়েছিলেন রণবীর ও আলিয়া। সঙ্গে ছিলেন পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়। মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন তারা।

ঐদিন (মঙ্গলবার) মুম্বাই থেকে রওনা হয়ে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরের সামনে পৌঁছনোর পর তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয় মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। কিন্তু মন্দিরে ঢুকতে যেতেই বাধা দেন আগে থেকেই জড়ো হয়ে থাকা বিক্ষোভকারীরা। ১১ বছর আগে গরুর মাংস নিয়ে করা রণবীরের একটি মন্তব্যকে তুলে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১১ সালে ‘রকস্টার’ ছবির প্রমোশনের সময় একটি সাক্ষাৎকারে রণবীর বলেছিলেন, আমার পরিবার পেশোয়ারের। ফলে পোশায়ারি খাবারের সঙ্গে পরিচিত আমি। মটন, পায়া এবং গরুর মাংস ভালোবাসি। গরুর মাংসের বড় ভক্ত আমি। ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তির আগেই রণবীরের সেই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফের ভাইরাল হয়। এতেই ছবিটি বয়কট করারও আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই।

রণবীর-আলিয়া মহাকালেশ্বর মন্দিরে আসার আগেই বজরং দলের স্থানীয় নেতা অঙ্কিত জিন্দল হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, রণবীর-আলিয়াকে আমরা মন্দিরে ঢুকতে দেব না।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে উজ্জয়িনীর পুলিশ কর্মকর্তা ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, রণবীর, আলিয়ারা আসবেন বলে আগে থেকেই ভিআইপি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মহাকালেশ্বর মন্দিরে। তারা মন্দিরে পৌঁছতেই বেশ কিছু লোক সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সঙ্গে হাতাহ-াতিতে জড়িয়ে পড়েন। যদিও পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রণবীর মন্দিরে ঢোকেননি। ঢোকেননি আলিয়াও। একমাত্র অয়নই মন্দিরে ঢুকে পুজো দেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি সেই ছবি শেয়ারও করেছেন।

আমাকে এককভাবেই যুদ্ধটা করে যেতে হচ্ছে : ববি

বিনোদন ডেস্ক: ‘বাধার দেয়াল এখনও পেরোতে পারিনি, যে দেয়াল গড়ে দিয়েছে পরিবারের মানুষগুলো। এখনও তারা আমার অভিনেত্রী পরিচয়কে সবার সামনে তুলে ধরতে চায় না। কেন আমি কোনো পেশায় না গিয়ে অভিনেত্রী হলাম? এ প্রশ্ন এখনও তাদের মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই যে কাজই করি না কেন- সেখানে না পাই তাদের সমর্থন, না পাই সহযোগিতা। তাই অভিনয়ের জন্য আমাকে এককভাবেই যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে।’



কিছুটা হতাশা নিয়েই কথাগুলো বললেন অভিনেত্রী ইয়ামিন হক ববি। এক যুগ আগে মডেল থেকে অভিনেত্রী হিসেবে বড় পর্দায় যাঁর অভিষেক হয়েছিল, সেই ববি এখনও সংগ্রাম করে যাচ্ছেন অভিনয়জগতে পথচলার। প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং তিনি সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এটা প্রমাণ করতে যে, কোনো কাজই ছোট নয়। যে কাজে ভালোবাসা, নিষ্ঠা, সততা থাকে- তাকে কোনোভাবেই তুচ্ছ করা যায় না। যদিও ববির পরিবারের সদস্যরা এ কথা উপলব্ধি না করলেও দর্শক তাঁকে নিরাশ করেননি। তাই তো অভিনয়ের সুবাদে ববি পরিচিতি যেমন পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন অগণিত দর্শকের ভালোবাসা। তাই ববিও চেষ্টা করে যাচ্ছেন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেসব দর্শকের হৃদয় আন্দোলিত করে যাওয়ার।

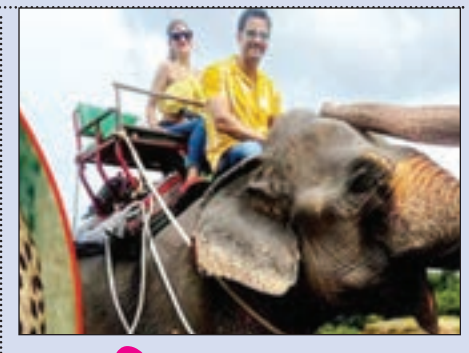
শুরুতেই ববির কাছে প্রশ্ন ছিল, নানা শ্রেণির দর্শকের ভালো লাগা, মন্দ লাগার বিষয়টা একেক রকম। এ ক্ষেত্রে অভিনয়ের বিষয়ে তাঁর ভাবনা কী? এর জবাবে ববি বলেন,‘আমি শুরু থেকেই চেয়েছি, ভিন্ন সব গল্প ও চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের বিভিন্ন শ্রেণির সংযোগ তৈরি করে যাওয়ার। আমার মনে হয়, তা কিছুটা হলেও আমি পেরেছি। নইলে দর্শক আমাকে এত দিন মনে রাখত না। তুলে ধরত না তাদের প্রত্যাশার কথা।’

ববির এই কথা থেকে এটা বোঝা যায়, ভার্সেটাইল কাজই প্রাধান্য দেন তিনি। যে কারণে‘খোঁজ :দ্য সার্চ থেকে শুরু করে‘দেহরক্ষী’,‘রাজত্ব’, ‘হিরো :দ্য সুপারস্টার’,‘রাজাবাবু’, ‘ব্ল্যাকমেইল’,‘বিজলী’,‘নোলক’সহ অন্যান্য ছবিতে ববিকে দেখা গেছে নতুন সব চরিত্রে। যদিও তাঁর সব ছবি দর্শক প্রশংসা কুড়িয়েছে, এমন নয়। তাঁর কিছু ছবি সমালোচিতও হয়েছে।

তাহলে কি ছবি নির্বাচনে ভুল ছিল? এর জবাবে ববি বলেন, ‘প্রথমত. ক্যারিয়ারে শুরুতেই কেউ নিজের পছন্দমতো কাজ করার সুযোগ পান না। যেসব ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব আসে- সেগুলো থেকেই কাজ বেছে নিতে হয়। আর গল্প, চরিত্র যেমনই হোক- তা দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে অভিনয় করে যেতে হয়। আমার ক্যারিয়ারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুরুর দিকে ছবি নির্বাচনে আমার কিছু ভুল হয়েছে। হয়তো গল্প শুনে যতটা দর্শকের ভালো লাগার মতো ছবি হবে, শেষমেশ দেখা গেছে তা হয়নি। আসলে সিনেমা হলো টিমওয়ার্ক। এখানে গল্পকার থেকে শুরু করে নির্মাতা, অভিনয়শিল্পীসহ প্রত্যেক কলাকুশলীকে যাঁর যাঁর জায়গা থেকে সেরা কাজ তুলে ধরার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু কোনো কোনো সময় কাজ প্রত্যাশামাফিক হয়ে ওঠে না। কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা জানা ও বোঝা। যে জন্য এখন প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করছি বুঝেশুনে।’

তাহলে কি আমরা বলতে পারি, আপনার আগামী ছবিগুলোয় দর্শক নতুন এক ববির দেখা পাবেন? ‘আমার বিশ্বাস, ক্যারিয়ারের সুবর্ণ সময় সামনে অপেক্ষা করছে। কারণ এর মধ্যে ‘ময়ূরাক্ষী’, ‘পাপ’, ‘বৃদ্ধাশ্রম’, ‘এবার তোরা মানুষ হ’, ‘লাইফ ইজ বিউটিফুল’সহ যে ছবিগুলোয় অভিনয় করেছি, তার গল্প, চরিত্রে ও নির্মাণে যেমন ভি-ন্নতা আছে, তেমনি আছে নিজেকে ভেঙে নতুনরূপে তুলে ধরার প্রয়াস। আমি জানি, শিল্পীরা বেঁচে থাকেন তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে। তাই সেই কাজই করতে হবে, যা দর্শক-মনে ছাপ ফেলে। দর্শকই হলো সিনেমার প্রাণ। তাই তাঁদের ভালো লাগার বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখতে হয়। একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হয়, পর্দায় দর্শক যতক্ষণ আমাকে দেখবেন, ততক্ষণ তাদের যেন মনে হয়, পর্দার মানুষটি ববি নয়, অন্য কেউ। আর এই অন্য কেউ হলো অভিনীত চরিত্রের মানুষটি।’

জনপ্রিয়তা নয়, দর্শক মনে স্থায়ী আসন করে নেওয়ার জন্যই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ববি। যে জন্য অভিনয় হয়ে উঠেছে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু এটাও অবাক করে, সমসাময়িক তারকাদের অনেকেই ছোট পর্দায় কাজ করেছেন, কিন্তু ববির দেখা মিলছে না! কারণ কী? ববি বলেন, ‘আমি আসলে সিনেমার বাইরে আর কিছু নিয়ে কখনও ভাবিনি। ভালোবাসার খাতিরে ছোট পর্দায় কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু আমি চাই না। তবে ওটিটিতে কাজ করতে আপত্তি নেই। সুরঙ্গীতে অভিনয় করে অনেকের ভালোবাসা পেয়েছি। এমন কাজের সুযোগ হলে ওয়েব সিরিজ, ওয়েব ফিল্মেও কাজ করব। তবে সিনেমাই প্রাধান্য পাবে সব সময়। সিনেমার প্রতি যে আকর্ষণ, তা আর কোনো কিছুতেই পাই না।’



হাতি ও বাঘদের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন নুসরাত-যশ

বিনোদন ডেস্ক: স্বামীকে যশকে নিয়ে বর্তমানে থাইল্যান্ডে ছুটি কাটাচ্ছেন কলকাতার নায়িকা নুসরাত জাহান। সেখানে ঘোরাঘুরির মূহুর্ত ফ্রেমবন্দি করছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে কখনও হয়েছেন সৈকতে, কখনো বাঘের পাশে আবার কখনো হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা।

সেই ছবি আবার ইনস্টগ্রামে শেয়ার করছেন যশ-নুসরাত। একটি ছবিতে দেখা যায়– নুসরাত-যশ রঙ মিলিয়ে পোশাক পরেছেন। হাতির পিঠে বসে আছেন তারা। তাদের চোখ-মুখে আনন্দের ঢেউ। আর এতেই খেপেছেন পশুপ্রেমীরা। একজন লিখেছেন, ‘এটা সমর্থন করতে পারি না। এই প্রাণীর সঙ্গে আপনাদের এমন একটি ছবি আশা করিনি। আপনাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছি।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘আপনারা কুকুর ভালোবাসেন, আপনাদের পশুপ্রেমী হিসেবে দেখি। আর সেই আপনারা পশুর সঙ্গে এভাবে আনন্দ করছেন!’

আরেকজন লিখেছেন, ‘এটা মোটেও হাসিঠাট্টার বিষয় না। তোমরা তো তারকা, তোমরা কীভাবে একটা হাতির পিঠের ওপরে বসে রাইড করছো? এরা কতটা খারাপ!’

আরেকজন লিখেছেন, ‘এদের লজ্জা লাগা উচিত।’

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট"

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY INC

নির্বাচন ২০২২

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরীক্ষিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

১৮ সেপ্টেম্বর রোববার নির্বাচন

রব-রুহুল



মোঃ রব মিয়া
সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Roab Miah
President Candidate

পরিষদে



রুহুল আমিন সিদ্দিক
বর্তমান সাধারণ সম্পাদক
Ruhul Amin Siddik
Secretary

সাংগঠনিক কার্যক্রম:
- প্রবাসী নরসিংদী জেলা সোসাইটির তিনবারের সফল সাধারণ সম্পাদক
- জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ



কার্যকরী সদস্য পদে
Executive Member

মো: আখতার বাবুল
Md. Akhter Babul

আপনাদের দোয়া ও ভোট প্রার্থী

PLEASE VOTE FOR
ROB - RUHUL PANEL
FOR BANGLADESH SOCIETY

VOTE
A18



আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে কমিউনিটির সেবা করার সুযোগ দিন।



সাহিত্য সাময়িকী

নেলসন ম্যান্ডেলার ভাই
দুখু বাঙাল

অভিধানের অর্গল ভেঙে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের নামের
জয়ধ্বনিতে বেরিয়ে পড়ল অগণিত শব্দের মিছিল।
অথচ সেই স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র কি-না খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
এলো সবশেষে। সাতচল্লিশে ভারতবর্ষে, একাত্তরে ফের বাংলাদেশে
ইউরোপ-আফ্রিকায় পৃথিবীর সর্বত্রই একই চিত্র।

বুঝলাম স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের শরীর-স্বাস্থ্য দেশে
কি বিদেশে কোথাও ভালো থাকে না।
নিরাপদ বন্দীশালায়ও এরা রক্তাক্ত হতে থাকে ক্রমাগত
হয়তো নিপীড়ন নির্যাতন আর রক্তাক্ত হবার জন্যই জন্ম এই শব্দ দুটির।

মিছিলের মধ্য থেকে হঠাৎ একটি শব্দ নিজেকে নেলসন ম্যান্ডেলার ভাই
বলে পরিচয় দিয়ে ক্রোধ আর ক্ষোভে হাত তুলে বলতে থাকল-
দোহাই, আমাকে আর সন্ত্রাসী বলো না কখনো, বলো না ডাকাত।
বলো, বিপ্লবী-দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার মহান সৈনিক-
কাশ্মীর কাতালন ইউক্রেন অথবা বর্মায়।

পরিত্যক্ত বাগরাম বিমান ঘাঁটির মতো শূন্যতায় খাঁখাঁ করছে অভিধান
সুস্থ গণতন্ত্র আর সতেজ স্বাধীনতা ছাড়া
আন্দোলিত শব্দেরা ফিরবে না নিজ গৃহে আর কোনোদিন।

যদি বৃষ্টি হতাম
মুস্তফা হাবীব

কোনো অহংকারই থাকতো না তোমার
দিল্লীর আকাশ হতে গড়িয়ে পড়তাম অবয়বে।
ভাবছো, আমি যেসব স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করি
সব হৃদয়ঘটিত সময়ের উচ্ছ্বাস মাত্র,
শব্দখেলা, পাড়হীন সমুদ্রে কাগজের নৌকো।

তোমার ভাবনা অমূলক নয়
কোথায় দখিন বাংলার দিলখোলা কবিতা পার্ক!
আর কোথায় পৃথিবীর এক রাজনগর দিল্লী!
ভূতাত্ত্বিক সম্পর্কের দোতনা নেই লেশমাত্র।

তবে আমি যদি বৃষ্টি হতাম
তোমার সব দ্বিধা, সংকোচ মুছে দিয়ে
আষাঢ়ে গল্পকে জীবনমুখী গল্পে রূপ দিতাম ...
দিল্লির আকাশ হতে ঝরতাম অঝোরধারায়
আর আমার প্রতিটি ফোঁটা অমৃত হয়ে
ভেজাতো তোমার চুল, কপোল, ঠোঁট, গ্রীবা,
স্তনযুগল, নাভী এবং তোমার গোপন সব ঐশ্বর্য।

আমি কবি, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বলেই
তুমি রয়ে গেছো অচেনা, স্বর্গকুমারী।
মনিকা, আমি বৃষ্টি হইনি বলে
তুমি আমার ভূবনে এক অপরাজেয় নারী নীলিমা।
দূর থেকে শুধু লাবণ্য ছড়িয়ে যাও,
ছড়াও অহংকার।

প্রতিবিম্ব
জাফরুল আহসান

বিষণ্নতায় যখন দুহাত ভরে আশ্রয় চেয়েছে
স্মৃতির দুয়ারে ঢেউ খেলা চুলে মেঘ কি বৃষ্টি
ছুঁয়েছে?

মেঘ বৃষ্টির খুনসুটি ভুলে অচেনা হয়েছে সময়
মৌন জ্যোৎস্নায় একাকি হাঁটে কি অচেনা
একটি হৃদয়?

বিশ্বাসে ভয়, সন্দেহ বাড়ে আঁধারে নগ্ন বাতাসে,
নির্জনে সেও যৌবনের ভাষা খুঁজে তৃষ্ণা ও সাহসে
মূলত মানুষ নিজের ভেতর নিজেকে লুকায় একাকি।
বেলা অবেলায় হারিয়ে যাওয়া সেইসে হৃদয় পাবে কি!

সন্ধ্যা ঘনালে তৃষ্ণার জলে বিম্বিত যে অন্তর
মৌন জ্যোৎস্নায় জলের ভেতর পাপড়ি মেলেছে অধর।

নিজের কীর্তি
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

নিজের কীর্তিও আমার প্রেরণা।
জীবন জেগে ওঠে
আমি যখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি -
আর মরে যায় আমার ভেতরের
কত ধরনের মরণ।

দুঃখের দেয়াল সরিয়ে রেখে
আমি সুখী হই।

গোলাপের হাসির মত
আমার পুরোনো
আমাকে নতুন করে
ভরিয়ে তোলে।

আমার নির্মাণ সে
জন্ম জঠর হয়ে যায়
ফিরে পাই নবজন্ম এক।

প্রজাপতি পাখির ডানায়
জেগে ওঠে
আরো কিছু করার খেয়াল।

স্বপ্ন
আবদুল হামিদ সোহেল

স্বপ্নকে স্বপ্ন বলি স্বপ্নতো অলীক নয়
তাই যেন স্বপ্নের থাকি কাছাকাছি,
কি জানি কী ভেবে থাকি সবসময়
স্বপ্নের মাঝে যেন ঠিক বেঁচে আছি।

একদিন স্বপ্নেরা বলবে আমায়
কেন তার থেকে আমি দূরে সরে থাকি,
স্বপ্নেরা নিশ্চুপে কাঁদে নিরালায়
আশা নিয়ে স্বপ্নের শুধু ছবি আঁকি।

আগুনে ভয়, জলেও
ফারুক ফয়সল

অগ্নিকে আমি দূরে রেখে চলি তার বিনাশী রূপের জেরে
জলকে কাছে টানতেও ভয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্রোতের তোড়ে
আগুন বড় বিধ্বংসী, পোড়ায় কেবলই, যম হয়ে নেয় কাছে টেনে
বর্ষার প্রমত্তা নদী দুকূল ভেঙ্গে ছাপিয়ে যায় জনপদের উঠোনে
আগুন বড় ছদ্মবেশী, ধিকি ধিকি জ্বলে ছাইয়ের গাদার নিচে
নরম পেলব ছাই মুঠিতে নিলে হাত পোড়ে অসতর্কে
নদী সাগরের জল বাতাসের সহযোগে ঘূর্ণিরূপে বসতি আছড়ে ফেলে
ভাঙ্গনের জল হু হু ঢোকে, দেয়াল ধ্বসে চাল চুলো নেয় কেড়ে

জানি- অগ্নি বিনাশী, জলও হয় প্রাণ সংহারী
আগুনকে ভয় করি বলে সার্থক প্রেমিক হতে পারিনি
কবি দেখেছিলেন- কোনো কোনো জলে কখনো আগুন জ্বলে
নারীর রূপের আগুন তাপে গলতে চাইনি বলে কোমল জলে করিনি স্নান ।

বৃন্তচ্যুত
জাফর ওবায়েদ

বেহায়া বিশ্বাসের বেলিফুল। বৃন্তচ্যুত ভাবের পাপড়ি পড়ে আছে আলুথালু।
জড়ো করে কী লাভ বলো! অযথাই সময়ের কেন অপচয়!

পশ্চিমা পালঙ্ক। বুকভরা বিবস্ত্র প্রেমের পরাগ। তার কোলে অসহায় রাত্রি যাপন।

সাপের ফণার মতো ঢেউ তোলা লোভের লতা। বিষের ছোবল হতে কী করে বাঁচি?
আমি কি আগের মতো আছি!

থোক বরাদ্ধের জীবন। সে-ও দাঁতাল সময়ের করতলে। কামড়ে খেয়েছে নিদ্রাসুখ,
আড্ডাপ্রাণ সন্ধে।

অনাবাদী জমি, শব্দখামার। আবার কি ভরবে তা ফলে ও ফসলে! আবার কি হবে দেখা
মৌন সবুজ মুখ!

মানুষের চরিত্র বদলে যেতে দেখেছি
হাবিব ফয়েজি

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস 'করোনার' ভয়ে
অনেক সিংহ পুরুষকে বিড়াল হতে দেখেছি
ধনী-গরীবের তফাৎ ভুলে গিয়ে তখন
সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়েছিলো
প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলো-
সবার যাত্রাপথ একটাই-
অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো 'এক আল্লাহতে'

শীতকালে পাতা ঝরার মতো ঝরে পড়ছিলো মানুষ
ঘন্টায়, মিনিটে মৃত্যু সংবাদে বিচলিত ছিলো পুরো পৃথিবী

বিভৎস ইতিহাসের স্বাক্ষী জীবিতরা
হিংসা-বিদ্বেষ, কিংবা আত্মঅহংকার ভুলে গিয়েছিলো
অথবা সবধরণের পাপকাজ থেকে মুক্ত থাকতে
সবাই যেন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলো তখন
কারও মুখাবয়বে সুন্নাতি দাড়ি
কারও মাথায় ওঠেছে টুপি, হাতে তসবিহ
এককথায় পাক্কা ইমানদারের সংখ্যা বাড়ছিলো
অবিশ্বাস্যরকমভাবে গাণিতিক হারে

অতঃপর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হতে শুরু করলো
মানুষগুলো আবার ফিরে গেল আগের জায়গায়
একে একে খুলতে লাগলো পাপের দরজাগুলো!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2022

১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার নির্বাচনে

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার
মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ

নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী
পরিষদ

আপনার দোয়া ও ভোট প্রার্থী


B1

কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী
Kazi Ashraf Hossain (Nayan), President


B4

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
Mohammad Ali
General Secretary


B2

আব্দুর রহিম হাওলাদার
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Abdur Rahim Howladar
Sr. Vice President


B3

মোঃ রেজাউল করিম (সগীর)
সহ-সভাপতি
Mohammed Rezaul Karim (Sogir)
Vice President


B5

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Dulal Mia
Asstt. General Secretary


B6

মোহাম্মদ জে. খান (ডিউক)
কোষাধ্যক্ষ
Mohammed Z Khan (Duke)
Treasurar


B7

আহসান হাবিব
সাংগঠনিক সম্পাদক
Ahsan Habib
Organizing Secretary


B8

মনিকা রায়
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Monika Roy
Cultural Secretary


B9

শেখ হায়দার আলী
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Sheikh Haidar Ali
Publicity Secretary


B10

আবুল কাশেম চৌধুরী
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
Abul Kashem Chowdhury
Social Welfare Secretary


B11

মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed Hasan (Zilani)
Literary Secretary


B12

মোঃ এইচ রশিদ (রানা)
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Mohammed H Rashid (Rana)
Sports & Ent. Secretary


B13

মোঃ সামাদ মিয়া (জাকের)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammad Samad Mia (Zaker)
School & Edu. Secretary


B14

সাইদুর খান (ডিউক)
কার্যকরী সদস্য
Saidur R Khan (Duik)
Executive Member


B15

মো: এম. আলম
কার্যকরী সদস্য
Mohammad M Alam
Executive Member


B16

মো: এ. সিদ্দিকী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member


B17

আহসান উল্লা (মামুন)
কার্যকরী সদস্য
Ashan Ullah (Mamun)
Executive Member

১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার নির্বাচনে

নয়ন-আলী পরিষদে

B লাইনে সবাইকে ভোট দিন

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

অনুগ্রহ করে নয়ন-আলী পরিষদে ভোট দিন

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ সেপ্টেম্বর

(শেষের পাতার পর)

ধরনের নির্বাচনী কার্যক্রম। এর মাঝে দেখা দেয় করোনা মহামারি। মামলা-মোকদ্দমার মধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই নতুন করে নির্বাচনের দিন-তারিখ ও নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি বলেছেন, আশা করছি আমরা সকল বাধা পেরিয়ে সুস্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবো। কমিশনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক এবং জ্যামাইকার মোট পাঁচটি কেন্দ্র নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে।

এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বি রব-রুহুল এবং নয়ন-আলী প্যানেল পুনরায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে। চলছে দুই প্যানেলের প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আর যৌথ সভা-সমাবেশ। রং বে রং এ পোস্টারে ছেয়ে গেছে কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ এলাকার দেয়াল, সাটার। এখন নির্বাচনী মাঠে মুখোমুখী 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' দুই প্যানেল। প্রার্থীদের পরিচিত সভা ছাড়াও খন্ড খন্ড সভা, ফোন আর ফেসবুকের মাধ্যমেও চলছে গণ সংযোগ।

নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব সভাপতি পদে ও সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী পুনরায় একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অপরদিকে 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন সভাপতি পদে ও সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উভয় প্যানেলে রয়েছেন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। ফলে সব মিলিয়ে নির্বাচন জমে উঠেছে। নির্বাচনে হড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের সম্ভাবনাও দেখছেন কেউ কেউ। তবে নিয়ম অনুযায়ী সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোন সংগঠনের নেতৃত্ব থাকা কেউ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে 'রব-রুহুল' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রব নোয়াখালী সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সুচিন্তায় ফুল ফোটে মুমিনের হৃদয়ে

(শেষের পাতার পর)

একটি সুচিন্তা অপরটি হলো কুচিন্তা। সুচিন্তা কল্যাণকর আর কুচিন্তা ক্ষতিকর। সুচিন্তা ইবাদতও বটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুধারণা সুন্দর ইবাদতের অংশ'। (সুনানে আবি দাউদ)।

পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি অত্যন্ত পবিত্র। অতএব, আপনি আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১)। তিনি আরও বলেন, আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা আন নাহল-৪৪)।

তিনি আরও বলেন, তারা কি নিজেদের অন্তরে চিন্তা করে (ভেবে) দেখে না আল্লাহ আসমানগুলো, জমিন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তো তাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসী। (সূরা আর রুম-০৮)।

চিন্তাশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রা.) বললেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা, আমাকে আমার রবের ইবাদত করতে দাও'।

আমি বললাম, হে রাসূল, আমি আপনার পাশে থাকতে ভালোবাসি এবং যা আপনাকে খুশি করে তা করতে ভালোবাসি। তারপর আয়েশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ওজু করলেন এবং সালাত আদায়ে নিবিষ্ট হলেন ও কাঁদতে থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না এ রাতে আমার ওপর একটি আয়াত নাজিল হয়েছে, 'যে ব্যক্তি তা তেলাওয়াত করল এবং চিন্তা-গবেষণা করল না, তার ধ্বংস অনিবার্য।' তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান-৬২০)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতরাজি সম্পর্কে চিন্তা কর, আর আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তা কর, অর্থাৎ আল্লাহর বিধান মানার বিষয়ে ভাব। (সুনানে বায়হাকি)।

প্রখ্যাত সাহাবি আবু দারদা (রা.) বলেন, এক ঘণ্টার চিন্তা সারা রাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। ফুজাইল (রহ.) বলেন, ফিকর তথা চিন্তাশীলতা অনেকটা আয়নার মতো, চিন্তা তোমাকে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ তা দেখাবে। ইবরাহিম আন নাখয়ি বলেন, 'আল ফিকর মুখখুল আকল' তথা চিন্তাশীলতা আকল তথা বিবেক বিবেচনার মূল। আবু সুলাইমান বলেন, তোমরা কান্নার মাধ্যমে চোখের পরিচর্যা কর আর চিন্তার মাধ্যমে আত্মার পরিচর্যা কর। বিশর আল হাকি (রহ.) বলেন, মানুষ যদি আল্লাহর আজমত তথা বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করত তাহলে সে কখনো অবাধ্য হতো না।

সুচিন্তা মানবজীবনে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। চিন্তশীলতার সুফল অত্যধিক। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুফল হলো-১. এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এর সাওয়াবের পরিসর অনেক বড়। ২. চিন্তাশীলতার মাধ্যমে মানুষের মহান প্রভু সম্পর্কে নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ ধারণা পায়। ৩. মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় পায়, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হয়। ৪. চিন্তাশীলতার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে। ৫. চিন্তাশীলতা মানুষকে ইহলৌকিক জীবনে সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। ৬. সামষ্টিক চিন্তাশীলতা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য মাইলফলক। ৭. চিন্তাশীলতা ব্যক্তিকে গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ৮. সুচিন্তা ব্যক্তিকে উদার ও পরোপকারী হতে সাহায্য করে। ৯. সুচিন্তা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও পাপাচার থেকে সুরক্ষা দেয়। ১০. সুচিন্তা ব্যক্তিকে পরমপ্রিয় ও জনপ্রিয় করে তোলে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সুচিন্তা ও সুন্দর মননের অভ্যাস গড়ে তুলে উভয় জাহানের কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: মুহাদ্দিস, নোয়াখালী কারামাতিয়া কামিল মাদ্রাসা, সোনাপুর, সদর, নোয়াখালী

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

কিছু পানির ক্ষেত্রে আপত্তি থাকছে না, এটাই লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে কুশিয়ারা নদীর পানিবণ্টন ছিল অন্যতম। তিস্তা নিয়ে এবারও কিছু হয়নি। এ বিষয়ে কথা বলেছেন নদী বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সজিব ঘোষ

প্রশ্ন : কুশিয়ারা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। এটা কিভাবে দেখছেন?

আইনুন নিশাত : চুক্তি শব্দটা এক রকম, 'আন্ডাস্ট্যান্ডিং' শব্দটা আরেক রকম। বাংলা ভাষায় অনেক শক্তি আছে, যেটা ইংরেজি ভাষায় নেই। আবার অনেক দুর্বলতাও আছে।

আমি এখানে ইংরেজি শব্দটাই বলতে চাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে নদীর পানিবণ্টন নিয়ে কোনো চুক্তি হয়নি। একটি 'এমওইউ' হয়েছে। এটা আহামরি কিছু হয়নি। ইংরেজিতে আবার 'ট্রিটি' শব্দটা আছে। গঙ্গাতে ট্রিটি হয়েছে, চুক্তি হয়নি। ইংরেজিতে 'অ্যাগ্রিমেন্ট' আছে, ১৯৭৭ সালে 'অ্যাগ্রিমেন্ট' হয়েছিল। প্রতিটা শব্দের অর্থ আলাদা। এমওইউ বাধ্যতামূলক কিছু নেই। এখানে শুধু সাহায্য করা হয়।

প্রশ্ন : এই 'সাহায্যতে' বাংলাদেশ কেমন লাভবান হবে?

আইনুন নিশাত : ভারতের বরাক নদ আমাদের সীমানায় এসে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুই ভাগ হলো। আজ থেকে ১০০ বছর আগে দুই দিকেই প্রাকৃতিকভাবে অর্ধেক অর্ধেক পানি যেত। এখন প্রাকৃতিকভাবেই মুখটা একটু ঘুরে গেছে। কারো দোষ দিচ্ছি না। এখন ৮০ শতাংশ পানি আসে কুশিয়ারাতে আর ২০ শতাংশ পানি যায় সুরমাতে। কুশিয়ারার বাঁ দিকের তীরে ভারত, ডান দিকের তীরে বাংলাদেশ। এখন ডান দিক ভেঙে কুশিয়ারা বাংলাদেশে ঢুকছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ এই নদীতে পাঁচ কিলোমিটার সীমানা পায়। কুশিয়ারা থেকে ২০১১ সালে বাংলাদেশ পানি আনতে চাইলে ভারত আপত্তি জানায়। এই এমওইউয়ের মাধ্যমে ভারত পানি তোলার সম্মতি দিল।

প্রশ্ন : নিজ সীমানা থেকে পানি তুলতে কি কোনো আইনি সমস্যা আছে?

আইনুন নিশাত : এখানে তো কেউ আইন মানেই না। এই নদীর পানি নেওয়ার জন্য সিলেটের রহিমপুরে যখন একটা খাল কেটে পানি বাংলাদেশের ভেতর আনবেন; নদীটা কিন্তু তখন পুরোপুরি বাংলাদেশে। ২০ কিলোমিটার দুই দেশের মধ্যে। এরপর আরো পাঁচ কিলোমিটার পুরোটা বাংলাদেশের। সেখানে যখন খাল কাটার কাজ শুরু হলো তখন বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী) বাধা দিল। এই হচ্ছে সমস্যা। গঙ্গাতে শুকনা মৌসুমে পানি অপর্যাপ্ত। এখানে তো তা না। তাহলে তখন কেন বাধা দেওয়া হলো? তখন এই পানি নিজে নিজেই বাংলাদেশে এসেছে, ভারত কিন্তু দেয়নি। এখন এমওইউ করার মানে হচ্ছে ভারত বলছে, তুমি নিতে চাও দেড় শ কিউসেক নাও। আমি আর আপত্তি করব না। আর যদি চুক্তি হতো, ট্রিটি হতো হতো; তাহলে বিষয়টা হতো এমন যে এই পানি ভারত তার ভাগ থেকে দিল; কিন্তু এখানে তো বিষয়টা তা নয়।

প্রশ্ন : ভারতের কেন আপত্তি?

আইনুন নিশাত : ভারতের উদ্বেগের কারণ হলো, শুকনা মৌসুমে যেন ভারতের জাহাজ চলাচলে সমস্যা না হয়। আমরা ভারতের জাহাজ ঢোকার অনুমতি দিয়েছি। যেটা ভৈরব বাজার দিয়ে কুশিয়ারা হয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। দেড় শর পরিবর্তে ২০০ কিউসেক পানি তুললে সেই জাহাজ চলাচলে সমস্যা হতো। দেড় শ কিউসেক দেখেই ভারতের কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন : সমঝোতা অনুযায়ী, ১৫৩ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করতে পারবে বাংলাদেশ। নদীতে কী পরিমাণ পানি আছে?

আইনুন নিশাত : বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে যে পানি আসত সেটার পরিমাণ... আজকে কুশিয়ারা দিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জে ৩০ থেকে ৪০ হাজার কিউসেক পানি আসছে। শুকনা মৌসুমে এটা কমে হয়ে যায় দুই আড়াই হাজার কিউসেক। প্রতিবছর তো সমান আসে না।

প্রশ্ন : এখন বাংলাদেশের কতটুকু লাভ হলো?

আইনুন নিশাত : বাংলাদেশ এখন মাত্র পাঁচ হেক্টর জমিতে সেচ করতে চাচ্ছিল। এই একটা লাভই শুধু হলো। এটা খুব আহামরি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়নি। তবে এখন কিছু পানির ক্ষেত্রে ভারতের আপত্তি থাকছেন না, এটাই লাভ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নদী নিয়ে আলোচনা হলেই তিস্তার পানিবণ্টন নিয়ে কথা হয়। এটা নিয়ে এবারও কিছু হলো না। আপনি কী বলবেন?

আইনুন নিশাত : এটা খুবই সোজা। ভারত উচ্চ পর্যায়ে বলেছে, এটা বাস্তবায়ন করবে। তিস্তাতে এখন শুষ্ক মৌসুমে দুই দেশের জন্য পর্যাপ্ত পানি নেই। কাজেই এখন যতটুকু পানি আছে সেটা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার একটা পদ্ধতি; কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরীণ কারণে এটা হচ্ছে না। তিস্তার পানি পেতে হলে আমাদের চেঁচামেচি করতে হবে। সেই চেঁচামেচি আমরা ঠিক মতো করতে পারছি না। 'অ্যাগ্রিমেন্ট' হয়ে আছে। এখন চেঁচামেচি করে ভারতের কাছ থেকে এটা আমাদের আদায় করে নিতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদী আছে। সবটা নিয়েই কি আলাদা করে আলোচনা করতে হবে? একসঙ্গে কি আলোচনার সুযোগ নেই?

আইনুন নিশাত : ১৯৮৫-৮৬ সালে ভারত সব নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম, প্রতিটা আলাদা করে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে কয়েকটি একসঙ্গে করা যেতে পারে আবার কোনোটা পুরোপুরিভাবে আলাদা। তাই সিদ্ধান্তটা ওসব বিবেচনা করেই নিতে হবে।

প্রশ্ন : সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

আইনুন নিশাত : কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ পানিবণ্টনের আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরী
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

পুতিন রাশিয়ায় এখনো কেন এতটা জনপ্রিয়

আলেক্সান্ডার হিল

ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমা গণমাধ্যম ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো বলেছিল, রাশিয়ার নেতা হিসেবে তাঁর দিন শেষ। আবার ইউক্রেনীয়রা যখন রাশিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, সে সময় অনেক বিশ্লেষক দাবি করেছিলেন, পশ্চিমাদের আরোপিত অভূতপূর্ব নিষেধাজ্ঞার ফলে শিগগিরই রাশিয়ার অর্থনীতি ধসে পড়বে এবং পুতিন নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

বিশ্লেষকেরা বলেছিলেন, পশ্চিমারা রাশিয়ার অলিগার্কিদের সম্পদ ও প্রমোদতরি বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করেছে। এর ফলে শিগগিরই তারা পুতিনের মাথার ওপর থেকে তাদের ছাতা সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। রাশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট আর ইউক্রেনে নিজ দেশের সেনাদের ব্যাপক মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কোনোটাই এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে, সে রকম কোনো অর্থপূর্ণ লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

প্রকৃত বাস্তবতা বরং উল্টো। রাশিয়ার জনমতের ওপর ভিত্তি করে চালানো জরিপে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর পুতিনের জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে বেড়েছে। অবশ্য পুতিনের প্রতি সার্বিক জনসমর্থন যতটা, তাঁর শুরু করা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন অতটা নেই। এরপরও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পুতিনের ইউক্রেন আগ্রাসনকে সমর্থন দিয়েছে।

রাশিয়ার অর্থনীতি ধসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও দেশটির অর্থনীতি বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। রাশিয়ার তেল কিনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং আগের চেয়ে কম পরিমাণ গ্যাস নিয়ে ইউরোপের দেশগুলো বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে। তাতে রাশিয়ার কোষাগার ভরে উঠতে সহায়তা করেছে। পশ্চিমা বিশ্লেষকেরা এখন এটাও বলছেন যে জনমত জরিপের এই ফলাফল সত্ত্বেও রাশিয়ার জনগণের মধ্যে পুতিনের প্রতি গোপন ক্ষোভ রয়েছে। ভয়ের কারণে তাঁরা সেটা প্রকাশ করতে পারছেন না। আরেকটি যুক্তিও দেখানো হচ্ছে, রাশিয়ার জনগণ ক্রেমলিনের প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। রাশিয়ার গণমাধ্যমে পুতিনের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বিকল্প কোনো ভাবনার প্রতিফলন নেই।

পুতিন বলে আসছিলেন, পশ্চিমারা রাশিয়াকে পদানত করে রাখতে চায়। পুতিন রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষক–তাঁর এ দাবি প্রমাণের পথ সহজ করে দিয়েছে পশ্চিম। রাশিয়ায় এখন পুতিনের অনিবার্য বিকল্প কেউ নেই। কেবল পুতিনের স্বাস্থ্যই তাঁর শাসন অবসানের ক্ষেত্রে বড় হুমকি। কিন্তু পুতিন অসুস্থ, এ দাবির ভিত্তি খুব সামান্য। এসব কারণে যৌক্তিকভাবেই আমরা বলতে পারি, পুতিনের শাসন রাশিয়ায় থাকছেই।

রাশিয়ার গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে ক্রেমলিনের প্রতি অনুগত, এ ব্যাপারে কারও কোনো প্রশ্ন নেই। আবার রাশিয়ার মাটিতে প্রকাশ্যে কেউ যুদ্ধবিরোধী কথা বললে তাঁকে চরম নিগ্রহের শিকার হতে হবে, সেটাও সত্যি।



কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পুতিনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন, এমন মানুষের সংখ্যা কমে গেছে রাশিয়ায়। রাশিয়ার অনেক মানুষ এখন খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা পুতিনের শাসনের প্রতি অনুগত থাকতে চান। ভয়ের বাইরেও এর অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, রাশিয়ার অনেক অলিগার্ক ও রাজনৈতিক নেতা পৃষ্ঠপোষকতামূলক একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুতিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। এই ব্যবস্থার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। পুতিন ছাড়া তাঁরা তাঁদের সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার অনেকটাই খোয়াবেন।

রাশিয়ার সমাজের ওপরের স্তরের মানুষেরা পুতিনকে তাঁর জাতীয়তাবাদী অ্যাজেন্ডার জন্য ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন। রাশিয়ার অনেক জাতীয়তাবাদী মনে করেন যে পুতিন রাশিয়াকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন। ১৯৯০-এর দশকের মহাবিপর্যয় এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের কারণে তাঁদের এ ধারণা অনেকটাই সত্য। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন রাশিয়ার মর্যাদার ওপর বিশাল এক ধাক্কা। প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিনের আমলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা এখনো দুঃসহ স্মৃতি হিসেবে ধরা দেয় রাশিয়ার অনেক মানুষের কাছে।

বরিস ইয়েলেৎসিনের আমলে রাশিয়া পশ্চিমা উদারনৈতিক শিবিরে যুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেকের কাছে এখনো মনে হয়, সেই প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক যন্ত্রণা আর বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। এ ঘটনাকে বিশ্বমঞ্চে রাশিয়াকে দ্বিতীয় স্তরের শক্তিতে পরিণত করেছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারীকরণ মোটাদাগে কোনো সুবিধাই দিতে পারেনি। এখনকার বয়স্ক রুশদের মনে এখন সেই স্মৃতি জাগরুক যে তাঁরা উদারীকরণের ধাক্কায় প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। দুই দশক পর আবার তেমনটা ঘটুক, তা তাঁরা কোনোভাবেই চান না।

'নিয়তিবাদী রাগ'

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর ১৯৯৮ সালে রাশিয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় হয়। সে সময়ে আমি মস্কোর নিকটবর্তী পডোলস্ক শহরে বেশ কিছুদিন ছিলাম। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের সঞ্চয় একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছিল। আমদানির সক্ষমতা না থাকায় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আর পাওয়া যাচ্ছিল না। এ ধরনের অর্থনৈতিক ধাক্কায় জনমনে নিয়তিবাদী ক্ষোভের জন্ম হওয়াটা স্বাভাবিক। ফলে মুদ্রার মানের অবমূল্যায়ন ঘটেছিল। কিন্তু অনেক বিশ্লেষক যেমনটা ধারণা করেছিলেন, তার চেয়েও দ্রুত রাশিয়ার অর্থনীতির পুনরুদ্ধার হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইয়েলেৎসিনের উত্তরসূরি হিসেবে ভ্লাদিমির পুতিনের ক্ষমতার পথ মসৃণ করে দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালে রাশিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছিল পুতিনের। ইয়েলেৎসিনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসেবে পুতিন তাঁর নীতির খুব বেশি পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন, এমনটা আশা আমি সে সময় করিনি। প্রথম দিকে পুতিনের নীতি ইয়েলেৎসিনের মতোই ছিল।

এরপর ২০১৫ সালে আমি আবার রাশিয়া গিয়েছি। সে সময় রাশিয়ার স্পষ্ট পরিবর্তন আমার চোখে ধরা পড়ে। সড়কে ব্যাপক শৃঙ্খলা আর পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা আমি শুধু দেখিনি, রাশিয়ার রাজধানী শহরে আমি মানুষের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপও দেখেছি। ঠিক এক বছর আগে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজেদের অংশ করে নিয়েছে। বেশির ভাগ রুশ পুতিনের সেই অভিযানকে সমর্থন দিয়েছেন। পুতিন ঘৃণিত অলিগার্কিদের কবল থেকে শুধু রাশিয়াকে মুক্ত করেননি, তাঁদের পথে নিয়ে আসতেও সক্ষম হন। দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরেছেন কিংবা টেনে ধরতে চেষ্টা করছেন–সেই বিশ্বাস জনমনে গেড়েও দিতে পেরেছেন পুতিন।

বিশৃঙ্খলার পরের শৃঙ্খলা

বিশৃঙ্খলার পর পুতিন রাশিয়ায় শক্ত হাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়েলেৎসিনের আমলের অসংখ্য গণতান্ত্রিক উপাদান হাওয়া করে দেওয়ার পরও রুশরা পুতিনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর পশ্চিমা ধাঁচের উদারীকরণের প্রবক্তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার খুব কমই বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন রাশিয়ার মানুষেরা। তথ্যপ্রমাণ বলছে, অনেক রুশ আজকের দিনেও মনে করেন, গণতন্ত্র ও পশ্চিমা উদারীকরণের চেয়ে আগের সোভিয়েত আমল ভালো ছিল। সোভিয়েত পতনের পর যাঁদের জন্ম, তাঁরাও এ মনোভাব পোষণ করেন। সে কারণেই পুতিনের আমলের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশৃঙ্খল শাসন রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

নিঃসন্দেহে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার অনেক মানুষের জীবনযাপনে ধাক্কা দিয়েছে। পশ্চিমাদের আরোপ করা অভূতপূর্ব নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়ার প্রতি তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণ পুতিনের বয়ানকেই শক্তিশালী করেছে। পুতিন বলে আসছিলেন, পশ্চিমারা রাশিয়াকে পদানত করে রাখতে চায়। পুতিন রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষক–তাঁর এ দাবি প্রমাণের পথ সহজ করে দিয়েছে পশ্চিম। রাশিয়ায় এখন পুতিনের অনিবার্য বিকল্প কেউ নেই। কেবল পুতিনের স্বাস্থ্যই তাঁর শাসন অবসানের ক্ষেত্রে বড় হুমকি। কিন্তু পুতিন অসুস্থ, এ দাবির ভিত্তি খুব সামান্য। এসব কারণে যৌক্তিকভাবেই আমরা বলতে পারি, পুতিনের শাসন রাশিয়ায় থাকছেই।

আলেক্সান্ডার হিল সামরিক ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক, ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল শাকসবজিসহ রাইস	$ 9.99
স্পেশাল খাসমাংস রাইস	$ 18.99
পাকার খাসমাংস রাইস	$ 13.99
মুলতানা খাসমাংস রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

নন্দিত শিক্ষক নূরুল হক গর্বিত ছাত্র আমি

আফতাব চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে একদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে ক'জন শুভাকাঙ্খী বন্ধুর এক বৈঠকে কি একটি বিষয়ের উপর নিজের মতামত ব্যক্ত করে সংসদেরই প্রাণ পুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আল ইসলাহ সম্পাদক মরহুম নূরুল হক সাহেবকে তাঁর সাহিত্য পত্রিকায় আলোচিত বিষয়টি নিয়ে লেখার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, আপনি তা সবসময় বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনা, পরিবেশ, সমাজ ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সুন্দরভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আল ইসলাহ পত্রিকার একটি কলামে এসব বিষয়াদি নিয়ে লিখতে থাকুন- আমি স্পেস দেবো। আমি তখন বলেছিলাম স্যার- বলা যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়। মণীষী বেকনইতো বলেছেন- 'Reading make a full man, conference a ready man and writing an exact man.' লেখার মাধ্যমে এই ঠিক বা সত্য মানুষ হওয়া সহজ নয়। শ্রদ্ধাস্পদেষু বললেন, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও এক সময় লেখার স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। আপনি লেখা আরম্ভ করুন আর মাসিক কলামের একটি সুন্দর নাম দিন। বললাম 'অপ্রিয় হলেও সত্য' নাম দিয়ে লিখলে কেমন হয়? তিনি বললেন- মন্দ হবে না, এবং খুব সম্ভব এ শিরোনামে আমার একটা লেখা শ্রদ্ধেয় নূরুল হক সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত আল-ইসলাহ পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করে আজও লিখছি। আর 'অপ্রিয় হলেও সত্য' শিরোনামটি আজও আছে। আমিও ভাবছি এ শিরোনামে যতদিন পারি লিখবো, তাহলে নূরুল হক সাহেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এ শিরোনামে লিখতে বসলেই তাঁর কথা মনে পড়বে। আমি কিন্তু তাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম- শ্রদ্ধা করতাম বাবার মতই। তাঁর আচরণও ছিল আমার প্রতি ঠিক এ ভাবেই।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, মনের অন্তহীন ভাবনাগুলো নির্দিষ্ট একটি কলামের মাধ্যমে সচেতন পাঠকদের দরবারে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার কাজটি সহজ নয়। তাছাড়া বিষয় নির্বাচনও কঠিন। 'লেখা' শিরোনামে কবিগুরু লিখেছেন, "সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখবার তরে নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণতার অক্ষরে অক্ষরে কেন-পট রেখেছিস পূর্ণ করি? হয়েছে সময় নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে হক লয় সমাপ্তির লেখা দূর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, নবীনের রথযাত্রা লাগি.... ।"

আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই- আমি সাহিত্যের ছাত্রও নই, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের। কিন্তু লেখার ভালমন্দ বুঝতে পারি। কবি আরো বলেছেন, পদ্য জিনিষটা সমুদ্রের মত, তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানতঃ তরঙ্গের। কিন্তু গদ্যটা স্থলসদৃশ। তাতে নানা মেজাজের রূপ নিয়ে আসা হয়। অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি সমতল প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের; আর স্থলের আবির্ভাব হাল-আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাই প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠেছে। তাকে ব্যবহার করা- অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়। ক্ষমতা অনুসারে সে চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই- ধীরে ধীরে ছুটে চলা, নেচে চলা, তার পরে না চলারও। কত আকার কত রকমের শোয়া, বসা, দাঁড়ানো- 'মাত্র ২৯ বছর সময়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর যা লিখেছেন তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রমথ নাথ বিশী লিখেছেন। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর প্রেমিকের মতো দৃষ্টি নেই। নিতান্তই ভৃত্যের দৃষ্টিতে তারা ভাষাকে দেখে থাকেন, এখন বাংলা ভাষার গতি বেড়েছে, শব্দ সম্পর্কে বেড়েছে কিছু নমনীয়তা। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায় যে আভিজাত্য, যে মহিমাময় পদক্ষেপ, যে উদার আড়ম্বর দৃষ্ট হয় তা লোপ পায়নি। ভাষার সে রাজকীয়তা আর নেই, ভাষা এখন নির্বাচনোত্তীর্ণ এম.এল.এ স্তরে বিচক্ষণ কারিগরের স্তরে নেমে এসেছে। ভাষা এখন ভাব প্রকাশের যন্ত্র মাত্র, ভাষা আর স্বপ্রতিষ্ঠা নয়, হয়ত কালের গতিতে ইহাই অনিবার্য। রাজকীয় কালের সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও চলে গেছে....'

অন্যদিকে অন্নদা শংকর রায় বলেছেন, একটি শব্দও এত শক্তিমান হতে পারে যে, হাজার বছর ধরে মানুষের শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। একটা বাক্যের জন্য হয়ত একটা যুগ অপেক্ষা করছিলো। যেই ওটি উচ্চারিত



হলো এমনি মানুষ পেয়ে গেলো তার ভাবনার কণ্ঠস্বর। একটি আইডিয়াও ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। বলা বাহুল্য 'অপ্রিয় হলেও সত্য' লিখতে গিয়ে যতসব অপ্রিয় প্রশ্নের অবতারণা অনেকের কাছে ধান ভানতে শীবের গীত মনে হয়েছে- একটি লেখার মধ্যে যদি ভাব ও ভাষা সমৃদ্ধ নতুন আইডিয়া থাকে, জনগণের মধ্যে পরিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত থাকে, অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে কষাঘাত থাকে তবে সে লেখার স্থায়িত্ব ও আবেদন বেশী হয়। জানি আমাদের মতো সাধারণ সাংবাদিক ও কলাম লেখকের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। তবুও ভাবতে আপত্তি কি?

সে যাই হোক, পরম শ্রদ্ধেয় নূরুল হক সাহেব উৎসাহ দিতে শুরু করলেন- আর আমি লিখতে শুরু করলাম। লেখার বিষয়বস্তু ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিজের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও প্রচুর বই কিনতে শুরু করলাম। কিন্তু এত বই কোথায় রাখা যায়- এও এক সমস্যা। অবশেষে আমি আমার সহধর্মীনির সঙ্গে পরামর্শ করে যেখানে বসে পড়ালেখা করি সেখানে ও ড্রইং রুমকেই বই রাখার জন্য নির্ধারণ করেছিলাম, এটা এখনও বলবৎ আছে। আমি খুশি যে আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে এখন প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার বই রয়েছে। কোনও এক লেখকের কথা মনে পড়লো বারবার। তিনি বলেছিলেন, দেয়ালে হাজার টাকার এক-খানি নোট না ঝুলিয়ে হাজার টাকা দামের একখানি ছবি ঝুলানোতে যে অধিক সুরুচির পরিচয় দেয়, তেমনি নানা বর্ণের নানা লেখকের রাশি রাশি বই সারি সারি বই সাজিয়ে রাখাতে প্রমাণ হয় যে গৃহকর্তা একাধারে ধনী ও গুণী। এরপর এ লেখকই অন্যত্র লিখেছেন, যতদিন না বাঙালী সমাজ নিজেদের পাঠক হিসাবে না দেখে পুস্তক ক্রেতা হিসাবে দেখতে শিখবেন, ততদিন বঙ্গ সাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না। লেখক বই ক্রেতাকে ধনী ও গুণী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু যারা ধনী তারা বই কিনেনই না, পড়াতো দূরের কথা। ধনী না হলেই বই কেনা ও বই পড়া যাদের অভ্যাস তারা বই কিনেন ও পড়েন। আর বই কিনে যারা পড়েন না তারা নিশ্চয়ই নিজেদেরকে গুণী হিসাবে প্রচার করার জন্য বই কিনেন। সে যাই হোক, আবার ড্রইং রুমে ফিরে আসি। ড্রইং রুম যখন আস্তে আস্তে বই ও বইয়ের আলমীরা দ্বারা ভর্তি হতে লাগলো তখন পরিবারের অন্যান্যের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করলাম। কেউ কেউ মৃদু আপত্তিও করতে লাগলেন। তাদের ধারণা বই ও আলমীরা দ্বারা ড্রইং রুমের সৌন্দর্য শোভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি পরিবারের সবাইকে বইয়ের উপস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা সুস্থ পরিবেশের সহায়ক ইত্যাদি অনেক কিছুই বুঝাতে চেষ্টা করলাম- এখনও করছি। বুঝতে বাকী থাকছে না যে, বই এখন অনেকের শত্রু। আমার পরে যে এগুলো এ ড্রইং রুমে থাকবে না তাও বুঝতে বাকী নেই। তবে এ ব্যাপারে আমার নির্দেশ রয়েছে।

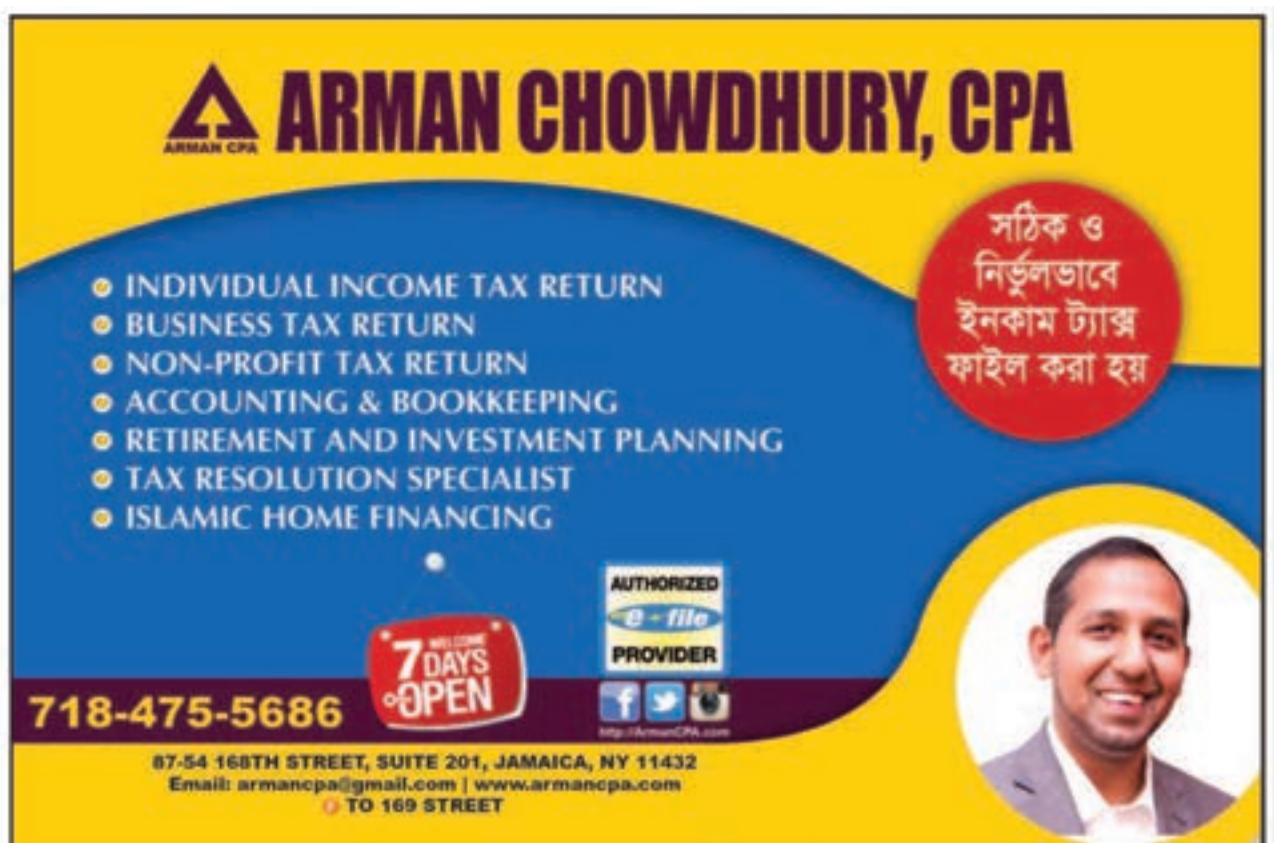
এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা প্রত্যক্ষ করে প্রচুর আনন্দ পেলাম। আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর ছেলেকে প্রায় দু'মাইল পথ পায়ে হেঁটে কলেজে যেতে দেখে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম- বাবা তুমি তো অবস্থা সম্পন্ন ঘরের ছেলে, পায়ে হেঁটে কলেজে যাচ্ছ কেন? মা কি রিক্সাভাড়া দেন না? ছেলেটি বললো, চাচা মা রিক্সা ভাড়া দিয়েছেন ঠিকই, আমি এ টাকা জমিয়ে রাখছি বই কেনার জন্য। কদিনের রিক্সা ভাড়া বাঁচিয়ে সে টাকা দিয়ে আমি বই ক্রয় করি। বললাম- তোমার মা-বাবা কি বই ক্রয় করার জন্য টাকা দেন না? সহজ সরল উত্তর- দেন কিন্তু আমি চাই কিছু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে সে কষ্টের টাকা দিয়ে বই কিনি এবং ইতিমধ্যে এভাবে বেশ কিছু বই কিনেছি। পড়াও হয়ে গেছে কেনা অনেকগুলো বই। আমি শুনে মুগ্ধ হলাম। রিক্সার ভাড়া বাঁচিয়ে বই কেনা- এটা একটা মহৎ অভ্যাস। এ ব্যতিক্রমধর্মী অভ্যাসের জন্য ছেলেটার প্রশংসা করতেই হয়।

আজকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শুভাকাঙ্খী মরহুম নূরুল হককে যিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করে, উৎসাহ দিয়ে লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে সব সময় সৎ উপদেশ দিতেন। আন্তরিকভাবে আমার মঙ্গল কামনা করতেন। বিনয় এবং সহিষ্ণুতা তার কাছ থেকেই শিখেছি।

একদিন আমি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় বেশ আঘাত পেয়ে কদিন বিছানায় শুয়েছিলাম। একটি লেখায় তার উল্লেখও করেছিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে একদিন সাক্ষাৎ হলে আমাকে বললেন, 'তুমি যে দুর্ঘটনায় পড়ে আহত হয়ে ক'দিন বিছানায় শুয়েছিলে তাতো আমাকে জান-াওনি- তোমার এক লেখায় সে সংবাদ পেলাম।' আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ প্রশ্নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমার চোখে পানি আসতে দেখে বললেন, কেঁদোনা আমি তো তোমার শুভাকাঙ্খী, মঙ্গলাকাঙ্খী, তোমাকে স্নেহ করি, নিজের ছেলের মতোই। হ্যাঁ আমি স্বীকার করি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে যে, আমার প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। তাঁর মত ধীর, স্থির, সংযতবাক, মহৎপ্রাণ মুরব্বী আর ক'জনই বা আছেন সমাজে। আমরাও তো আর ছোট নই- জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত প্রায়।

আজকের এই পরন্ত বিকালে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার বাবা আব্দুস সোবহান চৌধুরীকে যিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া কালে আমার হাতে কলকাতার 'প-য়গাম' নামক পত্রিকা প্রতিদিন আমার হাতে দিয়ে পড়তে পরামর্শ দিতেন। আর ঐ সময় থেকেই আমার শুরু- আমি দেশ-বিদেশের কম করে হলেও ১২টা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লিখি আর পড়ি প্রতিদিন- ১০ থেকে ১২টি পত্রিকা। আমি আনন্দিত এজন্য যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমার ২৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও ক'টি বই প্রকাশের অপেক্ষায়।





ফিজিওথেরাপি শিক্ষা ও সেবার গুরুত্ব

ডা. দলিলুর রহমান

বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ শারীরিক নানা ধরনের ব্যথা, ব্যথাজনিত উপসর্গ ও প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে আনতে ফিজিওথেরাপি অন্যতম চিকিৎসাসেবা। আর এই ফিজিওথেরাপি পাওয়া তাদের অধিকার। শারীরিক নানা ব্যথা, দুর্বলতা, প্যারালাইসিসের কারণে মানুষের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। মানুষের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা কমে যায়। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বাইরে এটা জাতীয় উন্নয়নের জন্যও অন্তরায়। শারীরিক কষ্ট শেষ পর্যন্ত ভীষণ মানসিক পীড়ার কারণ হয়। এসব সমস্যার জন্য ফিজিওথেরাপি অন্যতম চিকিৎসা, যা এসব মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করে। আজ ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস। এই দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'অস্টিওআর্থ্রাইটিস প্রতিকার ও প্রতিরোধ–উভয়টিতেই ফিজিওথেরাপি সমান কার্যকর।'

ফিজিওথেরাপি ছাড়া আধুনিক চিকিৎসা অসম্পূর্ণ

বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ আংশিক বা পুরোপুরি প্রতিবন্ধিতায় ভুগছে। এই ব্যথা ও প্রতিবন্ধিতার প্রধান চিকিৎসাব্যবস্থা ফিজিওথেরাপি। সড়ক দুর্ঘটনা, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, বিকলাঙ্গতা, পক্ষাঘাত এবং বড় কোনো অস্ত্রোপচারের পর রোগীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি ভালো ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি রোগ, বাত ব্যথা ও পক্ষাঘাতের রোগীরা ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি নিয়ে ভালো ফল পান।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস প্রতিকার ও প্রতিরোধে ফিজিওথেরাপি

বিশ্বজুড়ে ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ অস্টিওআর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত, বাংলাদেশেও এ সমস্যা ঘরে ঘরে। এ রোগ ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে হাঁটুতে হয়ে থাকে। হাড়ের ক্ষয়, পেশির দুর্বলতা, অতিরিক্ত মেদ, বয়স্ক জনগোষ্ঠী এ সমস্যার অন্যতম কারণ। এ ধরনের সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধে দ্রুত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

লং কভিডে ফিজিওথেরাপি

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্বাস্থ্য নির্দেশিকায় লং কভিডের জন্য ব্যায়াম, পর্যাপ্ত পানি পান, ইতিবাচক চিন্তা, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি পরামর্শ মেনে চলতে বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলেছে, কভিড-পরবর্তী সময়ে শারীরিক সক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক দুর্বলতা, ব্যথাজনিত উপসর্গ ও শ্বাসকষ্ট নিরাময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকলে ফিজিওথেরাপির ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের দেশে কভিডের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কাটানোর চিকিৎসার জন্য কোনো প্রটোকল এখনো তৈরি হয়নি।

অর্থপেডিক সমস্যা ও ব্যথার রোগীদের জন্য ফিজিওথেরাপি

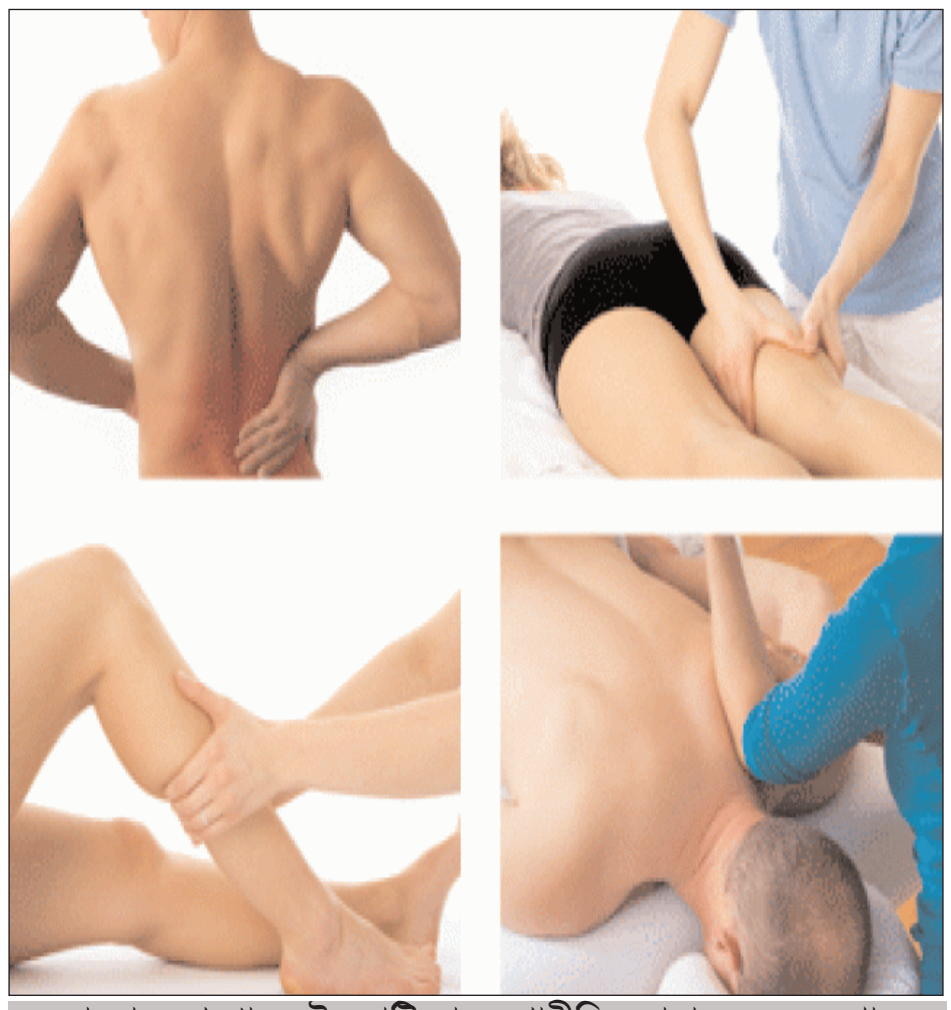
নানা ধরনের বাত, যেমন–স্পন্ডিলাইটিস, স্পন্ডাইলোসিস, স্পন্ডিলিসথেসিস; অর্থাৎ ঘাড়, কোমর ও মেরুদণ্ডের ব্যথায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা বেশ কাজে দেয়। পাশাপাশি অস্থিসন্ধির বাত, হাঁটুর ব্যথা, ফ্রোজেন শোল্ডার বা কাঁধে ব্যথা এবং পায়ের গোড়ালির সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অপরিহার্য। হাড়ের রোগ অস্টিওপোরোসিস, মাংসপেশির রোগ সারকোপেনিয়াতে ফিজিওথেরাপির বিকল্প নেই।

স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যায় ফিজিওথেরাপি

ব্যাক, স্পাইনাল কর্ড ও নার্ভ ইনজুরির কারণে সৃষ্ট প্যারালাইসিস এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার বিকল্প নেই। এ ধরনের সমস্যায় নিউরোলজিক্যাল ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আঘাত অথবা শল্যচিকিৎসায় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতায় ভুগে পঙ্গুত্ববরণ করে অনেকে। এ ধরনের রোগীর শরীর অবশ হয়ে যায় বা মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায়। এসব রোগীর শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ানো এবং অস্থিসন্ধি সচল রাখা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তুলতেও ফিজিওথেরাপির বিকল্প নেই।

ক্যান্সার ও ফিজিওথেরাপি

ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী অসুস্থতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি। চিকিৎসাধীন অনেক ক্যান্সার রোগী দুর্বলতা ও ক্লান্তি বোধ করে। ফিজিওথেরাপি ক্যান্সার রোগীকে সামগ্রিক পেইন ম্যানেজমেন্ট করতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা কমাতে পারে, ক্যান্সারের ওষুধ ও কেমোথেরাপির কারণে স্নায়ুর ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে এবং এর জন্য রোগীর বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে ডি-কন্ডিশনের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। ক্যান্সার রোগীদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলো বোঝে এমন একটি উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত পুনর্বাসন ক্লিনিক খোঁজা এবং রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য ক্যান্সার রোগী চিকিৎসা দিয়ে



বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ শারীরিক নানা ধরনের ব্যথা, ব্যথাজনিত উপসর্গ ও প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে আনতে ফিজিওথেরাপি অন্যতম চিকিৎসাসেবা। আর এই ফিজিওথেরাপি পাওয়া তাদের অধিকার।

অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুরোগ ও ফিজিওথেরাপি

অনেক শিশু জন্মগতভাবে প্যারালাইসিস বা সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, অটিজম ও মেরুদন্ডের সমস্যা নিয়ে জন্মায়। ফলে তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়। আবার দেখা যায়, অনেক শিশুর হাত-পা বেঁকে যায় কিংবা বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়। এসব শিশুর ফিজিওথেরাপি অত্যাবশ্যক এবং তা অবশ্যই শিশু ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্পোর্টস ইনজুরি ও ফিজিওথেরাপি

খেলা ও ফিজিওথেরাপি যেন অবিচ্ছেদ্য। একে অন্যের পরিপূরক। খেলাধুলা করলে ইনজুরি হতেই পারে। তাই স্পোর্টস ইনজুরি প্রতিরোধ এবং ইনজুরিতে পড়া খেলোয়াড়কে বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে খেলার উপযোগী করতে স্পোর্টস ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞরা ভূমিকা রাখছেন।

üদরোগ, শল্যচিকিৎসার পর ফিজিওথেরাপি

বুকে কফ জমা, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরও ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন পড়ে। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে রোগীর অক্সিজেন ধারণক্ষমতা ঠিক রাখতে ফিজিওথেরাপি দিতে হয়। রোগীদের নিরাপত্তা বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে অ্যারোবিক এক্সারসাইজের প্রেসক্রিপশন মেনে ফিজিওথেরাপি করতে হয় এবং ভুল হলে রোগীর জীবন হুমকির মুখে পড়ে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের (আইসিইউ) রোগীদেরও ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে মাংসপেশি ও অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়, এমন রোগীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ফিজিওথেরাপি ভালো কাজ দেয়। এর জন্য শল্যচিকিৎসার ওপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

পোড়া রোগীদের ফিজিওথেরাপি

আমাদের দেশে অগ্নিকান্ডের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। আগুনে পোড়া রোগীর দীর্ঘদিন ধরে মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে থাকে, অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় যদি নিয়মিত ফিজিওথেরাপি নেওয়া হয়, ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

পঙ্গু পুনর্বাসন ও বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ফিজিওথেরাপি

দেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ প্রবীণ, যাঁরা হাড়ের জয়েন্ট ও মাংসপেশির ব্যথা, শারীরিক দুর্বলতাসহ বিভিন্ন রকম বার্ধক্যজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। বার্ধক্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা হয়। মাংসপেশি ক্ষয় হয়। এ কারণে অনেকে চলাফেরার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এসব মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের ক্ষমতা বজায় রাখতে ফিজিওথেরাপির বিকল্প নেই।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণে হাত-পা হারানো ব্যক্তির কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের প্রয়োজন হয়। গাছ কিংবা ওপর থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় মেরুদন্ডের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিজনিত কারণে অনেকেই পঙ্গুত্বের শিকার হয়। এসব মানুষের চলাফেরা স্বাভাবিক করতে ফিজিওথেরাপি একমাত্র পদ্ধতি। অর্থোপেডিক ও নিউরোলোজি ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেওয়া বেশি কার্যকর।

নারীস্বাস্থ্য ও ফিজিওথেরাপি

দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী নারী। হরমোন, স্ট্রাকচারাল মেকআপ, গর্ভাবস্থা ও প্রসবের কারণে নারীদের শরীরে ব্যথা এবং নানা ধরনের সমস্যায় ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন হয়। জেনিটাল অঙ্গে ব্যথা ও দুর্বলতা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া, প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর পেশির ব্যথা, স্তন ক্যান্সারে অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসন, লিম্ফেডেমা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা কার্যকর। ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে পেলভিক ফ্লোরকে শক্তিশালী করলে গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের সময় ও পেলভিক ফ্লোর সম্পর্কিত সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধে নারীদের জন্য অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বিশেষ করে মেনোপজের পর স্বাভাবিকভাবেই হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়। এ ক্ষেত্রে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট হাড় শক্তিশালী করতে এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারেন।

বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি অবকাঠামো, বাধা

বিশ্ব উন্নয়নের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে ফিজিওথেরাপি। বর্তমানে বিশ্বমানের সব বিশ্ববিদ্যালয় ফিজিওথেরাপি বিষয়ে ডক্টর অব ফিজিওথেরাপি, পিএইচডি, মাস্টার্স, ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রদান করছে।

স্বাস্থ্য মানেই শুধু চিকিৎসাই নয়, আর চিকিৎসা মানেই শুধু ওষুধ নয়। স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি প্রতিকার-প্রতিরোধ-পুনর্বাসন-প্রমোশন–চার ক্ষেত্রেই ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অপরিসীম। ফিজিওথেরাপির এ রকম অপরিহার্য গুরুত্ব বিবেচনায় স্বাধীনতা-উত্তর আমেরিকান সার্জন ডা. আর জে গাস্টের পরিচালনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অধীনে পঙ্গু হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (RIHD/NITOR) ফিজিওথেরাপি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু হয়।

স্বাধীনতার ৫১ বছরে ফিজিওথেরাপি শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই; কিন্তু জনমানুষের চিকিৎসার অধিকারের স্বার্থে দেশে ফিজিওথেরাপি শিক্ষা ও চিকিৎসার নিয়ন্ত্রিত প্রসার দরকার।

আমাদের দেশে সনদপ্রাপ্ত ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকদের সরকারি চাকরির সুযোগ নেই। ফলে ফিজিওথেরাপি পেশা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থা দেশের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার পর ফিজিওথেরাপিস্টদের পেশা চর্চার কোনো সনদ দেওয়া হয় না। প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮।

আধুনিক ও যুগোপযোগী ফিজিওথেরাপি বিষয়ে এখনই আমাদের নজর দেওয়া উচিত। ফিজিওথেরাপি শিক্ষা ও সেবায় আমাদের উদাসীনতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই।

লেখক: আইপি প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফিজিক্যালথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)





বাংলা ট্যুর গ্রুপ ঘুরে এলো নায়াগ্রা

(শেষের পাতার পর)

ট্যুরিস্ট সহ সর্বমোট ৫৬ জন টুরিস্ট নিয়ে ট্যুর গ্রুপটি নায়াগ্রার দিকে রওয়ানা দেয়।

গ্রুপটি নায়াগ্রা ফলস সংলগ্ন কোয়ালিটি হোটেলে রাত্রি যাপন করে। তারা সকলে মিলে মেইড অব দি মিস্ট জাহাজে চরে ফলসের সৌন্দর্য অবলোকন করে। সন্ধ্যায় ফলসের নান্দনিক আলোকসজ্জাসহ আতশ বাজির শোভা উপভোগ করেন। ফেরার পথে তারা কর্নিং গ্লাস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। গ্রুপটি ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক ফিরে আসেন। ট্যুর গ্রুপে সস্ত্রীক লেখক-অনুবাদক, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, স্বপরিবারে সাংবাদিক শাহিনুর রহমান, ব্রঙ্কসের সুন্দরবন গ্রোসারীর স্বত্বাধিকারী স্বপন তালুকদার সহ নিউইয়র্কের জ্যামাইকা, ওজনপার্ক, ব্রুকলীনের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নায়াগ্রা ভ্রমণ করেন।

বাংলা ট্যুরের নায়াগ্রা ভ্রমণে ট্যুর কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল।

ভ্রমণ গ্রুপের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন বাংলা ট্যুরের সিইও হাবিব রহমান।

নতুন চেয়ারপারসন হিরো

(শেষের পাতার পর)

(ফোবানা)'র একাংশের নতুন কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে। দুই বছর (২০২২-২০২৩) মেয়াদি নতুন এ কমিটিতে ড. আহসান চৌধুরী হিরো (টেক্সাস) চেয়ারপারসন এবং নাহিদুল খান সাহেল (জর্জিয়া) এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর, রোববার ইলিনয়স অঙ্গরাজ্যের স্কোকি শহরের ডাবল ট্রি হিলটন হোটেলের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত ফোবানার ২০২২-এর বাৎসরিক সাধারণ সভায় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী বছর ২০২৩ সালে টেক্সাসের ডালাসে এবং ২০২৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৩৭ ও ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন। গত বছর ফোবানার ২০২১-এর বাৎসরিক সাধারণ সভায় ২০২৩ সালের ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট কমিটি নির্বাচিত করা হয় বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (টেক্সাস)।

ফোবানার প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব রেজা রহিম, নির্বাচন কমিশনার ডিউক খান এবং অভিষেক চক্রবর্তীর পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয় এবং পূর্ণ বিধিমালা অনুসরণ করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করা হয় বলে জানান নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ।

ফোবানা'র ২০২২-২০২৩ সালের জন্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-ভাইস চেয়ারপারসন মাসুদ রব চৌধুরী, যুগ্ম এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী মানিক। আউটস্টান্ডিং মেম্বাররা হলেন-রেহান রেজা, মকবুল এম আলী, সাঈদ আহসান, রবিউল করিম, জসিম উদ্দিন, মোহাম্মাদ এম রহমান, বাবুল হাই ও নুরুল আমিন। নির্বাচিত ১৬টি নির্বাহী সদস্য সংগঠন হলো যথাক্রেমে- বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস



(টেক্সাস), বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোশিয়েশন অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি, ডিসি), বাংলাধারা, বাংলাদেশ কমিউনিটি অব গ্রেটার শিকাগো, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব হিউস্টন (টেক্সাস), বাইটপো, বাঙালী বয়েস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইনক, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা (বাই, ডিসি), বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটি অফ গ্রেটার হিউস্টন (টেক্সাস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার কান-সাস সিটি (কানসাস), ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি (ভার্জিনিয়া), ইউএস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন অব ফ্লোরিডা, বাংলাদেশ থিয়েটার হিউস্টন (টেক্সাস), বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি অব জর্জিয়া, বাংলাদেশ আমেরিকান উইমেন অ্যাসোসিয়েশন অফ টেক্সাস, এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া।

আগামী ২০২৩ সালের ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন-বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (টেক্সাস) এবং আগামী ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নর্থ টেক্সাস (টেক্সাস) বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোশিয়েশন অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি, ডিসি)।

স্থূলতায় বাড়ছে কিডনি রোগ

(শেষের পাতার পর)

সমস্যায় ভুগছেন। প্রতিদিন বিশ্বে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন কিডনির রোগে। কোনো কারণে কিডনিতে সংক্রমণ দেখা দিলে শরীরে দানা বাঁধে নানা রকম রোগ। শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেলেও দেখা দিতে পারে কিডনির রোগ। গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য। তাতে বলা হয়েছে অধিক ওজনের জন্য ক্রমেই বাড়ছে কিডনির সমস্যা।

চিকিৎসকরা বলছেন, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য যেমন কিডনির সমস্যা দেখা দেয়। তেমনই কিডনির রোগের ঝুঁকি বাড়ে স্থূলতার জন্যও। গবেষণায় জানা গেছে, মাত্রাতিরিক্ত ওজন কিডনির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। ওজন বেশি হলে রক্তে বর্জ্যরে পরিমাণও বেড়ে যায়। আর এই রক্ত শোধন করতে কিডনিকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। এতে কিডনির ওপর চাপ পড়ে।

গ্লেনিগেলস গ্লোবাস হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট ডা. গন্ধে শ্রীধন জানান, ওজন বৃদ্ধির জন্য কিডনি রোগ দেখা দেয়। কিডনির রোগীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ এমন রোগী আছে, যাদের ওজন বৃদ্ধির জন্য কিডনির সমস্যা দেখা গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দ্রুত ওজন বৃদ্ধি কিডনির জন্য ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিডনি রোগ থেকে বাঁচতে হলে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করতে হবে। তবে খুব কম পানি পান যেমন ক্ষতিকর তেমনই বেশি পানি পান করলেও কিডনির রোগ দেখা দিতে পারে। কিডনিতে পাথর, ইউরিন ইনফেকশনের মতো সমস্যা দেখা দিলে তখনই ডাক্তার দেখাতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না। ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ওজন বাড়তে দেয়া যাবে না। ওজন বাড়লে এই দুই রোগ বেড়ে যায়। এর থেকে কিডনিতে খারাপ প্রভাব পড়ে। ডাক্তারি পরামর্শ মেনে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। কিডনির সমস্যা দেখা দিলে লাল গোশত এড়িয়ে চলাই ভালো। এড়িয়ে চলতে হবে বাদাম, মটরশুঁটির মতো খাবারও। নিয়মিত এক্সারসাইজ করতে হবে। দিনে সকালে ৩০ মিনিট ও রাতে ৩০ মিনিট হাঁটা উচিত। এতে সব রকম রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

গ্যালারিতেই ক্ষৌরকর্ম!

(শেষের পাতার পর)

ইতিহাসে প্রথমবার এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটল।

আর্থার অ্যাশ কোর্টে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের মাঝে হঠাৎ দেখা যায়, দর্শকদের মধ্যে এক ব্যক্তি চুল কাটার যন্ত্র দিয়ে আর একজনের চুল কেটে দিচ্ছেন। এ ঘটনার ভিডিও করেন অনেকে। নেটমাধ্যমে সেটি প্রকাশ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়।

তার পরই পদক্ষেপ করেন ইউএস ওপেন কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তারক্ষীরা গিয়ে দু'জনকে সেখান থেকে বের করে দেন। পরে জানা যায়, ওই দু'জন নেটমাধ্যমে নানা রকম মজার ভিডিও বানান। সেই ধরনেরই ভিডিও বানানোর চেষ্টা করছিলেন তারা। যদিও তাদের এই কীর্তি ভালোভাবে নেননি ইউএস ওপেন কর্তৃপক্ষ।

ইউএস টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিক ব্রেন্ডন ম্যাকিনটায়ার বলেছেন, 'দর্শকরা এ ঘটনা দেখে আমাদের খবর দেয়। নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে গিয়ে দুইজনকে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দেয়। ওদের জন্য খেলায় বিঘ্ন হচ্ছিল।

নিজ নামে পর্দায় আসছেন জয়া

(শেষের পাতার পর)

নাম 'জয়া ও শারমিন'। পরিচালনা করেছেন পিপলু খান। মাত্র ১০ জন শিল্পী আর কলাকুশলী নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১৫ দিনে হয়েছে এই ছবির শুটিং। এদিকে সম্প্রতি জয়া আহসান তার ফেসবুকে ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, অবশেষে 'জয়া আর শারমিন'। দু'জন নারীর অচেনা ভুবনের ছবি। আমাদের অন্তর্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত আর অনুক্ত-অব্যক্ত অনুভূতির ডকুমেন্টেশন। একটা অদ্ভুত সময়ে, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় ছোট্ট একটা ছবি। আশা আছে এটি আপনাদের অনুভূতিকে নাড়া দেবে। ছবিতে আমি জয়া চরিত্রে আর থিয়েটারের শিল্পী মহসিনা অভিনয় করেছেন শারমিন চরিত্রে। ওর জন্য আমার শুভকামনা। আমাদের এই যাত্রায় আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। জয়া আরও বলেন, এ ছবিটিতে অন্যরকম একটি সময়ের কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। ছবিটি করতে গিয়ে অভিজ্ঞতাও হয়েছে একেবারেই আলাদা। ছবিটি দেখলে দর্শক বুঝতে পারবেন। পরিচালক পিপলু খান বলেন, ছবিটি হতে যাচ্ছে দু'জন মানুষের মধ্যকার মানবিক সম্পর্কের গল্প। ছবির প্রযোজক হিসেবে আছেন পিপলু আর খান, জয়া আহসান ও আবু শাহেদ ইমন। এর কাহিনী লিখেছেন পিপলু আর খান ও নুসরাত ইসলাম মাটি। পরিচালক জানালেন, আগামী বছরের জানুয়ারিতে ছবিটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

রওশনকে সরানোর সিদ্ধান্তে একমত জাপার প্রেসিডিয়াম

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : রওশন এরশাদকে সরিয়ে জি এম কাদেরকে সংসদে বিরোধী দলের নেতা করতে জাতীয় পার্টির (জাপা) সংসদীয় দলের নেওয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যরা। শনিবার সকালে দলের প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে উপস্থিত থাকা সদস্যরা সংসদীয় দলের নেওয়া সিদ্ধান্তের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

জাপা চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয়ে ওই বৈঠক হয়। জাপার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের এই বৈঠকে মহাসচিব মুজিবুল হক, কো-চেয়ারম্যান এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, সৈয়দ আবু হোসেন, সালমা ইসলাম, মসিউর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আবুল কাশেম, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, সাহিদুর রহমান, শেখ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ফকরুল ইমাম, সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, সুনীল শুভ রায়, মীর আবদুস সবুর, মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীসহ বেশির ভাগ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে কেউ হাত মেলালে তিনি যে পর্যায়ের নেতাই হোন, তাঁকে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বহিষ্কার করা হবে।

এর আগে গত বুধবার জাপার প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ দলের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন এবং নিজেকে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক করে আট সদস্যের একটি কমিটিরও ঘোষণা দেন। এর পরদিন বৃহস্পতিবার রওশন এরশাদকে সরিয়ে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা মনোনীত করেন জাপার সংসদ সদস্যরা। উল্লেখ্য, রওশন এরশাদ অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে আছেন।













কমিটি গঠনের দফায় দফায় সভা

(শেষের পাতার পর)

বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোতে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিলো হতাশাজনক। সম্মেলনে ফোবানার বিদায়ী চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার ফোবানার ২০২৩-২০২৪ সালের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে গিয়াস আহমেদ ও সেক্রেটারী হিসেবে শাহ নেওয়াজের নাম ঘোষণা করে বলেন নতুন চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী পরবর্তীতে বসে পূর্ণাঙ্গ স্টিয়ারিং কমিটি ঘোষণা করবেন। অপরদিকে কনভেনর এজাজ আকতার তৌফিক ঘোষণা দেন যে, আগামী বছর অর্থাৎ ৩৭তম ফোবানা হবে যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্যে। আয়োজক সংগঠন থাকবে বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট। খবর ইউএনএ'র।

শনিবার সন্ধ্যায় দু'দিনব্যাপী মন্ট্রিয়ল ফোবানা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর ছিলো উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর আগে অপরাহ্নে ছিলো ট্যালেন্ট শো, কাব্য জলসা ও সেমিনার। বিকেল থেকেই কানাডার মন্ট্রিয়েল ও টরন্টো সহ কানাডার বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা সপরিবারে অংশ নেন। এছাড়াও নিউইয়র্ক থেকে শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া, কানেকটিকাট, নিউজার্সী, জর্জিয়া প্রভৃতি রাজ্য থেকেও প্রবাসীরা অংশ নেন। ফলে ফোবানা সম্মেলন স্থল লাভাল শেরেটান হোটেল এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত হয়।

সন্ধ্যায় মূল মঞ্চে কানাডার স্থানীয় এমপি হাউজ ফাদার, সিটি কাউন্সিলম্যান মার্টিন রন হ্যান্ড সহ মূলধারার রাজনীতিক ও ফোবানা নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এইদিন আতিকুর রহমান সালু স্বরচিত কবিতা ও এম এ সাদেক বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করেন এবং প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কবি নাতনী অনিন্দিতা কাজী। রাতে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী এস আই টুটুল। তিনি দেশের স্মরণীয় শিল্পীদের গানের পাশাপাশি নিজের গান নিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শত শত দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। মধ্য রাত পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রোববার সেমিনার, আজীবন সম্মানা অ্যাওয়ার্ড প্রদান ছাড়াও ছিলো ফ্যাশন শো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন রাতে ফোবানার নতুন স্টিয়ারিং কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। তবে এই কমিটি গঠন করতে ফোবানা কর্মকর্তাদের শনি ও রোববার দফায় দফায় অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হতে হয়। সবশেষে রোববার গভীর রাতে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন কমিটির (২০২৩-২০২৪) চেয়ারম্যান হিসেবে গিয়াস আহমেদ ও সেক্রেটারী হিসেবে শাহ নেওয়াজের নাম চুড়ান্ত হয়। এজন্য একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। সম্মেলনের চেয়ারম্যান আলী ইমাম তাদের নাম ঘোষনা করেন। চুক্তি মোতাবেক ২০২৩-২০২৪ সালের চেয়ারম্যান হিসেবে গিয়াস আহমেদ ও সেক্রেটারী হিসেবে শাহ নেওয়াজ দায়িত্ব পান। এবং ২০২৫-২০২৬ সালের ফোবানা চেয়ারম্যান থাকবেন শাহ নেওয়াজ। এর আগে আগামী সম্মেলনের স্থান ও আয়োজক সংগঠনের ঘোষণা দেন কনভেনর এজাজ আকতার তৌফিক। তিনি ২০২৩ সালের সম্মেলন কানেকটিকাট এবং আয়োজক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বিএএসি) হওয়ার কথা ঘোষণার পাশাপাশি বিএএসি'র সভাপতি নূরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরীকে পরিচয় করিয়ে দেন। এর আগে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ফোবানা'র সদস্য সচিব (অপারেশন) ও সদস্য সচিব (অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন) লাবলু আকন। এদিন বাংলাদেশের জন-প্রিয় শিল্পী তাহসান সবশেষে সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। মধ্যরাত ২টার দিকে তার গানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

কনভেনর এজাজ আকতার তৌফিক ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী সম্মেলন এবং আয়োজক সংগঠন হিসেবে বিএএসি'র নাম গৃহীত হয়েছে। তিনি আরো জানান, ১৬০০ আসন বিশিষ্ট লাভাল শেরাটন হোটেলের বলরুম দু'দিনের সম্মেলনে দর্শক-শ্রোতায় ছিলো প্রায় পরিপূর্ণ। তিনি বলেন, আমরা একটি ভালো সম্মেলন উপহার দিতে গিয়ে পরবর্তীতে 'নাম্বার ওয়ান' সম্মেলন উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এজন্য সবার সহযোগিতা পেয়েছি, আমরা 'নাম্বার ওয়ান' ফোবানা উপহারদিতে পেরেছি। তাই সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।













মন্ট্রিয়ল ফোবানা সম্মেলন উপলক্ষে 'মন্ট্রিয়লে এক টুকরো বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেন তাজ মোহাম্মদ।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়া রাজ্যের লস এঞ্জেলেসে, ইলিনয় রাজ্যের শিকগো এবং নিউইয়র্কে পৃথক পৃথক আয়োজনে আরো তিনটি বিভক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে একই সময়ে। পাশাপাশি নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ কনভেনশন' নামে আরো একটি সম্মেলন হয় লেবার ডে উইকেন্ডে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com



ব্রিটেনের নতুন রাজা চার্লস

ঢাকা ডেস্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর যুক্তরাজ্যের নতুন রাজা হয়েছেন তার বড় ছেলে চার্লস। এতদিন প্রিন্স অব ওয়েলস বলে পরিচিত ছিলেন তিনি।

আগামী শনিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন বলে জানা গেছে। লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেবেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রিন্স চার্লস সবচেয়ে বেশি বয়সে রাজা হতে যাচ্ছেন। বর্তমানে তার বয়স ৭৩ বছর।

বিবিসি জানায়, বৃহস্পতিবার রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করার সময়ই রাজ পরিবার থেকে করা টুইটে চার্লসকে রাজা এবং তার স্ত্রী ক্যামিলাকে 'দ্য কুইন কনসোর্ট' বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে রাজা হওয়ার পর এখন চার্লসকে প্রথমেই নিজের জন্য একটি নাম বেছে নিতে হবে। তিনি 'রাজা তৃতীয় চার্লস' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেন বলে জানা গেছে।

এর আগে চার্লস মাত্র তিন বছর বয়সে যুবরাজ হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তার মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে বসেন তখন চার্লসের বয়স ছিল ৩ বছর। তখন থেকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। ব্রিটিশ সিংহাসনের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যুবরাজ ছিলেন তিনি।

সবার আগে তিস্তার পানি বন্টনের টেকসই চুক্তি করুন ঃ আইএফসি

(৪৬ পাতার পর)

দুই শাখা নদী সুরমা ও কুশিয়ারা বাংলাদেশে এসে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়েছে। কুশিয়ারার উপর কোন বাঁধ নির্মিত হলে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নদী মেঘনা এবং সিলেট অঞ্চলের হাওড়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিবে।

আইএফসি নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন ইস্যু হল তিস্তার পানি বন্টন যার অভাবে বাংলাদেশের তিস্তা অববাহিকার তিন কোটি মানুষ পতিবেশগত বিপর্যয়ের শিকার। দুই দশকের মত সময় ধরে তিস্তার শুকনো মওসুমের পুরো পানি পশ্চিম বংগের গজলডোবা ব্যারেজ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ আগামি ২০২৬ সালে শেষ হয়ে যাবে। এই চুক্তির তেমন সুফল বাংলাদেশ পায়নি। কারণ চুক্তিতে দেয়া সিডিউল অনুসারে বাংলাদেশে পানি আসেনি। এই চুক্তি সর্বনিম্ন প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য গ্যারান্টি এবং বিরোধ মিমাংসার জন্য আরবিট্রেশন ক্লজসহ নবায়ন করা দরকার। নেপাল ও পাকিস্তানের সাথে ভারত কর্তৃক সম্পাদিত পানি চুক্তিগুলোতে এইসব ক্লজ আছে।

ডববৃতিতে আইএফসি নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের উচিত বর্তমান বিশ্বের অন্যত্র অনুসৃত যৌথ নদীর বেসিন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা চুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ যৌথ নদীগুলোকে মানবসৃষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় ভাগাভাগি করা সঠিক নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নদীগুলোকে উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত প্রবাহমান রাখলেই তীরবর্তী সকল জনগোষ্টি সেগুলোর সুবিধা গ্রহন করতে পারবে।

যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন আইএফসি নিউয়র্ক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালু, মহাসচিব সৈয়দ টিপু সুলতান, আইএফসি বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমাদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি ড. এস আই খান, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারী ও আইএফসি সমন্বয়ক মোস্তফা কামাল মজুমদার।



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

রানির মৃত্যুতে পোপের গভীর শোক



ঢাকা ডেস্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস ।

এক টেলিগ্রামবার্তায় পোপ বলেন, রানির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি ব্রিটেনসহ কমওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি ।

তিনি ব্রিটিশ রানির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন । খবর আনাদোলুর ।

৭০ বছর রাজত্ব করার পর ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি রাজশাসক রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বৃহস্পতিবার ব্যালমোরাল প্রাসাদে মারা গেছেন । তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর ।

রানির মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে রাজা তৃতীয় চার্লস নাম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রিটেন ছাড়াও ১৪টি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছেন ।

চার্লস বলেছেন, প্রিয় মায়ের মৃত্যু ছিল তার জন্য এক ওবড় দুঃখের মুহূর্ত।

বৃহস্পতিবার তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ায় রানি এলিজাবেথের পরিবার স্কটল্যান্ডের প্রাসাদে জড়ো হয়েছিলেন ।

রানি এলিজাবেথ ১৯৫২ সালে সিংহাসনে আসীন হন এবং তার জীবদ্দশায় বিশাল সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে ছিলেন ।

৭৩ বছর বয়সি চার্লস ১৯৫২ সালে যুবরাজ হন । রানির মৃত্যুর পর তিনি হলেন ইংল্যান্ডের রাজা । তার উপাধি 'প্রিন্স অব ওয়ালেশ'এখন যাবে তার বড় ছেলে উইলিয়ামের মাথায় ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

বৃটেনের রানির মৃত্যু ১০ দিনের অনুষ্ঠান সূচি



ঢাকা ডেস্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যু সংবাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময় থেকে রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলো আগে থেকেই ঠিকঠাক করা আছে।

এ নিয়ে প্রস্তুতি আগে থেকে এতটাই গোছানো ছিল যে, রানির মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে নিয়ম করে প্রতিবছর একটা মহড়া দেওয়া হয়। খবর বিবিসির।

বৃহস্পতিবার বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে রানির মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহগুলোর কাউন্টডাউন শুরু হবে।

ডি-ডে

বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে একটি 'কল কাসকেড' হবে, অর্থাৎ রানির ব্যক্তিগত সচিব প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে শোক সংবাদটি জানাবেন। এর পর সংবাদটি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি এবং প্রাইভি কাউন্সিলের অফিসে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রাইভি কাউন্সিল মূলত রানির পক্ষে সরকারি কাজের সমন্বয় করে। এর পরই কেবল 'সরকারি বিজ্ঞপ্তি' দিয়ে জনসাধারণকে রানির মৃত্যুর সংবাদ জানানো হবে।

রাজকীয় বাসভবন, হোয়াইট হল এবং অন্যান্য সরকারি ভবনের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে, রাজপরিবারের ওয়েবসাইটটি রানির মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবৃতিসহ একটি কালো পৃষ্ঠায় পরিবর্তিত হবে। সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতেও কালো ব্যানার যুক্ত করা হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে বিবৃতি দেবেন।

রীতি অনুযায়ী বাকিংহ্যাম প্যালেসে রেলিংয়ে মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাসংবলিত বিবৃতি ঝোলানো হবে। আর এ সময় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে এবং সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে দুপুরে ঘণ্টা বাজবে।

হাইড পার্ক এবং টাওয়ার হিলে বন্দুকের গুলি ছুড়ে স্যালুট জানানো হবে এবং জাতীয়ভাবে নীরবতা পালন করা হবে।

রাজা চার্লস প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম দর্শনার্থীদের সামনে আসবেন। মৃত্যুর পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। পূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিকল্পনায় আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তির জন্য আর্ল মার্শালের (বংশানুক্রমে রাজকীয় শীর্ষ কর্মকর্তা) সঙ্গে দেখা করবেন। রাজা চার্লস বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেশ এবং কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, যা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

ডি-ডে-এর পরের দিন

অ্যাক্সিশন কাউন্সিল বা অভিষেক পরিষদ, যেটিতে রয়েছেন সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং প্রাইভি কাউন্সেলররা– তারা সকাল ১০টায় সেন্ট জেমস প্রাসাদে মিলিত হবেন। এখানে নতুন রাজার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। এ ঘোষণা সেন্ট জেমস প্যালেসের বারান্দা থেকে জনসমক্ষে পাঠ করা হবে। লন্ডন শহরের রয়্যাল এক্সচেঞ্জে আরও একটি ঘোষণা পাঠ করা হবে। বিকালে নতুন রাজা প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ, বিরোধী দলের নেতা, ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ এবং ওয়েস্টমিনস্টারের ডিনের সঙ্গে অন্য দর্শনার্থীরা থাকবেন।

পার্লামেন্টে শ্রদ্ধা জানানো হবে। অভিষেক পরিষদের জন্য পতাকা পূর্ণ উত্তোলিত থাকবে। ২৪ ঘণ্টার পতাকা এভাবে থাকবে। এর পর আবার অর্ধনমিত হবে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন পর্যন্ত এভাবেই থাকবে।

ডি-ডের তৃতীয় দিন

রানির কফিন বালমোরাল থেকে সড়কপথে হলিরুড হাউসের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে। এডিনবার্গ, কার্ডিফ ও বেলফাস্টে স্বনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে মধ্যাহ্নে একযোগে নতুন রাজার নাম ঘোষণা করা হবে। পার্লামেন্টে শ্রদ্ধাঞ্জলি অব্যাহত থাকবে।

ডি-ডের চতুর্থ দিন

রয়্যাল মাইল বরাবর হলিরুড থেকে সেন্ট জাইলস ক্যাথেড্রাল পর্যন্ত রাজপরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি আনুষ্ঠানিক শোকযাত্রা হবে। সেই অনুষ্ঠানের পরে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেন্ট জাইলস ক্যাথেড্রাল উন্মুক্ত করা হবে। আর রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা জানানো হবে লন্ডনে।

লন্ডন ব্রিজ সমতটের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রাজা চার্লস ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদে যাবেন। সেখানে তাকে সমবেদনা জানানো হবে। এর পর এডিনবার্গে যাওয়ার কথা রয়েছে। রাজা হিসেবে তার প্রথম কর্ম চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হলিরুড হাউসের প্রাসাদে যাবেন। এর পর সেন্ট জাইলস ক্যাথেড্রালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার তার প্রথম দর্শন পাবেন। স্কটিশ পার্লামেন্টে শোক প্রস্তাব আনা হবে।

ডি-ডের পঞ্চম দিন

সন্ধ্যার পর রানির কফিন এডিনবার্গ ওয়েভারলি স্টেশনে স্থানান্তরিত হবে। সেখান থেকে রাতেই রাজকীয় ট্রেনে পরের দিন সকালে লন্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশনে পৌঁছানোর কথা।

রাজা চার্লস উত্তর আয়ারল্যান্ডে যাবেন, সেখানে হিলসবরো ক্যাসেলে তাকে সমবেদনা জানানো হবে। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্য প্রার্থনার জন্য বেলফাস্টের সেন্ট অ্যানস ক্যাথেড্রালে যোগ দেবেন চার্লস।

বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে ওয়েস্টমিনস্টার হলো পর্যন্ত রানির কফিনবাহী একটি শোকযাত্রা হবে।

ডি-ডের ষষ্ঠ দিন

সেদিন লন্ডনে আনুষ্ঠানিকতার কয়েক ঘণ্টা আগে কফিনটি বাকিংহ্যাম প্যালেসে পৌঁছাবে।

শবযাত্রার আগে প্রথম বড় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে– রানির কফিন বাকিংহাম প্যালেস থেকে ওয়েস্টমিনস্টার হলে নেওয়া। সেখানে পাঁচ দিন রাখা হবে। রানির কফিনের আগমন উপলক্ষ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধার সময় সাধারণ জনগণও রানিকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাবেন। কফিনটি ওয়েস্টমিনস্টার হলের মাঝখানে একটি সুসজ্জিত শবমঞ্চে রাখা হবে। দৈনিক ২৩ ঘণ্টা জনসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ডি-ডের সপ্তম দিন

রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অব্যাহত থাকবে।

ডি-ডের অষ্টম দিন

রাজা চার্লস কার্ডিফের লাল্যান্ডফ ক্যাথেড্রালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওয়েলসে যাবেন। এর পর ওয়েলশ সেনেডে (পার্লামেন্ট) যাবেন এবং সদস্যদের সমবেদনা নেবেন। প্রথমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ওয়েলশের ফার্স্ট মিনিস্টার।

এই রানির আমলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ১৪ জন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, ১৪ জন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা লন্ডনে আসতে শুরু করবেন।

ডি-ডের নবম দিন

রাজা চার্লস বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাবেন।

ডি-ডের দশম দিন

শবযাত্রার প্রাক্কালে চার্লস বিদেশি রাজপরিবারের সদস্যদের স্বাগত জানাবেন। ভিআইপি বিদেশি অতিথিরা রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

ডি-ডের একাদশ দিন

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাষ্ট্রীয় শবযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। ওয়েস্টমিনস্টার হল থেকে শবযাত্রা অ্যাবেতে নেওয়া হবে। সারা দেশে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। এক ঘণ্টার একটি আনুষ্ঠানিকতার পর বড় পরিসরে আনুষ্ঠানিক শবযাত্রা হাইড পার্কে যাবে। সেখানে কফিনটি সাঁজোয়া গাড়ি থেকে রাষ্ট্রীয় শবযানে স্থানান্তরিত হবে এবং কফিনটি উইন্ডসরে নেওয়া হবে। উইন্ডসরে শবযাত্রার পর উইন্ডসর ক্যাসেলের সেন্ট জর্জ চ্যাপেলে শেষ বিদায় জানানোর পর রাজকীয় ভল্টে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে সমাধি দেওয়া হবে।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে কাঁদছে ব্রিটেন

ঢাকা ডেস্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে যুক্তরাজ্য শাসন করে আসা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ আর নেই। কয়েক দশকের স্থিতিশীলতার বাতিঘর, জনগণের রানি চিরতরে চলে গেছেন। ৯৬ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকালে বালমোরাল ক্যাসেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এ সময় তার পাশে ছিলেন প্রিন্স চার্লসসহ তার সব সন্তান, রাজপরিবারের বেশির ভাগ সদস্য। তাদের সামনে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রানি। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের শাসনামলে শুধু ব্রিটেন নয়, সারাবিশ্বের মানুষের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। হৃদয় ভেঙে যাওয়ার মতো এ মৃত্যুর খবরে কেঁদেছে বালমোরালের আকাশ। সেই কান্না তুমুল বৃষ্টি হয়ে ঝরেছে। একই সঙ্গে কেঁদেছে ব্রিটেনসহ পুরো বিশ্বও। রানি অবস্থান করছিলেন স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেলে। বছরের এ সময়টাতে তিনি সেখানেই থাকতেন। সেখান থেকেই তিনি চিরবিদায় নিলেন। রানির মৃত্যুর পরই ব্রিটেনের নতুন রাজা হয়েছেন তার বড় ছেলে প্রিন্স চার্লস। তিনি এখন রাজা তৃতীয় চার্লস।

মায়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন নতুন রাজা। তিনি বলেছেন, নিজের এবং পরিবারের সব সদস্যের জন্য এই সময়টি সবচেয়ে বেদনার। গভীর শোক জানিয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। তিনি ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দেওয়া বিবৃতিতে বলেন, রানির মৃত্যু দেশ এবং পুরো বিশ্বের জন্য কষ্টের। প্রয়াত রানির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিশ্ব নেতারা। এর মধ্যে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্দার ডি ক্রো, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রমুখ।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্ম ১৯২৬ সালের ২১ এপ্রিল। ১৯৫২ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এর পর থেকে ৭০ বছর ব্রিটিশ সিংহাসনে রাজত্ব করেন। ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সিংহাসনে থাকা রানি হিসাবে ২০১৫ সালে রানি ভিক্টোরিয়াকে ছাড়িয়ে যান তিনি। রানির শাসনামলে তিনি ১৫ জন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। দেশের সংকটময় সময়গুলোতে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তার সেবার জন্য দেশজুড়ে, দেশের বাইরে অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

গতকাল স্বাস্থ্য নিয়ে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করে চিকিৎসকরা রানিকে মেডিকেল নজরদারির মধ্যে রাখার সুপারিশ করেন। রানির স্বাস্থ্যের অবনতির খবর দিনের শুরুতে রাজপরিবারের সব সদস্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার পর সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী প্রিন্স চার্লসসহ রানির সব সন্তান রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যান বালমোরালে। এর মধ্যে আছেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু, প্রিন্সেস অ্যান এবং প্রিন্স এডওয়ার্ড। দাদি ও রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে দেখতে ছুটে যান প্রিন্স উইলিয়াম। সন্তানদের দেখভালের জন্য বাকিংহামে থেকে যান প্রিন্সেস কেট মিডলটন, প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান মার্কেল। অসুস্থতার খবর শুনে রানির জন্য প্রার্থনা জানান আর্চবিশপ অব ইংল্যান্ড। খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন দেশবাসী ছুটে যান বালমোরাল প্রাসাদের বাইরে। সেখানে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই বালমোরাল ক্যাসেল থেকেই ৬ সেপ্টেম্বর রানি নতুন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে নিয়োগ করেন। তখন তাকে বেশ হাসিখুশি দেখা যায়। তিনি গ্রিনরুমে স্বাগত জানান ট্রাসকে। এর আগে তিনি বিদায় জানান বরিস জনসনকে।

গত বছর অক্টোবর থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন রানি। এসব সমস্যার কারণে তার হাঁটতে এবং দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। তার অসুস্থতার কারণে বুধবার একটি অনলাইন বৈঠক বাতিল করা হয়। এরপর চিকিৎসকরা তাকে বিশ্রামে থাকতে বলেন। বাকিংহাম প্যালেস থেকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে গতকাল বিবৃতি দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের সতর্কতার পরপরই প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস এবং তার পার্লামেন্টারি টিমের সিনিয়র সদস্যদের কাছে নোট পাঠানো হয়। তখন পার্লামেন্ট অধিবেশন চলছিল। খবর পেয়েই প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস টুইট করেন। তিনি লিখেছেন, বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নভোজের সময় বাকিংহাম প্যালেস থেকে যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে পুরো দেশ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই সময়ে রানি ও তার পরিবারের প্রতি আমাদের এবং পুরো ব্রিটেনের মানুষের প্রার্থনা। চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রধান আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি বলেছেন, রানির জন্য পুরো দেশবাসীর প্রার্থনা আছে। জাস্টিন ওয়েলবি টুইটে বলেছেন, রানির সঙ্গে আছে আমার, পুরো চার্চ অব ইংল্যান্ড এবং দেশবাসীর প্রার্থনা। ঈশ্বর তাকে, তার পরিবারকে এবং যারা বালমোরালে রানির সেবা করছেন, তাদের শক্তি এবং স্বস্তি দিন।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

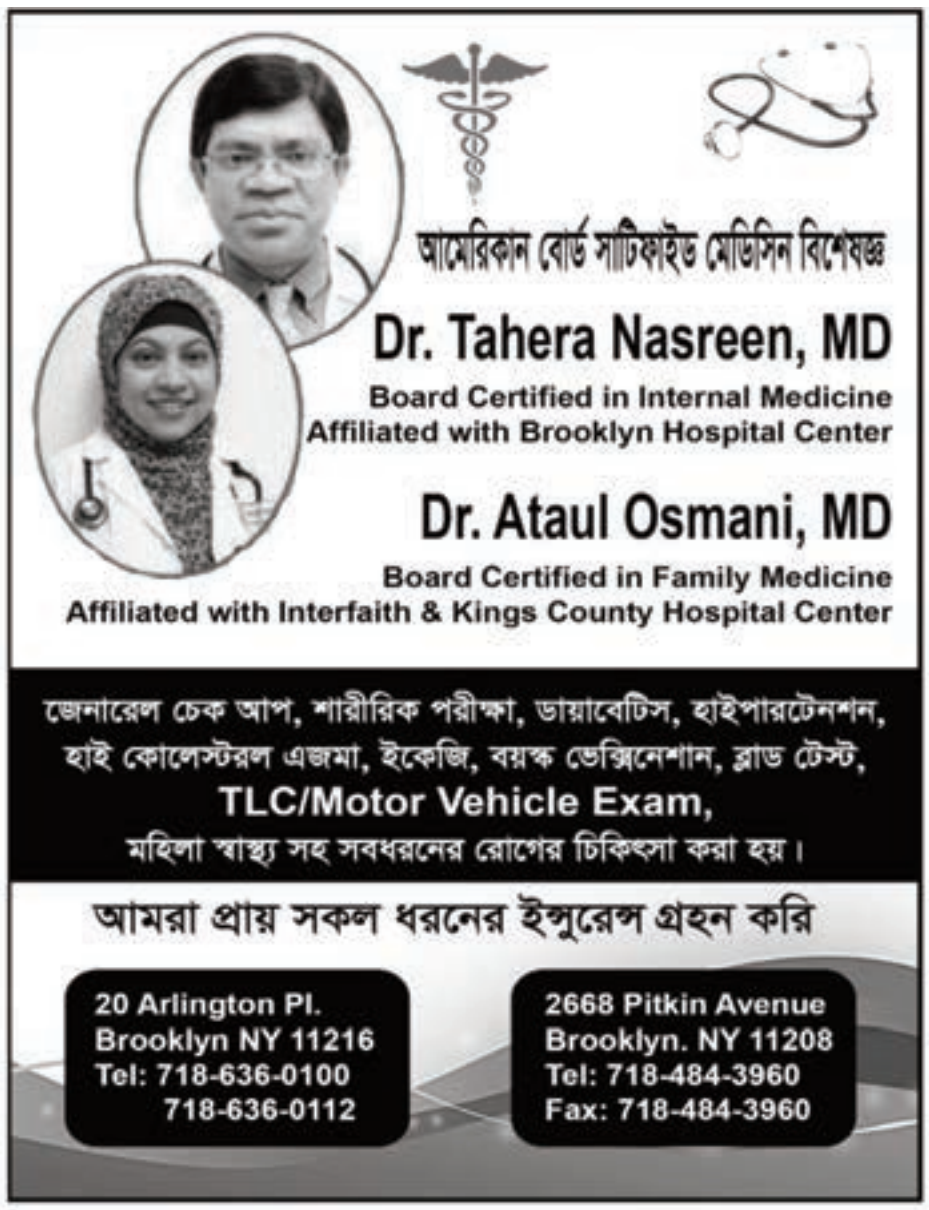
কেমন হবে রানীর শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠান!

ঢাকা ডেস্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : যেন শোকের চাদরে ঢেকে গেছে বৃটেন। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে ঢুঁকরে কাঁদছে মানুষ। ঘরের কোণে, রাস্তায়, কফি শপে কিংবা বারে- সব জায়গায় কান্না। কেউ কাঁদছেন প্রকাশ্যে। কেউ কাঁদছেন অন্তরে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে যেমন নিঃসরণ হয় এনজাইম, তেমনি হৃদয়ে ক্ষরণ হচ্ছে। মানুষের কাছে নিজেকে এমনিভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রানী। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ সহ পুরো বৃটেনে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা অর্ধনমিত। সব যেন শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দিয়েছে। রানীর চলে যাওয়া বৃটেনের প্রাত্যহিক জীবনে বড় প্রভাব ফেলেছে, ফেলবে।

তাকে বিদায় জানানোর আগে ১০ থেকে ১১ দিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হতে পারে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি'তে। তবে অনুষ্ঠান সূচিতে কি থাকবে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। ব্যাংকে ছুটি ঘোষণা করা হতে পারে। এখনও এ বিষয়টি রাজপ্রাসাদ এবং সরকার থেকে নিশ্চিত করা হয়নি। যদি ব্যাংকে ছুটি ঘোষণা করা হয়, তাহলে স্কুল বন্ধ থাকতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। এরই মধ্যে আজ শুক্রবার ইংলিশ ফুটবল লিগ এবং নর্দান আয়ারল্যান্ড ফুটবল লিগ সহ খেলাধুলার ফিক্সার বাতিল করা হয়েছে। বৃটিশ হর্সরেসিং অথরিটি সব রকম ঘোড়দৌড় মূলতবি করেছে। আজ শুক্রবার বিএমডব্লিউ পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হবে না। ট্যুর অব বৃটেন সাইক্লিং প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল আজ। তাও হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটের দ্বিতীয় দিনের খেলা আজ গড়ানোর কথা ছিল মাঠে। কিন্তু তাও স্থগিত করা হয়েছে। বাকি ৫ দিনের খেলা পরে হবে কিনা তাও নিশ্চিত করা হয়নি। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে বিবিসি প্রোমস অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে শনিবারের লাস্ট নাইট অব দ্য প্রোমস'ও বাতিল করা হয়েছে। ওদিকে রেল ও পোস্টাল খাতে ১৫ ও ১৭ তারিখের পরিকল্পিত ধর্মঘট বাতিল করা হয়েছে রানীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে আজ শুক্রবার রানীর স্মরণে হবে সার্ভিস অনুষ্ঠান। এতে যোগ দেয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ও অন্য সিনিয়র মন্ত্রীদের। যেহেতু রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা গেছেন স্কটল্যান্ডে, তাই তার কফিন এডিনবার্গের সেন্ট গিলস ক্যাথেড্রালে রাখা হবে। তার প্রতি সম্মান জানাতে জনগণকে অনুমতি দেয়া হতে পারে দু'চার দিনের মধ্যে। এরপর কফিন আকাশপথে নিয়ে যাওয়া হবে লন্ডনে। সেখানে ওয়েস্টমিনস্টার হলে চারদিন রাখা হবে। এ সময় হাজার হাজার মানুষ তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরের দিন সকাল পর্যন্ত সব সরকারি ভবনে ইউনিয়ন পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। অন্যদিকে নতুন রাজা চার্লাসের প্রতি শনিবার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অংশ হিসেবে পতাকা ২৪ ঘন্টার জন্য যথানিয়মে উত্তোলন করা অবস্থায় থাকবে। তারপর তা অর্ধনমিত রাখা হবে।

আজ শুক্রবার ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি'তে, সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল এবং উইন্ডসর ক্যাসেলে রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বেল বাজানো হবে। রানীর জীবনের ৯৬ বছরকে স্মরণ করে তার প্রতি ৯৬ রাউন্ড গান স্যালুট জানানো হবে হাইড পার্কে।







BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।
যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী পরিবারের একটি ১০ বছরের স্পেশিয়াল বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন বাঙালী মহিলা প্রয়োজন। আগ্রহীকে ইংরেজী জানতে হবে এবং বয়স ৩৫-৪০ হতে হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
সে-০৫/০৬

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

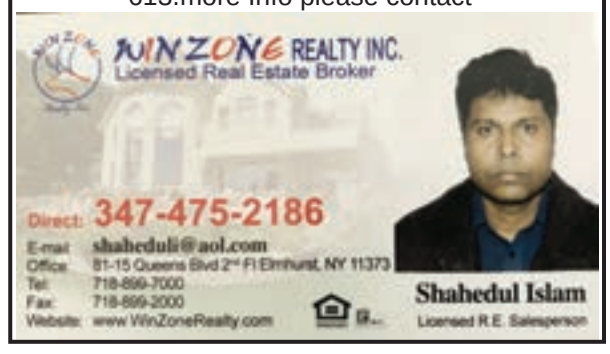
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল

আলী ইমাম কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি চাকলাদার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক প্রবাসী, সাবেক ছাত্রনেতা ও ফোবানা'র বিদায়ী চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম শিকদার ও ফ্লোরিডা প্রবাসী, বিএনপি নেতা ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদারকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল কেন্দ্রীয় সংসদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনাব আলী ইমামকে সংসদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি এবং জনাব চাকলাদারকে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে বলে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত ও সাধারণ সম্পাদক সাদেক আহমেদ খান স্বাক্ষরতি পৃথক পৃথক পত্রে উভয়কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন- '১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে সাহসিকতার সাথেধ আপনার অংশগ্রহনে দেশ ও জাতি চিরকাল স্মরণ করবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্ত্ব বিন্দু পরিমান হলেও মুক্তিযুদ্ধকে তরান্বিত করেছে। কিন্তু দু:খের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আশা আকাঙ্খা নিয়ে ও স্বপ্ন দেখে যুদ্ধে অংশগ্রহন করে জীবনকে বাজী রেখে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম। সে আশা আকাঙ্খা আজ ধুলিস্বাৎ হয়েছে। তাই আমরা রণাঙ্গনের সাতী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংগঠিত করে এগিয়ে যেতে চাই। তাই আমরা আপনার মত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মনোনীত করতে পেরে গর্বিত অনুভব করছি।'

একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডার আলী ইমাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে বলেন, আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল কেন্দ্রীয় সংসদে অন্তর্ভুক্ত করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ায় দেশ ও জনগের প্রতি আরো দায়িত্ব বেড়ে গেলো। এই দায়িত্ব পালনে আমরা সাধ্যমত কাজ করবো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সংসদকে আরো শক্তিশালী করা হবে। উল্লেখিত মনোনয়নে তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৯/১১'র স্মৃতি

(প্রথম পাতার পর)

আলোয় পৃথিবী জেগে উঠলো। চমৎকার আকাশ। এই আকাশ আর বাতাস দেখে কোন কিছু বোঝার বিন্দুমাত্র উপায় ছিলো না যে, আজকের দিনটিই হবে পৃথিবীর অন্যতম ট্রাজেডীর দিন, ভয়াবহ অন্ধকারের দিন।

প্রতিদিনের মতো ঐদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি সকালের নাস্তা খেয়ে সকাল ৯টার দিকে বাসা থেকে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকা অফিসে যাচ্ছি। আমি তখন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। আর জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ আমার বাসা থেকে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অফিসের দূরত্ব ৮/১০ ব্লক হওয়ায় সাধারণত হেটে হেটেই অফিসে যাতায়াত করি। অন্যান্য দিনের মতো বাসা থেকে বের হয়ে এক ব্লক যেতে না যেতেই বাসা থেকে মনিরা ভাবীর ফোন:

-আপনি কোথায়?

আমি অফিসে যাচ্ছি।

-সকালে টিভি দেখেছেন, খবর শুনেছেন?

না তো? কেনো, কি হয়েছে?

-ম্যানহাটানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হামলা হয়েছে, আগুন জ্বলছে, টিভিতে লাইভ দেখাচ্ছে।

ঠিক আছে, আমি অফিসে গিয়ে দেখছি।

মনিরা ভাবী, আমার অগ্রজ সাংবাদিক (মরহুম) মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান হাফিজ ভাই'র স্ত্রী। ভাবীর সাথে ফোনে কথা শেষ করে দ্রুত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অফিসে পৌছলাম। অফিসে গিয়ে দেখি শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাংবাদিক আনিসুল কবীর জাসীর ভাই টিভিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হামলার খবরটি লাইভ দেখছেন। সেই সাথে তারা বেশ উদ্বিগ্ন এবং উৎকুণ্ঠিত মনে হলো। আমিও তাদের সাথে শরীক হলাম এবং কিছুক্ষণ খবরটি টিভিতে লাইভ দেখার পর ঢাকায় খবরটি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র বার্তা সম্পাদকের পাশাপাশি আমি তখন দৈনিক ইনকিলাব-এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছি। যতদূর মনে পড়ে তখন ঐদিন নিউইয়র্ক সময় সকাল ১১টা আর বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা। ঢাকায় দৈনিক ইনকিলাব-এ ফোন করেই শ্রদ্ধেয় বার্তা সম্পাদক সুলতান আহমেদ (মরহুম) সাথে কথা বললাম এবং তাকে বিষয়টি জানালে, ওপার থেকে সুলতান ভাই বললেন, আমরাও খবরটি শুনেছি, বিভিন্ন বার্তা সংস্থার খবর আসছে, আপনার কাছে কি খবর আছে পাঠান। সেই সাথে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের খবরাখবরও জানতে চাইলেন। আমি সুলতান ভাইকে বললাম, আমি আবার ফোন করছি।

যাই হোক পরবর্তীতে যতদ্রুত সম্ভব খোঁজখবর নিয়ে আবার দৈনিক ইনকিলাব-এ ফোন করে নিউজটা পাঠালাম। কিন্তু তখনো বুঝে উঠতে পারিনি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হামলার ভয়াবহতা! সত্যি বলতে কি আমি ধারণাই করতে পারিনি যে, পর পর বিমান হামলায় কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পুরো ম্যানহাটান জুড়ে। জ্যামাইকার ১৬৮ স্ট্রীটস্থ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অফিসে বসে টিভিতে শুধু দেখছিলাম আগুনের লেলিহান শিখা আর আকাশ ছোঁয়া কালো ধোয়া। সেই সাথে সকালে কাজে যোগ দেয়া মানুষ, পথচারী আর ট্যুরিস্টদের মরণপণ ছোটাছুটি। সাবাই ছুঁটছে প্রাণ বাঁচাতে। কালো ধোঁয়ায় অনেকের চেহারই বোঝা যাচ্ছিলো না। রাস্তা-ঘাটগুলো অচেনা হয়ে উঠলো। আর মনে মনে ভাবতে থাকলাম-

১১০ তলা বিশিষ্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার পরিদর্শনের কথা। সেন্টার-টির অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন লিফট যোগে ১১০ তলার চুড়ায় উঠে পুরো নিউইয়র্ক শহর দেখার স্মৃতি মনের মনি কোঠায় ভেসে উঠলো। এতো উপর থেকে নিউইয়র্কের ঘর-বাড়ী-ভবন আর বৃক্ষগুলো খুবই ক্ষুদ্রকার লাগছিলো। অতি পরিচিত আর বিখ্যাত হার্ডসন রিভার মনে হচ্ছিলো ক্ষুদ্রকারের নালা। নয়ানাভিরাম সেন্ট্রাল পার্ক যেনো সবুজ ঘাসে মোড়ানো। আরো কত কি!

হ্যাঁ, বলছিলাম- ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হামলার স্মৃতি কথা। দাউ দাউ করে জ্বলছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। সিটি প্রশাসন তথা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসসহ সকল দপ্তরই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আটকাপড়া মানুষদের উদ্ধার করতে আর বাঁচাতে। এরই মধ্যে খবর এলো নিউইয়র্কের পার্শ্ববর্তী নি-উজার্সীতে আর পেন্টাগনেও বিমান হামলা হয়েছে। ভয়ানক খবর, ভায়বহ অবস্থা। আর এই খবরে পুরো যুক্তরাষ্ট্রবাসী চরম উদ্বিগ, উৎকণ্ঠিত হলো। ভীত কেঁপে উঠলো তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) প্রশাসন তথা হোয়াইট হাউজ। খবর পাওয়া গেলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হামলা শুধু হামলা নয়, রীতিমত সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলার শিকারে প্রাণ হারিয়েছে ১১জন বাংলাদেশীসহ প্রায় তিন সহস্র নর-নারী। যার ভায়াহতা আজো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্ববাসীকে।

ঘটনার পরদিন সন্ধ্যার দিকে আমার প্রতিবেশী শ্রদ্ধেয় কমল ভাই'র সহযোগিতায় তার সাথে গেলাম ব্রুকলীনস্থ সালাউদ্দিন আহমেদের বাসায়। প্রাথমিকভাবে খবর ছিলো এই সালাউদ্দিন আহমেদ ১/১১'র ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন। সিলেটের সন্তান সালাউদ্দিন আহমেদের বাসায় গিয়ে দেখা গেলো ভিন্ন পরিবেশ। লক্ষ্য করলাম, ঐ বাসার লোকজন সবাই আছে, কিন্তু বাসাটি যেনো প্রাণহীন। নেই কোন কোলাহল, থমথমে পরিবেশ, বাসার চারিপাশ নিরব-নিস্তব্ধ। এরই মধ্যে নিখোঁজ সালাউদ্দিনের আত্নীয়-স্বজনদের আসা-যাওয়া দেখতে পেলাম। এক ফাঁকে কথা হলো সালাউদ্দিন আহমেদের বড় ভাই'র সাথে। কথার সময় তিনি স্মৃতি আওড়াতে থাকলেন। তারই মাঝে সালাউদ্দিন সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে চেষ্টা করলাম। পরবর্তীতে নিশ্চিত খবর এলো ১/১১'র ঘটনায় সালাউদ্দিন শুধু নিখোঁজ নন, তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। অন্যান্য নিহতের সাথে তারও নাম তালিকায় উঠলো।

১/১১'র ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও মজার ঘটনা হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওদূরে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক 'দ্যা ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট জার্ণাল' অফিস ভবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরও বিকল্প পদ্ধতিতে নিউইয়র্কের প্রতিবেশী নিউজার্সী অঙ্গরাজ্য থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত থাকা। একজন মিডিয়া কর্মী হিসেবে বিষয়টি আমার কাছে অভাবনীয় লেগেছে। কেননা, এতো বড় একটি বিপর্যয়ের পরও দায়িত্বশীল দৈনিক পত্রিকা হিসেবে দ্যা ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট জার্ণাল-এর প্রকাশ চাট্টিখানী কথা নয়। আর এই বিরল দায়িত্বশীল কাজের জন্য পরবর্তীতে 'দ্যা ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট জার্ণাল' আন্তর্জাতিক পুরষ্কারও লাভ করে।

একজন জনমুখী স্পষ্টবাদীর বিদায়

(প্রথম পাতার পর)

হয়ে পড়লে আকবর আলি খানকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। হাসপাতালে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সেই তিনি মারা যান।

আকবর আলি খানকে কোনো একটি পরিচয়ে সীমিত রাখা কঠিন। জীবনজুড়ে তাঁর কর্ম ও ভাবনার যে ক্ষেত্র ছিল, তা এককথায় বর্ণনা করা সহজ নয়। তিনি একই সঙ্গে আমলা ছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন, অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন, গবেষণা করেছেন, আবার জনবুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাঁকে যদি এককথায় প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক। ইতিহাস, সমাজ বা অর্থনীতি–তাঁর যেকোনো চর্চার কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশ। নানা জনমতে বিভক্ত বাংলাদেশের জন-মুখী উন্নয়নের জন্য আকবর আলি খান সব সময় সজাগ ছিলেন। তাঁর সুবিধা ছিল ইতিহাস রচনার কারণে তিনি বাংলাদেশের অতীত জানতেন, অর্থনীতির নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কাজ করার জন্য অর্থনীতিও বুঝতেন। ফলে অনেকগুলো শাস্ত্রকে এক করে সর্বদা নতুন একটা প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আজীবন। সব সময় তাঁর মধ্যে একটা জনস্বার্থ ও কল্যাণমুখী চেতনা কাজ করেছে।

আকবর আলি খানের জন্ম ১৯৪৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগরে। তিনি নবীনগরে স্কুলজীবন পার করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন ইতিহাস নিয়ে। ১৯৬৪ সালে তিনি ইতিহাসে স্নাতক হন এবং ১৯৬৫ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি ১৯৭৭ সালে কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে আবারও স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৯ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। হবিগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের উপসচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান সামরিক আদালত তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে আসেন এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। পরে তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে শিক্ষকতা করার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

১৯৭৯ সালে দেশে এসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেও পরে আবার সরকারি চাকরিতে ফিরে যান। তিনি ১৯৯৩ সালে সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি অর্থসচিব হন।

অবসর নেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে। পরে ২০০১ সালে তিনি বিশ্বব্যাংকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিকল্প কার্যনির্বাহী পরিচালক পদে যোগদান করেন। সেখানে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

২০০৬ সালে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার মুখে পদত্যাগ করেন। দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষকতা করেছেন। অবসরের পর তাঁর আবির্ভাব ঘটে পূর্ণকালীন লেখক হিসেবে। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, সাহিত্যসহ বিচিত্র বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক বই পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। আকবর আলি খানের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৮। তাঁর বেশির ভাগ বইয়ের প্রকাশক প্রথমা প্রকাশন।

প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ডিসকভারি অব বাংলাদেশ; দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; পরার্থপরতার অর্থনীতি; আজব ও জবর আজব অর্থনীতি; অবাক বাংলাদেশ: বিচিত্র ছলনাজালে রাজ-নীতি; চাবিকাঠির খোঁজে: নতুন আলোকে জীবনানন্দের বনলতা সেন; দুর্ভাবনা ও ভাবনা: রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে; বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশে বাজেট: অর্থনীতি ও রাজ-নীতি। আকবর আলি খানের সর্বশেষ আত্মজীবনীগ্রন্থ পুরানো সেই দিনের কথা। এই গ্রন্থে তাঁর বহুমাত্রিক জীবনের উন্মেষ ও বিকাশের কাহিনী উঠে এসেছে।

শুক্রবার বাদ জুমা গুলশানের আজাদ মসজিদে জানাজা জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সরকারি বাড়িতে উঠতে চান রওশন

ঢাকা ডেস্ক: ঘনিষ্ঠ দলীয় নেতাকর্মীদের পরামর্শে এবার সরকারিভাবে বরাদ্দ বিরোধীদলীয় নেতার বাড়ি পেতে আবেদন করবেন বেগম রওশন এরশাদ। স্পিকারের কাছে বিরোধীদলীয় নেতার পদ থেকে রওশন এরশাদকে সরিয়ে দেয়ার চিঠি দেয়ার পরই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রওশনপন্থিরা। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক থেকে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরেই তিনি সরকারের কাছে এ আবেদন করবেন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বিরোধীদলীয় নেতার পদ থেকে রওশন এরশাদকে সরাতে গত ১লা সেপ্টেম্বর দলীয় ২৩ এমপি'র সম্মতি স্বাক্ষর নিয়ে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে চিঠি দেয় দলের সংসদীয় দল। বর্তমানে ওই চিঠি রয়েছে স্পিকারের টেবিলে। আগামী সংসদ অধিবেশনের আগে এ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানাবেন না স্পিকার। এ রকম পরিস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার পদ থেকে জিএম কাদেরকে সরিয়ে দিতে তৎপর রওশনপন্থি নেতারা।

এ নিয়ে একটি চিঠিও প্রস্তুত করা হয়েছে। ওই চিঠিতে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদকে নতুন উপনেতা হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। রওশনপন্থি নেতারা মনে করছেন, সরকারি বরাদ্দ বাসায় রওশন এরশাদ থাকলে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে তার অবস্থান অনেক শক্ত হবে।

জিএম কাদেরপন্থিদের উদ্দেশ্যও সফল হবে না। সরকারি বাসায় না থাকায় প্রতি মাসে বাসাভাড়া হিসেবে ৭৫ হাজার ও বিদ্যুৎবিলসহ অন্যান্য খরচ বাবদ আরও প্রায় ৩০ হাজার টাকা পান রওশন এরশাদ। বিরোধীদলীয় নেতার বরাদ্দ বাড়িতে উঠলে ওই টাকা তিনি আর পাবেন না। চলতি মাসের শেষদিকে ব্যাংকক থেকে দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন রওশন এরশাদ। তিনি বলেন, শারীরিকভাবে তিনি এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। তাই আর কয়েকদিন পরেই দেশে ফিরে আসবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আছেন। দেশে ফিরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। এরপরই সরকারি বাসা পেতে আবেদন করবেন বলে জানান জাতীয় পার্টির নেতারা।

গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে সরকারি বাসভবনে ওঠেন। পরে ১৯৯৬ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে সরকারি বাসভবনে থাকেন। ২০০১ সালের পর জাতীয় সংসদের আর কোনো বিরোধীদলীয় নেতা বাড়িটিতে থাকেননি। সবশেষ ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদের নেতা হওয়ার পর ২৯, মিন্টো রোডের বিরোধীদলীয় নেতার বাড়িটিতে থাকতে আগ্রহ দেখিয়ে গণপূর্ত বিভাগকে চিঠি দেন রওশন এরশাদ। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতার চিঠি পাওয়ার পর বাড়িটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয় গণপূর্ত বিভাগ। তবে, শেষমেশ রওশন দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদে সরকারি বাসভবনে ওঠেননি। একাদশ জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী বাড়িটি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে সরকারি বাসভবনে উঠতে তার পক্ষ থেকেও কোনো আগ্রহ দেখানো হয়নি। গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাড়িটির বেশির ভাগ আসবাবপত্র এরইমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।

ফোর্বসের তালিকায় সিঙ্গাপুরের ৪২তম ধনী আজিজ খান

ঢাকা ডেস্ক: এশিয়ার শীর্ষ ধনী হিসাবে পরিচিত সিঙ্গাপুরের চলতি বছরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় ৪২ নম্বর অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের বেসরকারি কোম্পানি সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান। বুধবার ফোর্বস সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকা প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, আজিজ খানের মোট সম্পদ রয়েছে ১০০ কোটি ডলার। প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ৯৫ টাকা ধরে হিসাব করলে বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা। ফোর্বসের হিসাবে এবারই প্রথম আজিজ খান সিঙ্গাপুরের বিলিয়ন ডলারের (১ বিলিয়নে ১০০ কোটি) সম্পদশালী ব্যক্তিদের ক্লাবে ঢুকলেন। গত বছর তথা ২০২১ সালে তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি ডলার। ২০১৯ সালের পর থেকে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তাতেই তিনি এ বছর বিলিয়ন ডলারের ধনীর ক্লাবে স্থান করে নিয়েছেন। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত।

এ কারণে বাংলাদেশে ব্যবসা করলেও এটির সম্পদের হিসাব করা হয় সিঙ্গাপুরে। এর আগে ২০১৮ সালে আজিজ খান সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। সে বছর তিনি ছিলেন ৩৪ নম্বরে। ওই সালে সিঙ্গাপুরে তার ও তার পরিবারের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ডলার। তবে পরে আবার এই তালিকা থেকে বাদ পড়েন তিনি। ফোর্বসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকায় আজিজ খানের বিষয়ে বলা হয়, জাপানি প্রতিষ্ঠান জেরার কাছে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের ২২ শতাংশ শেয়ার ৩৩ কোটি ডলারে বিক্রি করে দেন। ফলে ২০১৯ সালে তার সম্পদের পরিমাণ কমে নেমে আসে ৮৫ কোটি ডলারে। এরপর থেকে আবার তার সম্পদের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। তিনি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। ফোর্বসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৬৩ বছর বয়সী আজিজ খান এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, বন্দর, ফাইবার অপটিক এবং আবাসন খাতের কোম্পানি সামিটের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। সামিট গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফোর্বস মুহাম্মদ আজিজ খানের যে সম্পদের হিসাব দিয়েছে, সেটি শুধু বিদ্যুৎ খাতের ব্যবসার সম্পদের হিসাব। এর বাইরে সামিটের অন্যান্য খাতের ব্যবসার সম্পদের হিসাব সেখানে যুক্ত হয়নি। জানা গেছে, তিন সন্তানের বাবা মুহাম্মদ আজিজ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন।









ছবিতে- স্ত্রী শায়লা, দুই মেয়ে দিয়া এবং হিয়ার সাথে মোহাম্মদ রফিকুল আলম বেনু। ছবিঃ পারিবারিক অ্যালবাম থেকে

নিউইয়র্ক প্রবাসী রফিকুল আলম বেনু ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ বাবলুর ছোট ভাই নিউইয়র্ক প্রবাসী মোহাম্মদ রফিকুল আলম বেনু ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি বুধবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে কুইন্স হসপিটাল সেন্টারে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি লিভার সিরোসিস-এ ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে তিন ভাই ও ছয় বোন সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬২ বছর। তিনি কুইন্সের জ্যামাইকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা বুধবার বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে এবং দ্বিতীয় জানাজা জ্যামাইকার ১৭৭ স্ট্রীট ১০৭ এভিনিউস্থ অপর মসজিদে বাদ এশা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় জানাজায় বিপুল সংখ্যক টাঙ্গাইলবাসী সহ মুসল্লীরা অংশ নেন। তার মরদেহ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মোহাম্মদ রফিকুল আলম বেনু'র ইন্তেকালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের পক্ষ থেকে টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান অরিফ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।





বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 12 // 2022

সবার আগে তিস্তার পানি বন্টনের টেকসই চুক্তি করুন ঃ আইএফসি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর ভারত সফরের সময় সেদেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে গ্যারান্টি ও আরবিট্রেশন ক্লজসহ তিস্তার পানি বন্টন ও গঙ্গা চুক্তির নবায়নের বিষয় উত্থাপন করার আহবান জানিয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার এক যৌথ বিবৃতিতে আইএফসি নেতৃবৃন্দ বলেন, কুশিয়ারার পানি বন্টন বাংলাদেশের অগ্রাধিকার নয়। এই নদীর উপর কোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের আগে বাংলাদেশের উচিত বহু প্রতিক্ষিত তিস্তা চুক্তি সই করার জন্য অনুরোধ জানানো। কুশিয়ারার প্রশ্ন তুলে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তির দাবি থেকে দৃষ্টি যেন সরিয়ে না নেয়া হয় সেদিকে নজর রাখা উচিত। তারা বলেন দিল্লির বন মন্ত্রলায়য়ের পরামর্শে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মান বন্ধ করার পর থেকে বরাক নদীর উপর কোন কিছু নির্মিত হয়নি। বরাকের (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়েছে। এস্টোরিয়াস্থ আলবিয়র মসজিদের সামনে গত ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্নে দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে এই স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়। এতে সহযোগিতায় ছিলো ইকনা রিলিফ। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনের সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার। অনুষ্ঠানে আন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইকনা'র আতিফুর রহমান ও মোহাম্মদ রহমান, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহকারী সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক শিমুল, সদস্য আনোয়ার হোসেন, শামসুল ইসলাম, এমডি মাহমুদুল হাসান, মোহাম্মদ হোসেন আহমদ, আব্দুস সোবহান, আব্দুল খালিক তানজুম লাগনো, নাভিলা মরিয়ম প্রমুখ।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে স্থানীয় সিটি কাউন্সিলওম্যান জুলি উন এর পক্ষ থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার এস্টোরিয়ার ডাচ-কিল পার্কে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত পুনরায় শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হবে বলে জাবেদ উদ্দিন জানান।





বিএনপি'র ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল

আ.লীগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হউন

নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটির আহ্বয়ক মনিক সদস্য সচিব শিপন





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আকতার হোসেন বাদল বলেছেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি করি। আমাদের নেতা আপোষহীন নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর বাইরে আমাদের কোন নেতা নেই, আমরা সবাই বিএনপি কর্মী। তাই দেশ, দেশের মানুষ বাঁচতে, দেশে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া সামনে কোন পথ নেই। এজন্য দেশ ও প্রবাসে এক দফা আন্দোলনে সর্বস্তরের বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের ঐক্য চাই। দলের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল নয়, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে চাই। বিএনপি'র কমিটির নামে কোন অনিয়ম, আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ, আঞ্চলিকতা চাই না। 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়' শহীদ জিয়ার এই শ্লোগানের ভিত্তিতে বিএন-পির রাজনীতি করার জন্য তারা নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক আকতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন দলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় তারা উপরোক্ত কথা বলেন। মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন আকতার হোসেন বাদল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন। সভায় সালেহ আহমেদ মনিক-কে আহ্বায়ক ও দেলোয়ার হোসেন শিপন-কে সদস্য সচিব করে নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটি বিএন-পি'র আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও শহীদ জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সুস্থ্যতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করেন মওলানা মাসুম। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা দেন বিএনপি নেতা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ডেমোক্র্যাট দলীয় মূলধারার রাজনীতিক আকতার হোসেন বাদল। দেলোয়ার হোসেন শিপন ও মাহবুবুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় সভায় আলোচনায় অংশ নেন সভার প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল খালেক, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম সহ মোহাম্মদ হোসেন কচি, সালেহ আহমেদ মানিক, তাইজুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাসান, আমিনা সাথী, মনিরুল ইসলাম, মোস্তফা মুকুল প্রমুখ।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, শহীদ জিয়া প্রতিষ্ঠিত বিএনপি'র খারাপ সময় চলছে। সামনের নির্বাচন ঘিরে নানা ষড়যন্ত্র চলছে, ফলে বিএনপিকে কঠিন সময় পারি দিতে হবে। এই সময়ে বিভক্তি নয়, নেতা-কর্মীদের ঐক্য চাই, দলে যোগ্য নেতৃত্ব চাই। তিনি বলেন, দেশে গণতন্ত্র নেই, আইনের শাসন নেই। দেশের পুলিশ দেশের মানুষকেই প্রকাশে গুলি করে মারছে। বিএনপির পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তিনি ১/১১ সরকারের এক্সটেনশন আজকের শেখ হাসিনা সরকার। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ বিএনপি'র দিকে তাকিয়ে আছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ সরকারকে হঠাতে হবে। বিএনপি'র নেতৃত্বেই অতীতের মতো আবার দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আকতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা যারা বিএনপি করি তাদের বড় পরিচয় আমরা বাংলাদেশের মানুষ। দেশের একমাত্র অবিস-ংবিদিত নেতা শহীদ জিয়াউর রহমান। তিনিই দেশ স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। পরবর্তীতে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, আজ আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ষড়যন্ত্রেও শিকার হয়ে কারাবন্দি, তারেক জিয়া দেশান্তরী। এই সময়ে বিএপির সিটি, ষ্টেট কমিটি গঠন কেন্দ্রের কাজ নয়। দরকার খালেদা জিয়াকে মুক্ত আর তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার আন্দোলন। বলেন, যার নিয়ে দুই কমিটি গঠন করা হলো আর যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশনভুক্ত পুলিশের আইজি ড. বেনজির আহমেদ নাকের ডগা দিয়ে নিউইয়র্ক ঘুরে গেলো। তারা কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করলো না। এমন নেতৃত্ব দিয়ে বিএনপি চলবে না। তাই দলকে শক্তিশালী করতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দলের জন্য দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

গিয়াস উদ্দিন বলেন, আজ বিএনপির নেতারাই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ক্ষতি করছেন। দলে যোগ্য নেতৃত্ব নেই। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে নেয়া আর বিএনপিকে রক্ষা করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। বাকশালীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।

আব্দুল খালেক নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটি কমিটি গঠনে কেন্দ্রীয় বিএন-পি'র সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বলেন, এই কমিটি গঠনে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি বরং আঞ্চলিক কমিটি হয়েছে। যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা পুলিশের আইজি ড. বেনজীর আহমের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ করতে পারেনি। যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেলেই বিএনপি শক্তিশালী হবে।

আলোচনা সভা শেষে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩স্ট্রীটে দলীয় নেতা-কর্মীরা শ্লোগান দেন এবং অধ্যাপক দেলোযঅর ও বাদল বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী সভায় যোগ দেন।













জেবিএফএস'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

আর তাই নজুন প্রজন্মদের উৎসাহিত করতে প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেবিএফএস) স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করেছে। উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউস্থ ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে জেবিএফএস'র উদ্যোগে শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলাগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিস-এর কর্ণধার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনর ও জেবিএফএস'র অন্যতম উপদেষ্টা এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, স্কুল সাপ্লাই বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী ও উপদেষ্টা রেজাউল করীম চৌধুরী, মেম্বার সেক্রেটারী সৈয়দ আল আমীন রাসেল ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি।

এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী, সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফজলুল হক, আশা হোম কেয়ার-এর কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে স্কুল সাপ্লাই গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বেলুন, চিপস, জিলাপী আর সিঙ্গারা বিতরণ করা হয়। স্কুল সাপ্লায়ের পাশাপাশি এসব পেয়ে শিশু-কিশোররা আনন্দে মুখরিত করে তোলে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক। এদিকে বক্তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটির এই উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা এবং সংগঠনের সকল কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, জেবিএফএস'র উপদেষ্টা ছদরুন নূর, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বেলাল আহমেদ চৌধুরী, স্কুল সাপ্লাই বিতরণ অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রফেসর শাহাদৎ হাসান, সমন্বয়কারী মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, যুগ্ম সদস্য সচিব এনায়েত মুন্সী, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আজিমুর রহমান বু-রহান, সোসাইটির কর্মকর্তা নওশেদ, সাদী মিন্টু, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, ফ্রেন্ডস সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ- আখতার বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- বাবুল হাওলাদার, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- এস এম সোলায়মান, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- এনায়েত মুন্সী, সাহিত্য সম্পাদক- ফয়সল আলিম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হিমু মিয়া, কার্যকরী সদস্য রাসেক মালিক, লিটন আহমেদ, রেজাউল আলম অপু প্রমুখ।

উল্লেখ্য, জেবিএফএস'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে পার্টনার ছিলো শাহ জে ফাউন্ডেশন, সহযোগিতায় ছিলো বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম, আশা হোম কেয়ার, ভালো, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবিএম ওসমান গণি ও মইনুল ইসলাম এবং ফাতেমা ব্রাদার্স গ্রুপ।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA



নীচু হয়ে অভিবাদন জানালো এভিয়েশন হেলিকপ্টার ঃ দেয়া হলো 'গার্ড অব অনার'

বাংলাদেশী আবু তাহেরকে সম্মাননা দিলো এনওয়াই পিডি

হাবিব রহমানঃ ব্রঙ্কসের জ্যাকবি হাসপাতালের গত ৮ সেপ্টেম্বর ছিলো এক অন্য রকম সকাল। খুব ভোর থেকেই পুলিশের গাড়ী এসে থামছিলো ছয় নাম্বার ভবনের সামনে। একটা, দুইটা, পাঁচটা....দশটা এবং অগনিত। গাড়ী থেকে একে একে বেরিয়ে আসছিলেন পুলিশ বেনোভেলেন্ট এসোসিয়েশনেন (পিবিএ) এর প্রেসিডেন্ট পেট্রিক **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



সুচিন্তায় ফুল ফোটে মুমিনের হৃদয়ে

মো. আবদুল গনী শিব্বীর

মানুষ চিন্তাশীল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টিরাজির মধ্যে বিবেচনা, চিন্তাশীলতা ও গবেষণার মতো শ্রেষ্ঠ গুণের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীলতা, সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা মানবজাতিকে সব প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। স্বাভাবিক চিন্তা দুই ধরনের-**(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**


আব্দুর রব


রুহুল আমিন সিদ্দিক


কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন


মোহাম্মদ আলী

আবার সরব 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেল

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ সেপ্টেম্বর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবশেষে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেছে। একের পর এক মামলার ফলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণার পর কয়েক দফা তা বাতিল যায়। নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশে বন্ধ হয়ে যায় সব **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

আশা হোমকেয়ারের জ্যামাইকা শাখা উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় উদ্বোধন করা **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

খেলার খবর

গ্যালারিতেই ক্ষৌরকর্ম!

স্পোর্টস ডেস্ক: ইউএস ওপেনের দু'জন দর্শককে বের করে দেয়া হলো। খেলা চলাকালে গ্যালারিতে বসে তারা চুল কাটছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে নিক কি-রিয়স ও কারেন কাশানভের মধ্যে খেলা চলাকালে ঘটনাটি ঘটেছে। ইউএস ওপেনের **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

ইলিনয়স ফোবানার ঘোষণা পরবর্তী সম্মেলন টেক্সাস

নতুন চেয়ারপারসন হিরো সেক্রেটারী সাহেল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিভক্ত ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

২০২৩ সালের সম্মেলন কানেকটিকাট

নতুন চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ

কমিটি গঠনের দফায় দফায় সভা

সালাহউদ্দিন আহমেদ, মন্ট্রিয়ল (কানাডা) থেকে ফিরে: 'মন্ট্রিয়লে এক টুকরো বাংলাদেশ' শ্লোগান নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত হলো ৩৬তম ফোবানা বাংলাদেশ সম্মেলন। লেবার ডে উইকেন্ডে (৩-৪ সেপেটম্বর, শনি ও রোববার) সহস্রাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর অংশগ্রহনে লাভাল শেরাটন হোটেল দৃশ্যত 'এক টুকরো বাংলাদেশ'-এ পরিণত হয়। আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব মন্ট্রিয়ল। কনভেনর এজাজ আক্তার তৌফিকের নেতৃত্বে সম্মেলনে দেশ ও প্রবাসের শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জমজমাট হলেও সেমি-নার, কাব্য জলসা সহ অন্যান্য **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



উৎসবমুখর পরিবেশে জেবিএফএস'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে শুরু নতুন শিক্ষাবর্ষ। নতুন করে নতুন ক্লাশে যাওয়ার জন্য স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মাঝেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়**

বাংলা ট্যুর গ্রুপ ঘুরে এলো নায়াগ্রা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন একমাত্র গাইডেড ট্যুর কোম্পানী বাংলা ট্যুর ৫৬ জন ট্যুরিস্ট নিয়ে নায়াগ্রা ফলস ঘুরে এসেছে। গত ২৭ আগস্ট শনিবার সকাল ৭টায় জ্যাকসন হাইটস থেকে ৩৫ জন ট্যুরিস্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের খলিল বিরিয়ানী হাউসের সামনে থেকে অপেক্ষমাণ বাকী **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

খলিলে 'হান্ডি বিরিয়ানী' বিক্রি শুরু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউসে 'হান্ডি বিরিয়ানী' বিক্রি শুরু হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর থেকে খলিল বিরিয়ানী হাউস এবং খলিল চাইনিজ এই দুই শাখাতেই আনুষ্ঠানিক বিক্রি শুরু হয়েছে। মাটির হাঁড়িতে রান্না করা এই বিশেষ বিরিয়ানী এখন থেকে সপ্তাহের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

হেলথ টিপস

স্থূলতায় বাড়ছে কিডনি রোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হলো কিডনি। এটি রক্ত শোধন করে। শরীরের বর্জ্য পদার্থ মূত্র হিসেবে বের করে দেয়। কিন্তু বর্তমানে বহু মানুষ কিডনির **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বিনোদন

নিজ নামে পর্দায় আসছেন জয়া

বিনোদন ডেস্ক: চলতি মাসেই মুক্তি পেতে যাচ্ছে দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানের 'বিউটি সার্কাস'- ছবিটি। এবার নতুন আরও একটি ছবির খবর দিলেন তিনি। সিনেমার **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ২৯পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com